মহাকাশের দূত
কাহিনীঃ সত্যজিৎ রায়
ছবিঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

মহাকাশের দূত

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কেঁ কেঁ এঁ
লেখকের নাম পড়তে পারছি... মেনেফ্রু।

ইটস ভেরি আরলি
হায়রোগ্লিফিক্স...পড়া খুব কঠিন...তবে
বুঝতে পারছি বিজ্ঞান সংক্রান্ত।
...আমার লাক! হাজার-হাজার ডলার খরচ করে
অ্যানাদার লুটেড টুম্ব। যদি একটা কিছু পাওয়া
যেত যা আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি...মানটা থাকত।
মর্গেনস্টার্ন এটা দখল নেওয়ার আগে
ফোটো তুলে রাখি। দিস প্যাপাইরাস ইজ়
অল টু রেয়ার।
মর্গেনস্টার্ন!
হা ডেক্সটার...
ওটা কী পেলে?
যেটা তুমি চাইছিলে...এই মাস্তাবা
খোঁড়া শুরু থেকে...দিস উইল
মেক ইট ফেমাস।
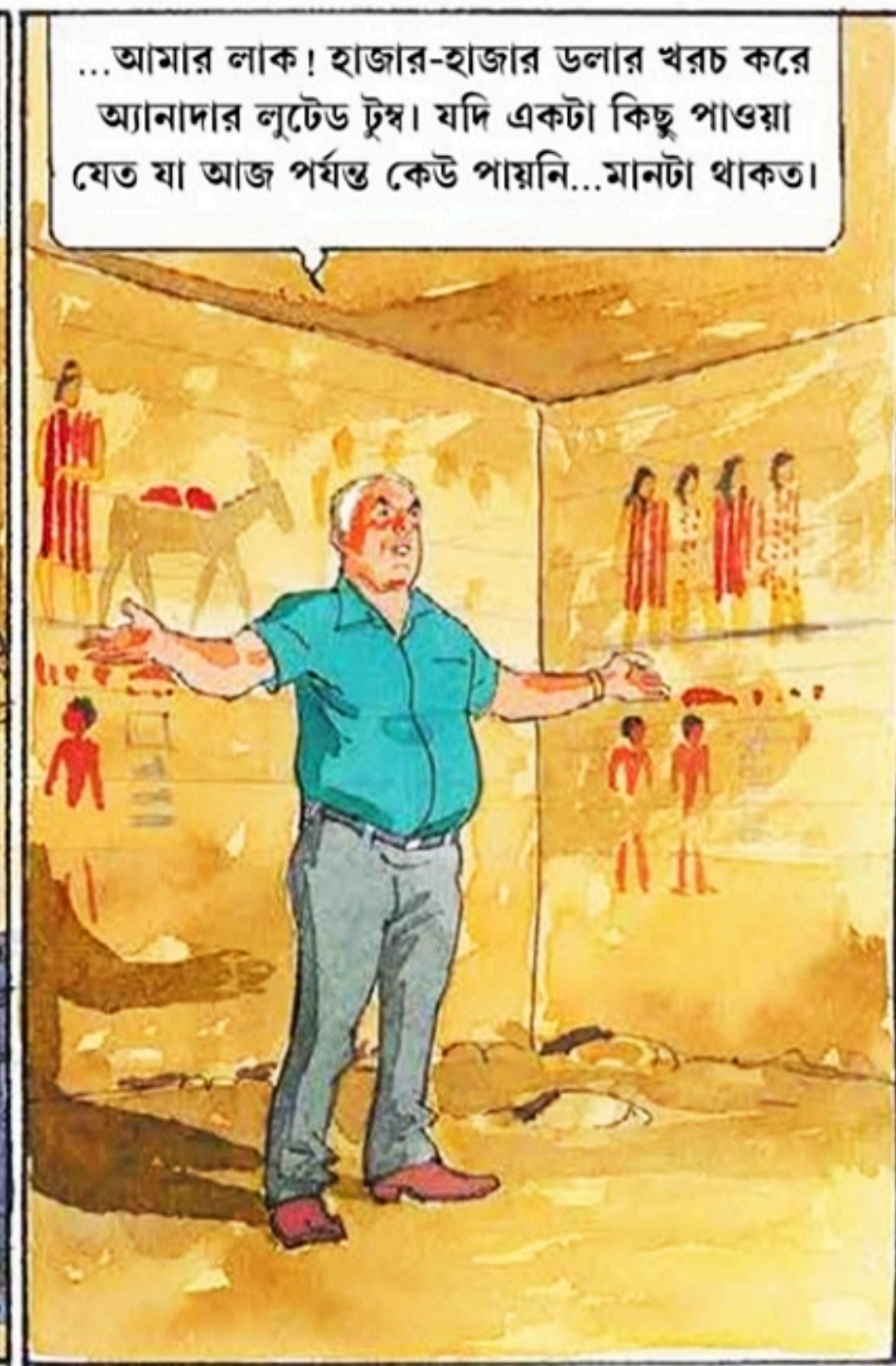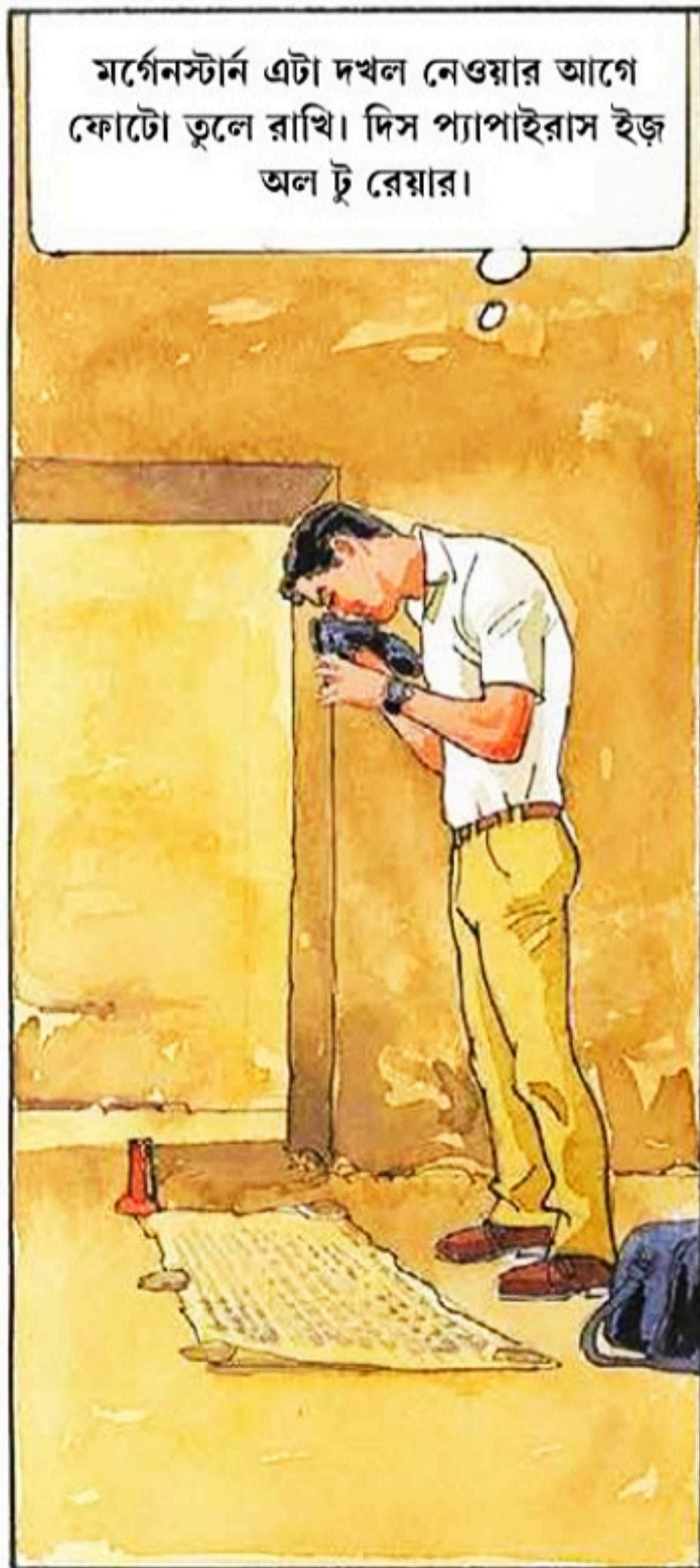
নো কিডিং...ইউ আর সিরিয়াস...অ্যাটলাস্ট সামথিং ফর মি!
আমি কিছুটা বুঝতে পারছি...এটা বিজ্ঞান সংক্রান্ত, যা একেবারেই নতুন। একটা এলিয়েনের উল্লেখ বুঝতে পাচ্ছি...

এলিয়েন!

এলিয়েন বলতে কী বোঝাচ্ছে সেটা বলতে পারব না। এই ব্যাপারে ডাঃ থর্নিক্রুফ্‌ট সাহায্য করতে পারবে।

দিস হায়রোগ্লিফিক্‌স ইজ্ বিগ...তোমায় ফেমাস করে দেবে।

আমি এই প্যাথাইরাস পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চলে যাই ডাঃ এডওয়ার্ড থর্নিক্রুফ্‌টের কাছে। বিখ্যাত মিশর বিশেষজ্ঞ যা মানে বের করেছেন তা সত্যিই চমকপ্রদ। পাঁচ হাজার বছর আগের এই প্যাপাইরাসে এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এর সবই বিজ্ঞান সংক্রান্ত।

হয়তো যাঁর সমাধি তিনিই করেছেন এই ভবিষ্যদ্বাণী। এতে বলা হয়েছে টেলিভিশন আবিষ্কারের কথা, যান্ত্রিক মানুষের কথা, কম্পিউটারের বর্ণনা আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যা বলা হয়েছে সেটা হল সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে প্রাণী নেই।

সৌরজগতের বাইরে মহাকাশে আরও অসংখ্য সৌরজগতে নানান গ্রহে নানারকম প্রাণী আছে। কিন্তু মানুষের মতো প্রাণী আছে কেবল আর একটি মাত্র গ্রহে। এরা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। শুধু তাই নয় বহুকাল থেকে পাঁচ হাজারে একবার করে এরা পৃথিবীতে এসেছে...
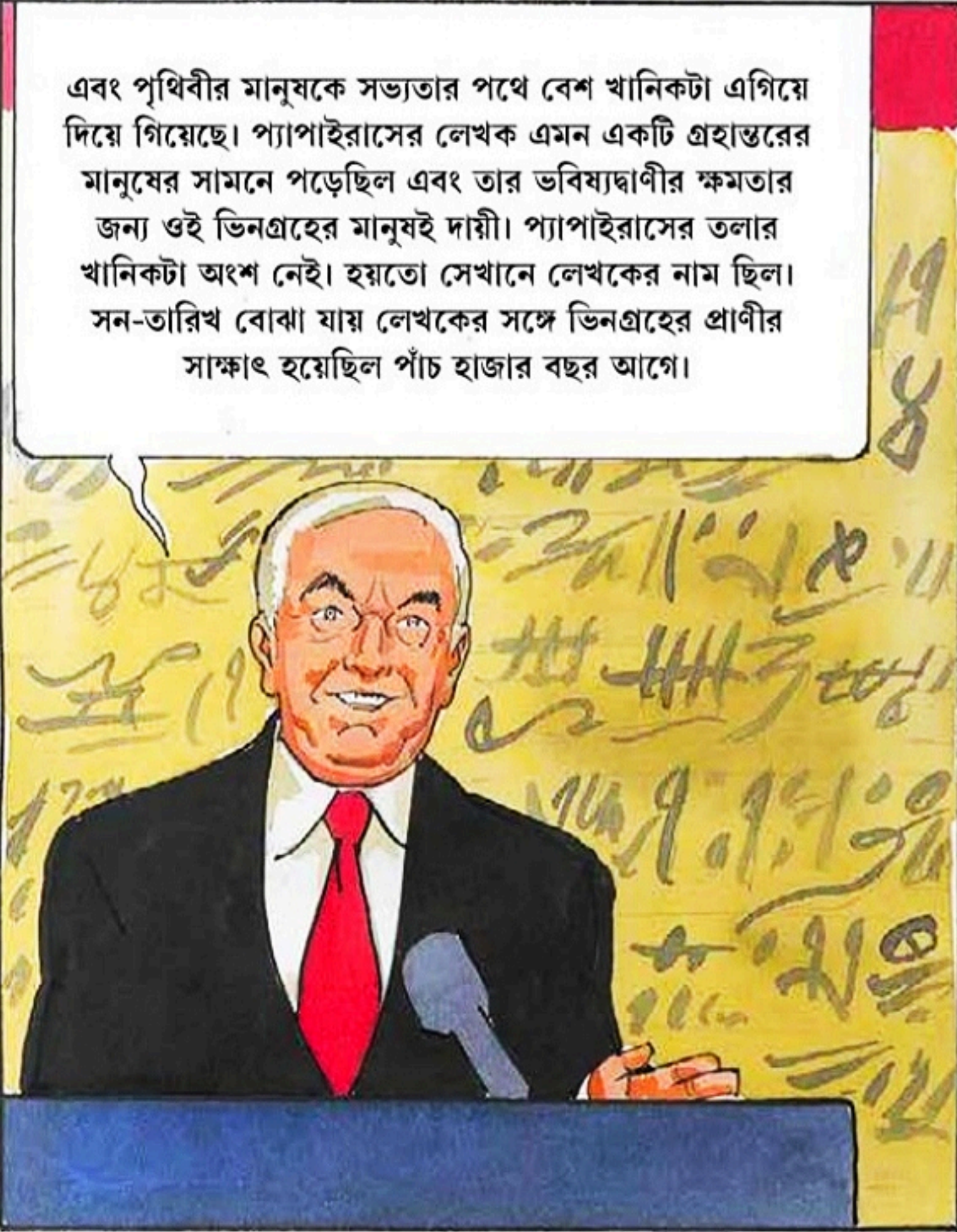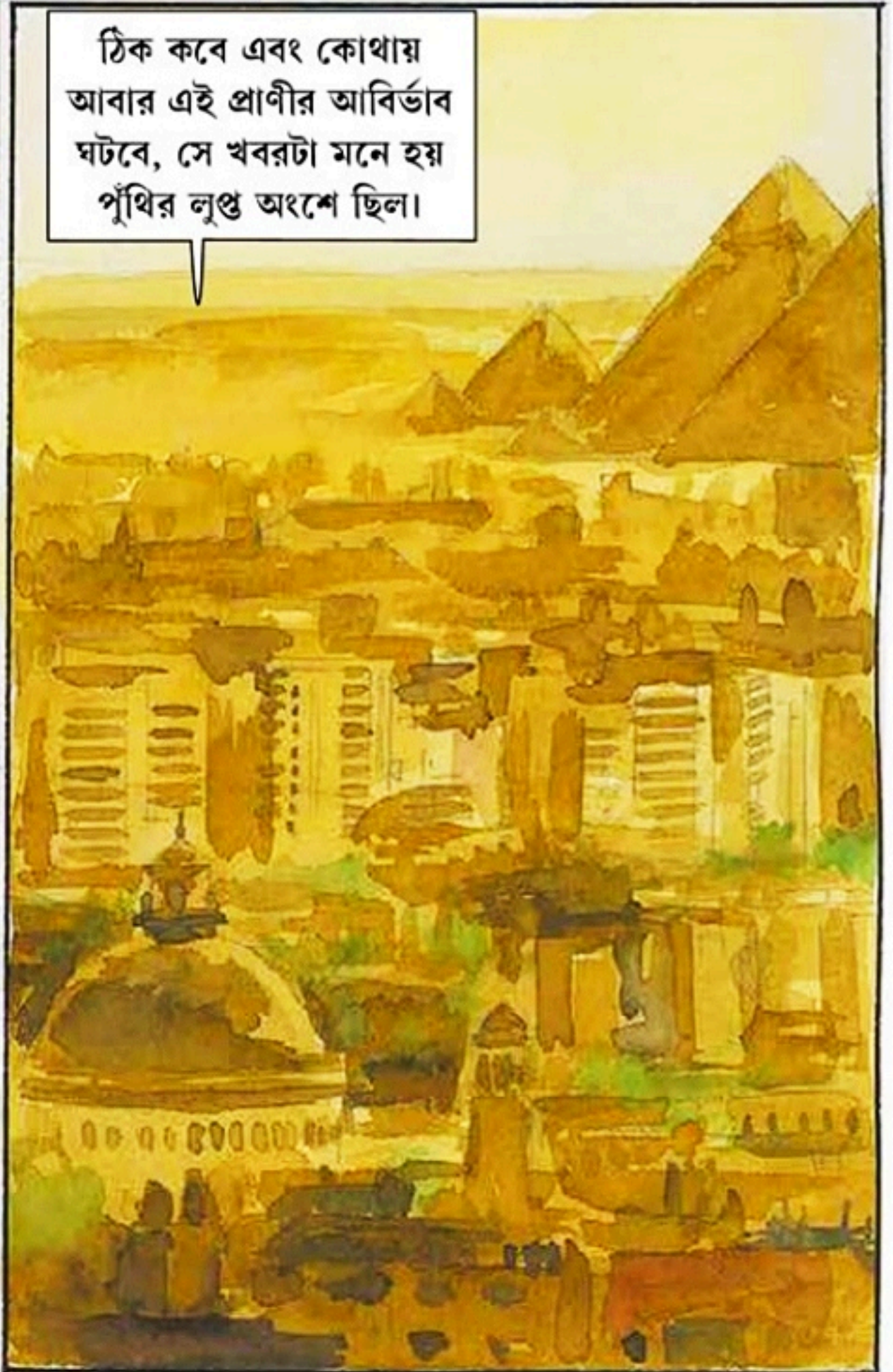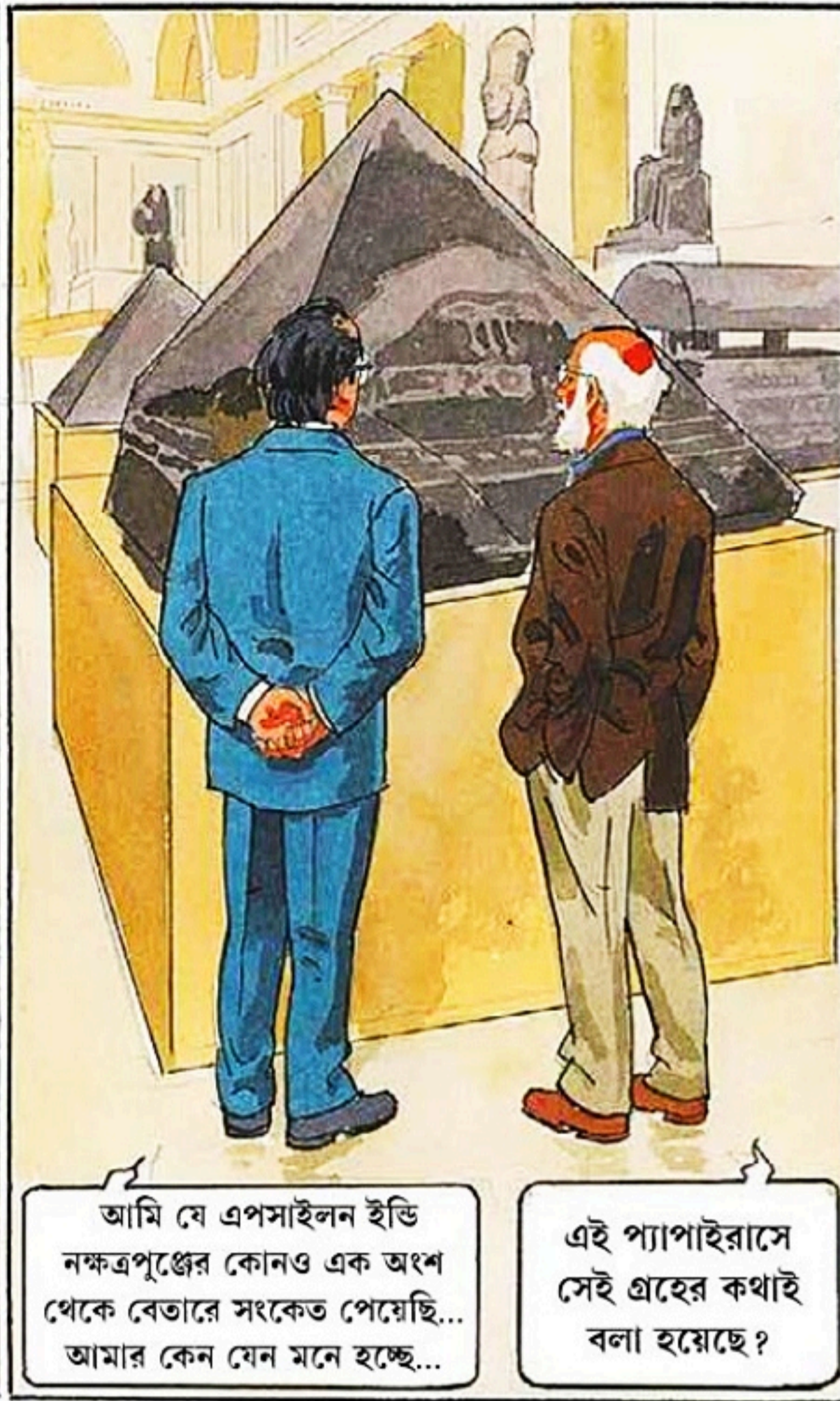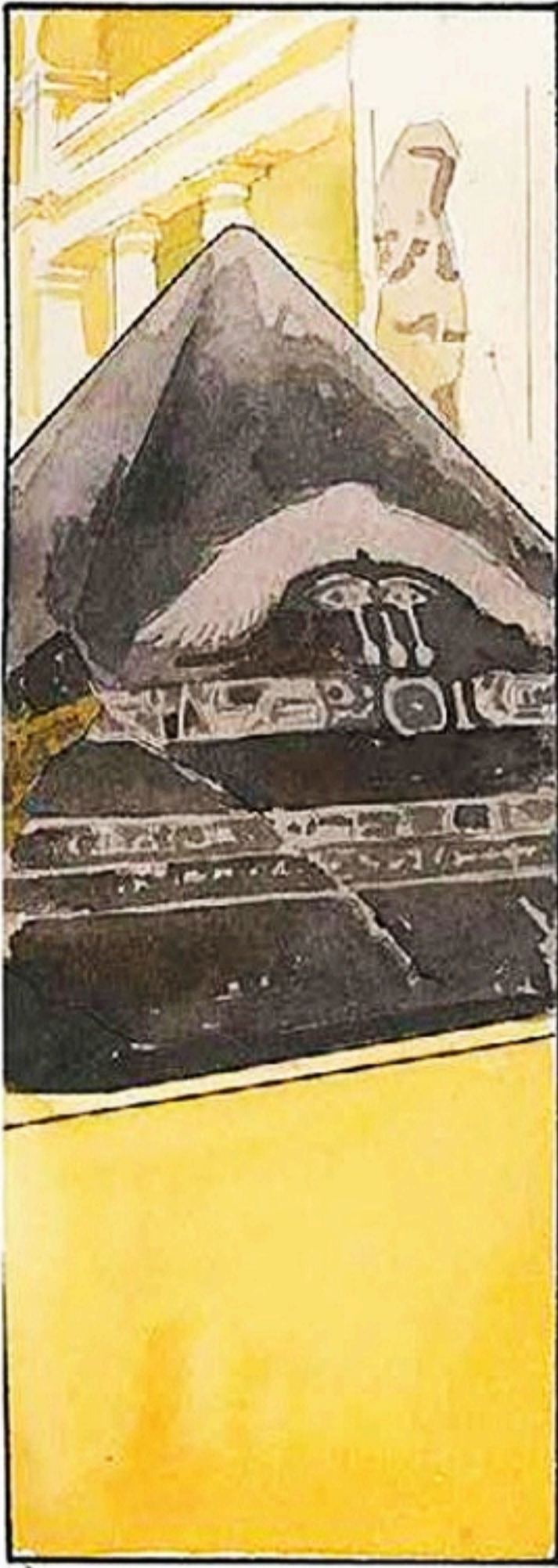
আমি যে এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের কোনও এক অংশ থেকে বেতারে সংকেত পেয়েছি... আমার কেন যেন মনে হচ্ছে...
এই প্যাপাইরাসে সেই গ্রহের কথাই বলা হয়েছে?

যেভাবে ঘন-ঘন সংকেত আসছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পেরে এই নাম না-জানা গ্রহের প্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠেছে। অনেক দিনের পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যেমন হয়।

তুমি তো প্রথম বেতার তরঙ্গ পাঠাও বারো বছর আগে।
ঠিক। তোমাকে তো তখনই বলেছিলাম।
হিসেবমতো ওই নক্ষত্রমণ্ডলে তা পৌঁছতে লাগা উচিত দশ বছর। কিন্তু তা উপর দু'বছরের মধ্যে চলে এল।
আরে, দ্রুতগতিতে সংকেত পাঠানোর উপায় আবিষ্কার করেছে। এরা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত তাতে সন্দেহ নেই।
এও তো হতে পারে, তারা পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে এসেছে...সেই যান থেকেই তোমার সংকেত এসেছে।
হাউ রাইট ইউ আর! গত দু'দিন তোমাকে বলতে পারিনি। আসলে বিশ্বাস করতে পারছি না এখনও যে, এটা ঘটতে চলেছে।
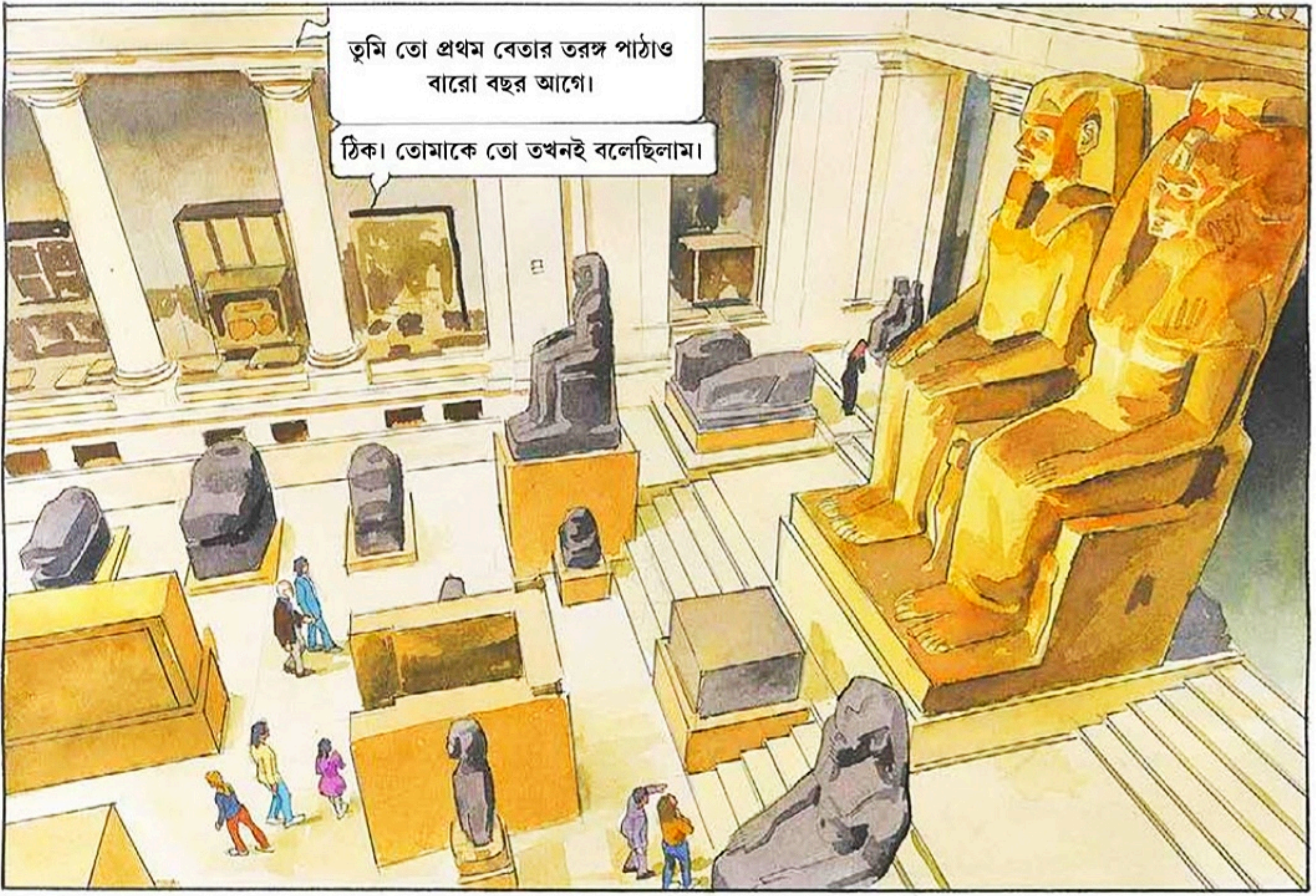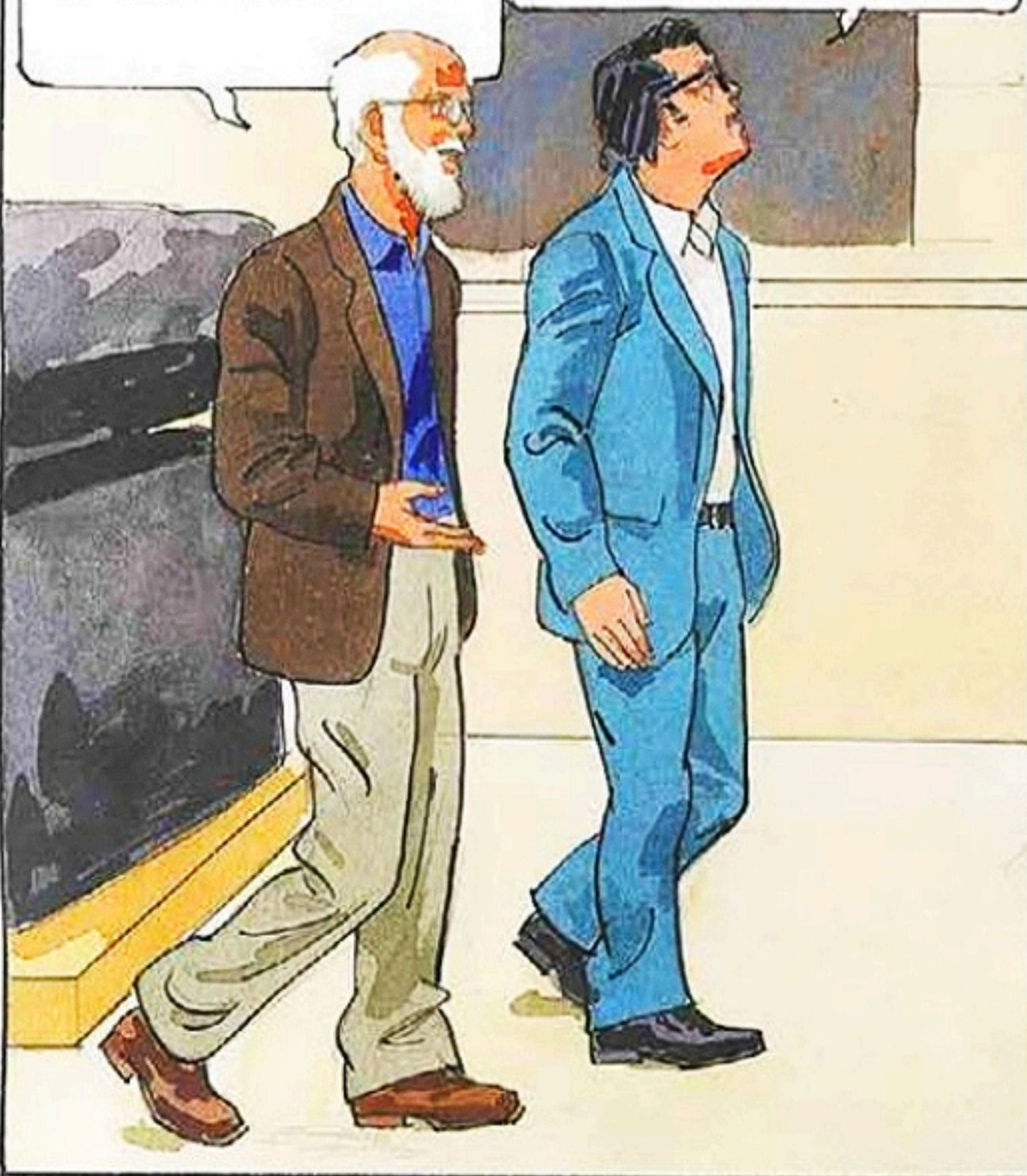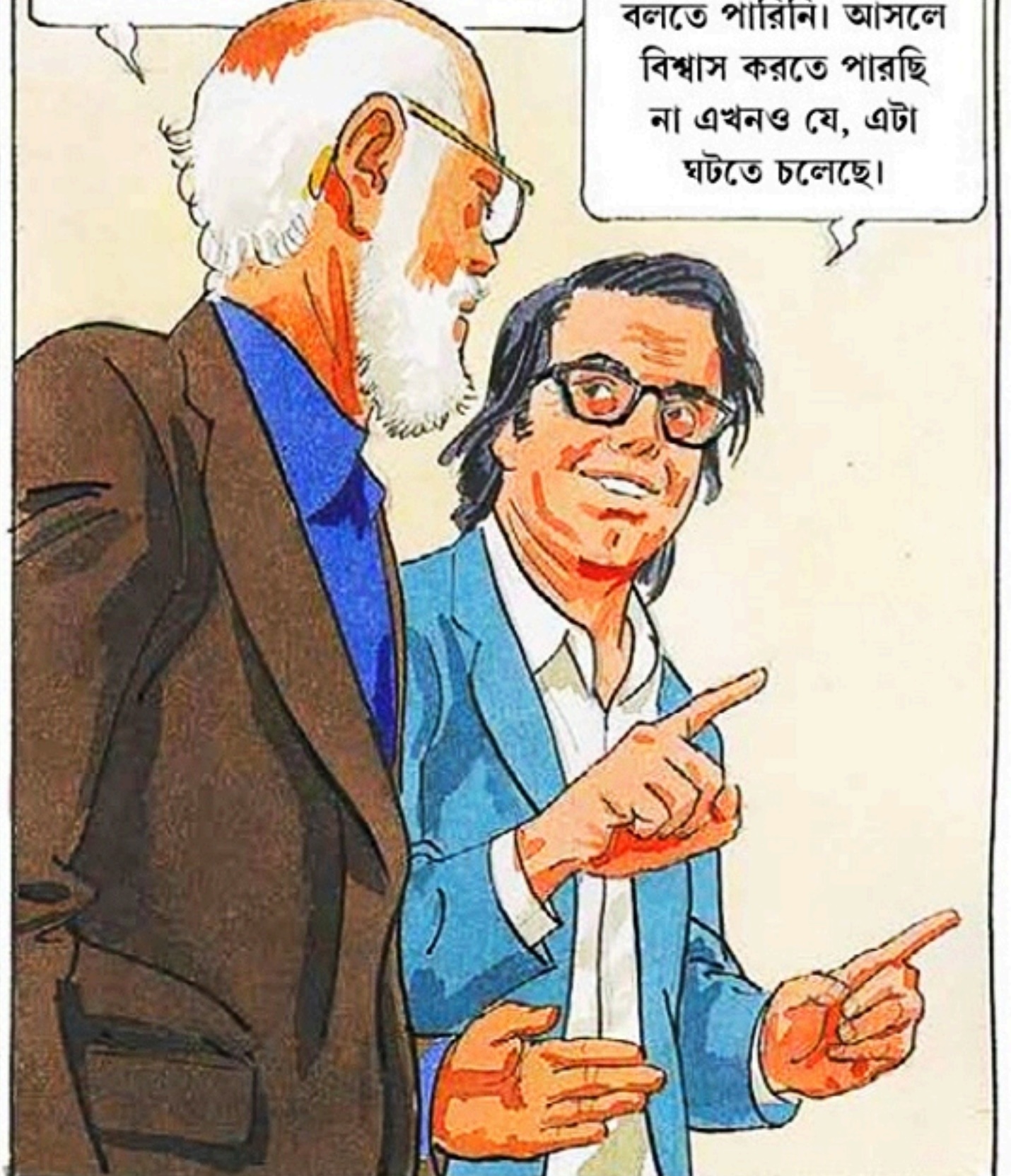
কায়রোতে আসার আগের দিন আমি সংকেত পাই, তাতে বলছে আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে।

ওয়ান্ডারফুল!
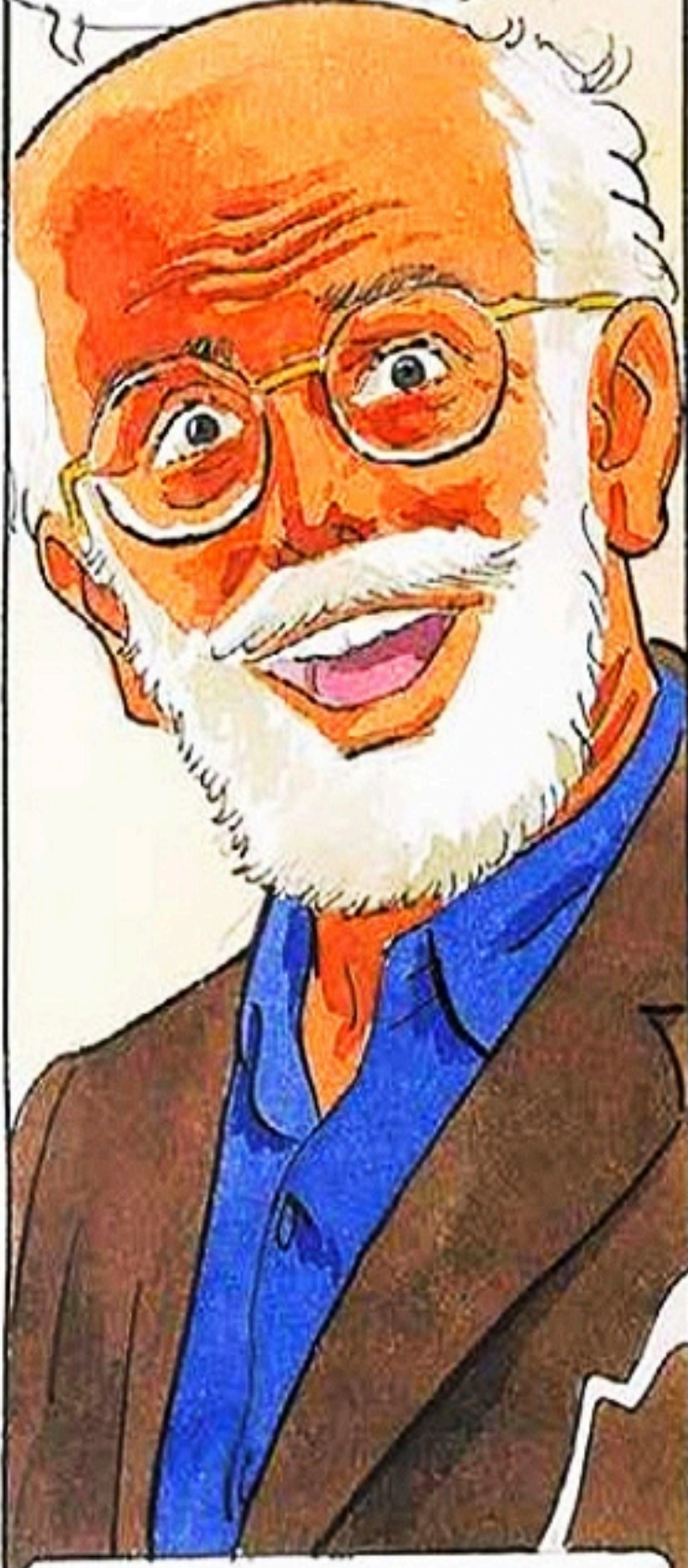
হোল্ড ইওর ব্রেথ শঙ্কু। তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা
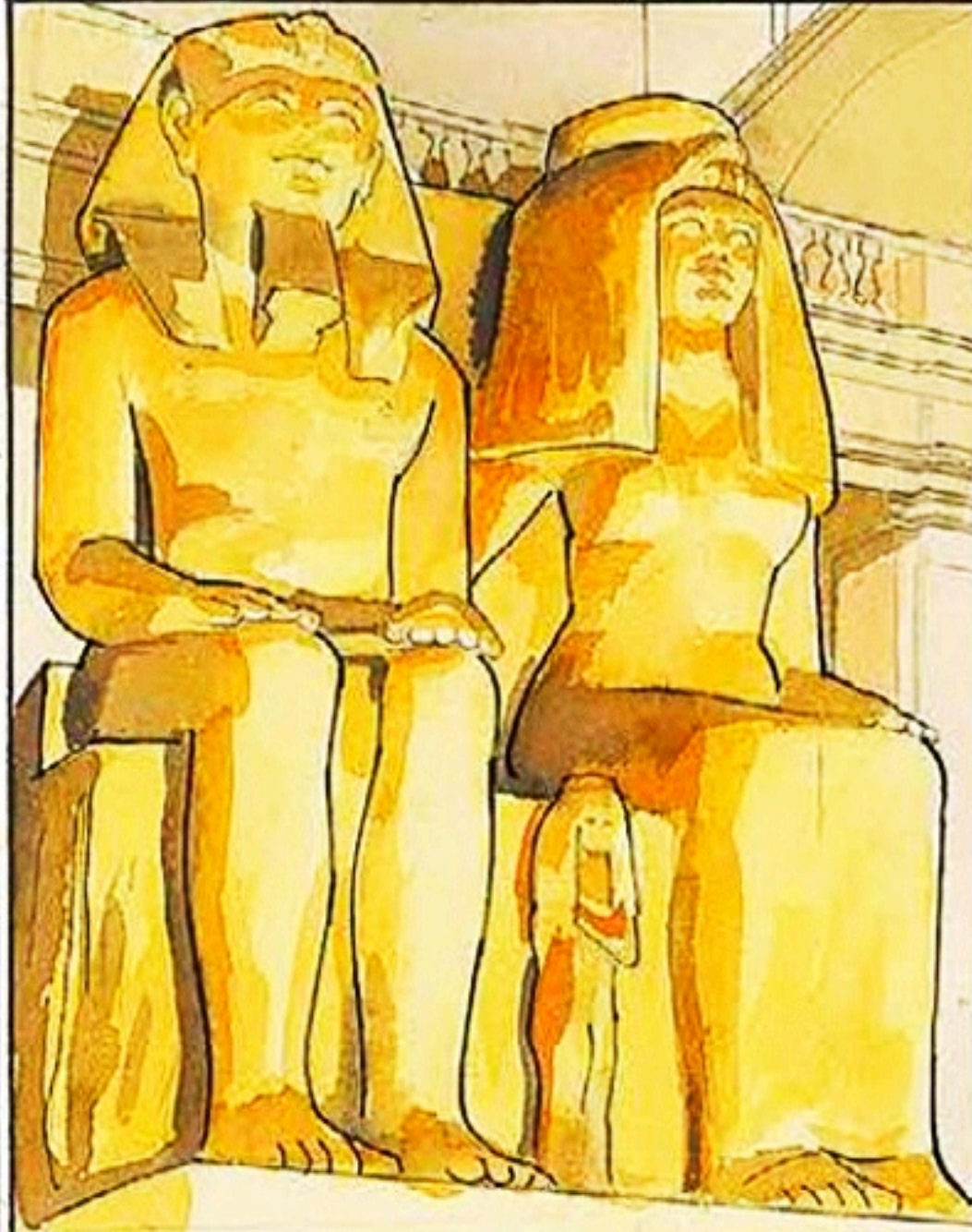
এখান থেকে আন্দাজ দু'শো কিলোমিটার পশ্চিমে।

দারুণ
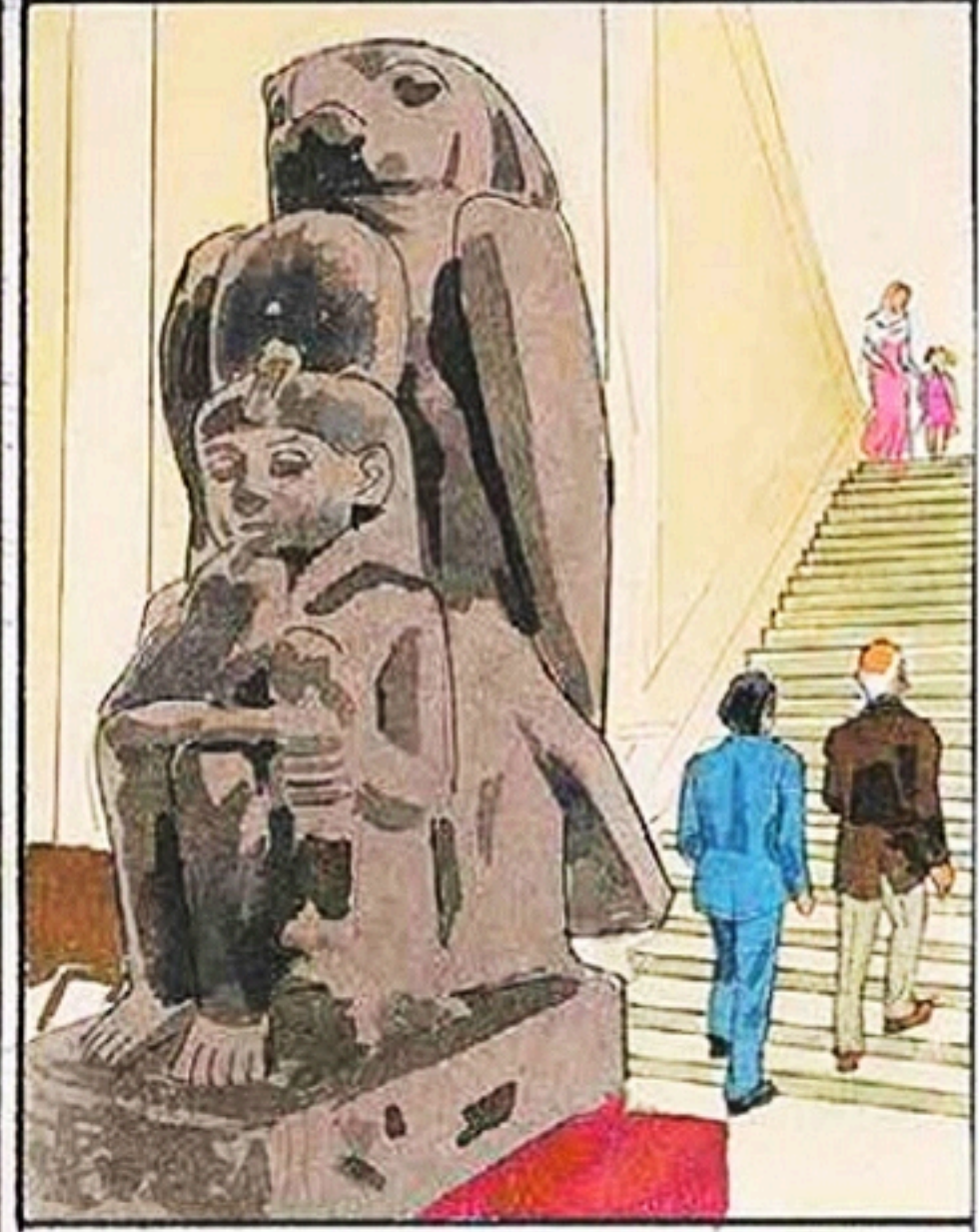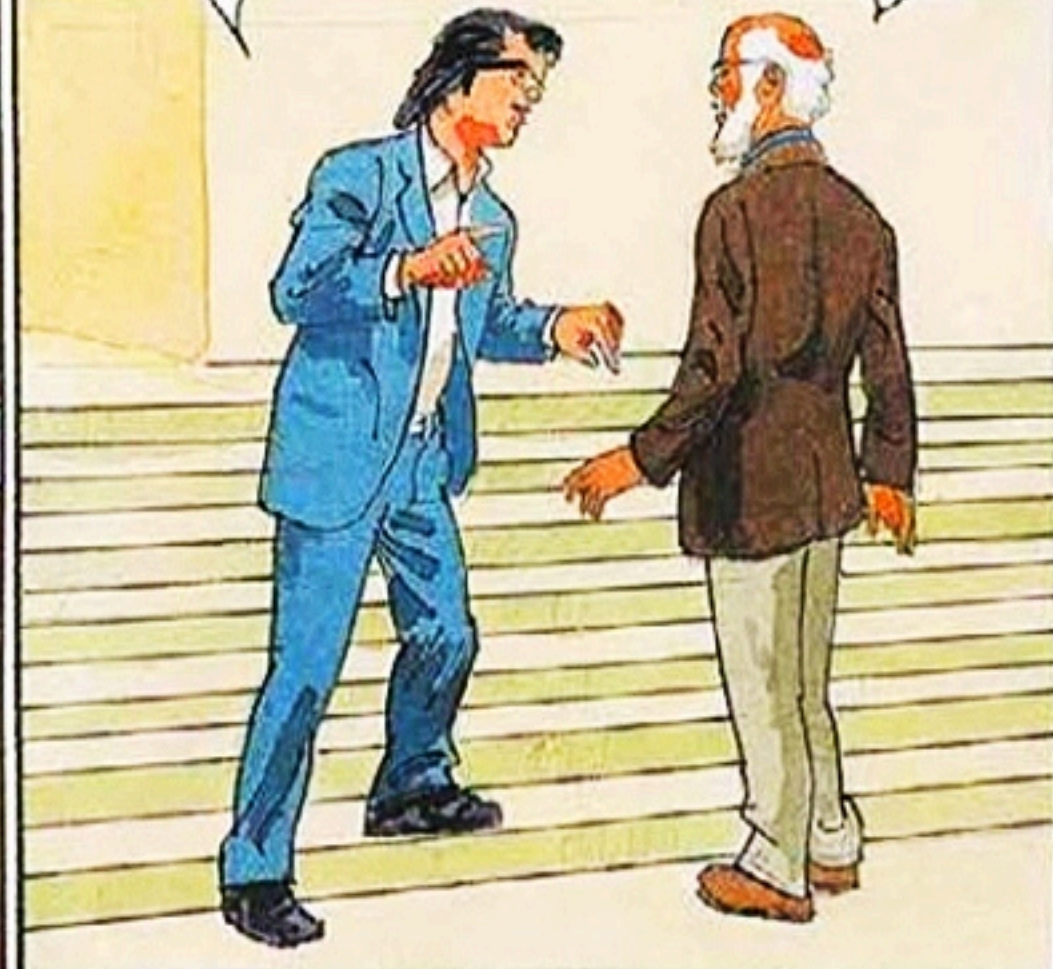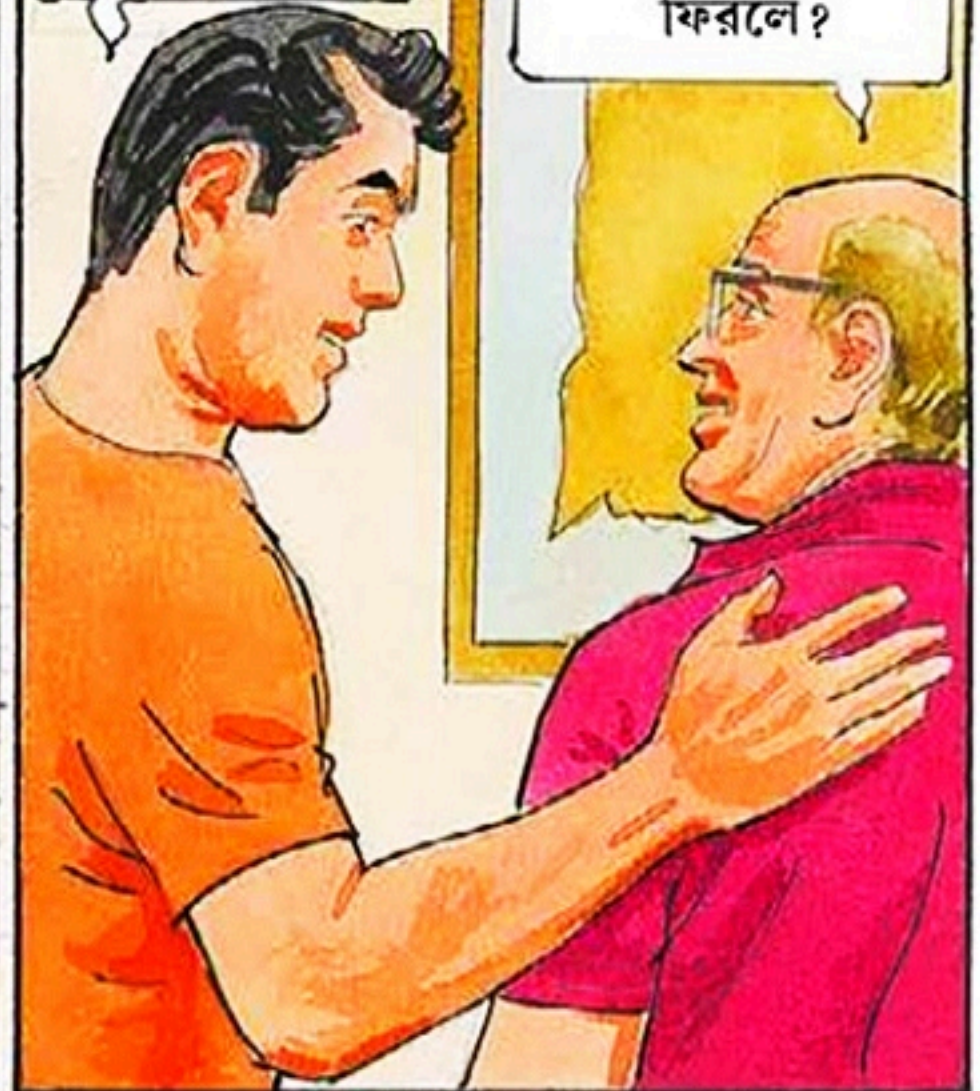
শুনলাম তুমিও ছিলে মর্গেনস্টার্নের সঙ্গে, যখন প্যাপাইরাসটা পাওয়া যায়।

একটা কথা বলি...ওটা আমিই প্রথম পাই।

সেকী? মর্গেনস্টার্ন তো একবারও তোমার কথা উল্লেখ করল না।
ন্যাহ...
হাজার-হাজার ডলার খরচ করে শখের খননকার্য চালিয়েছে অন্যদের ক্রেডিট দেবে বলে?
আই ওয়ান্ট টু শো ইউ সামথিং।
দেখো তো জিনিসটা তোমাদের চেনা কিনা?
প্যাপাইরাসটার ছবি।
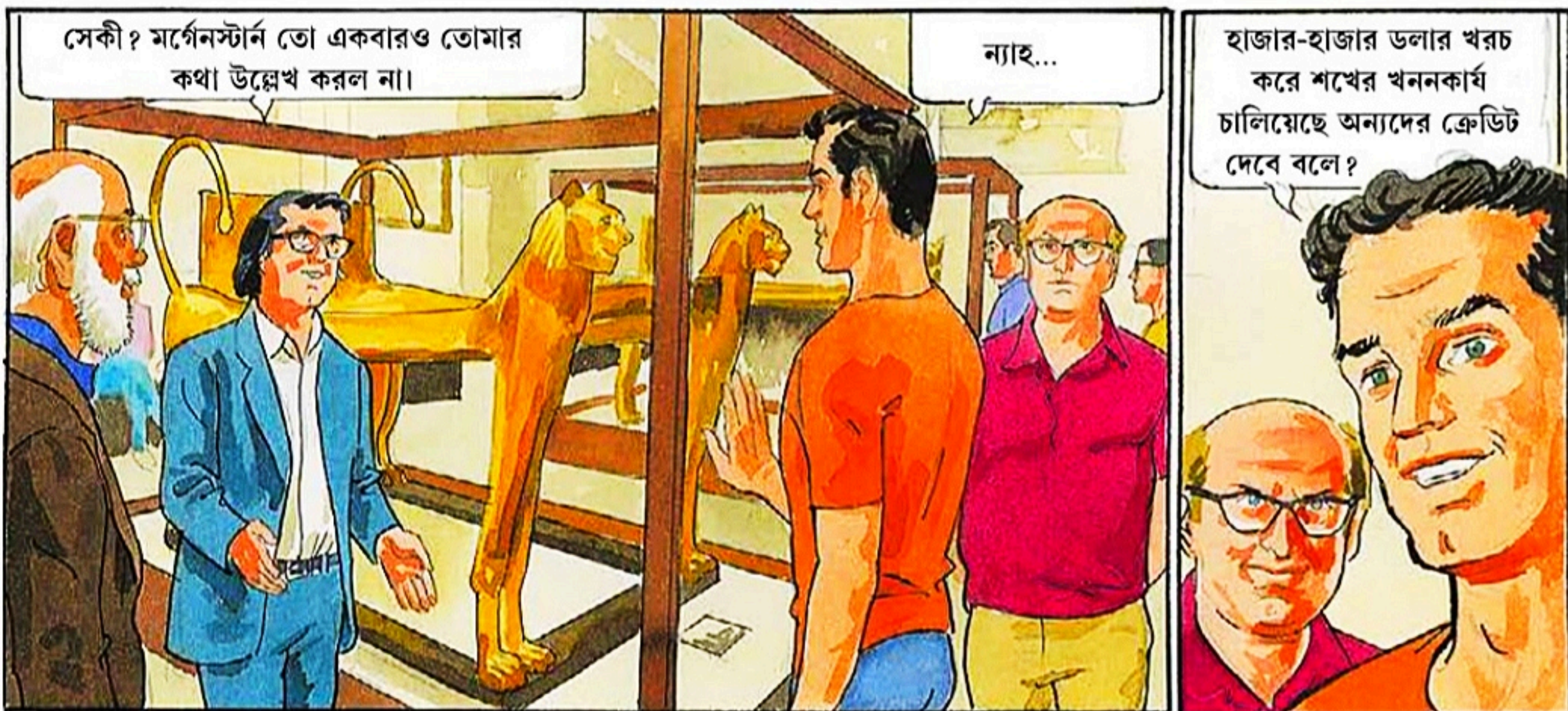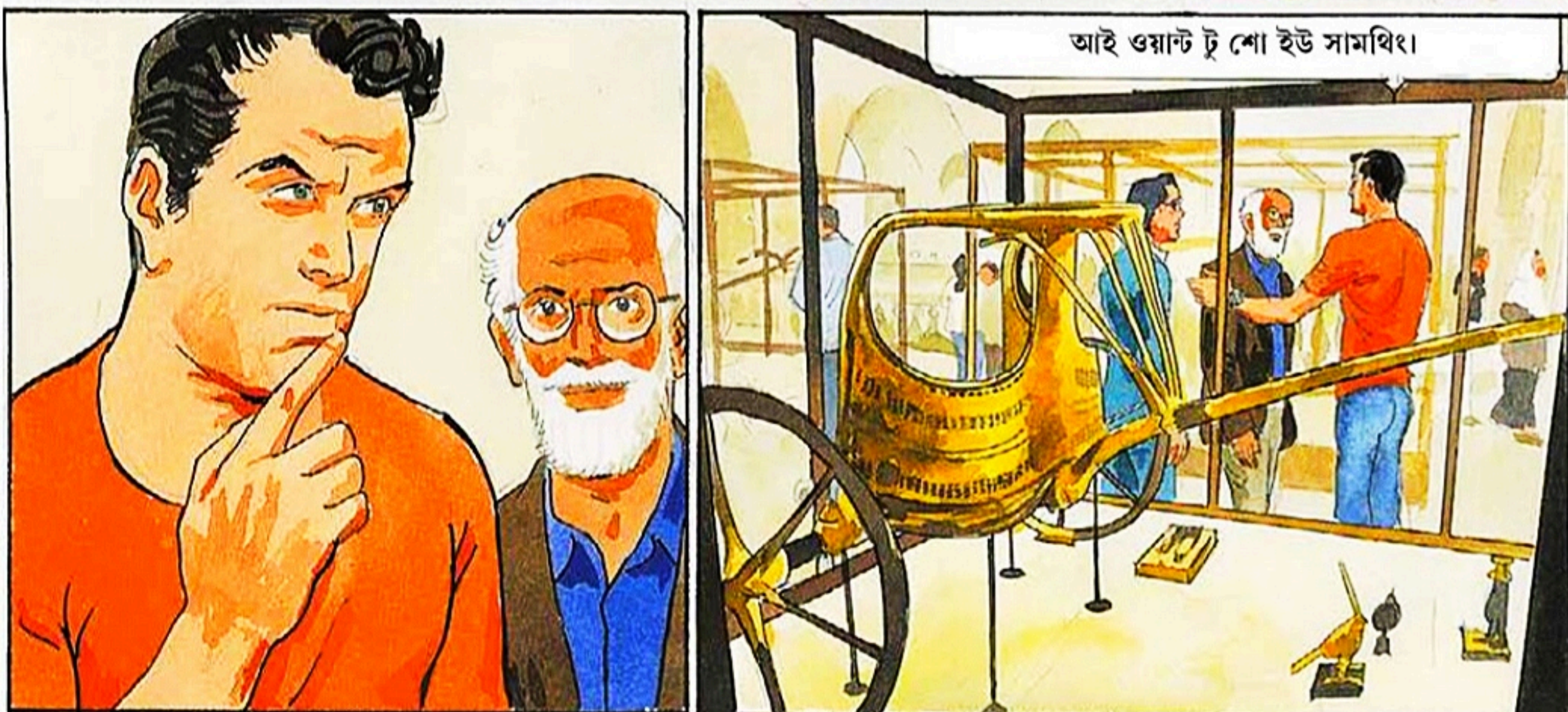
...সম্পূর্ণ প্যাপাইরাসটার ছবি, তলার অংশটুকুও বাদ নেই।
ঠিক। আমি ওকে বলেছিলাম সাবধানে হ্যান্ডল করতে...ও এসব জিনিসের মূল্য ঠিক বোঝে না।
ওয়েল শঙ্কু...
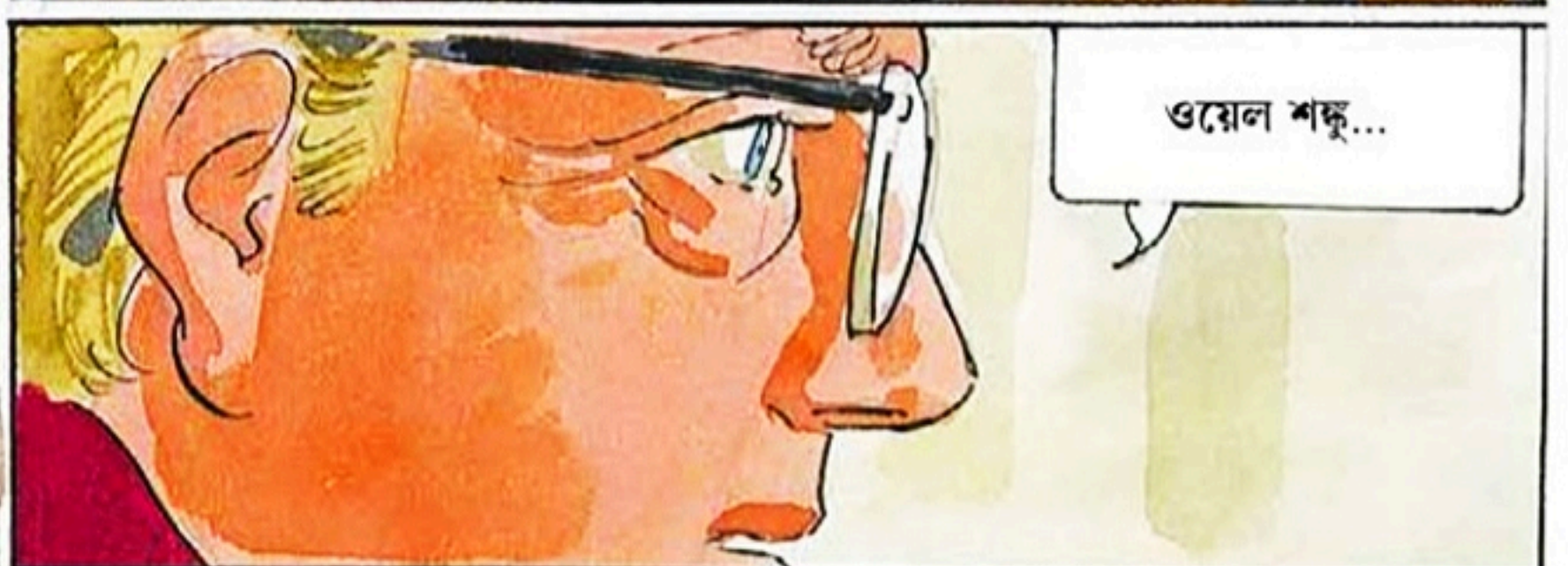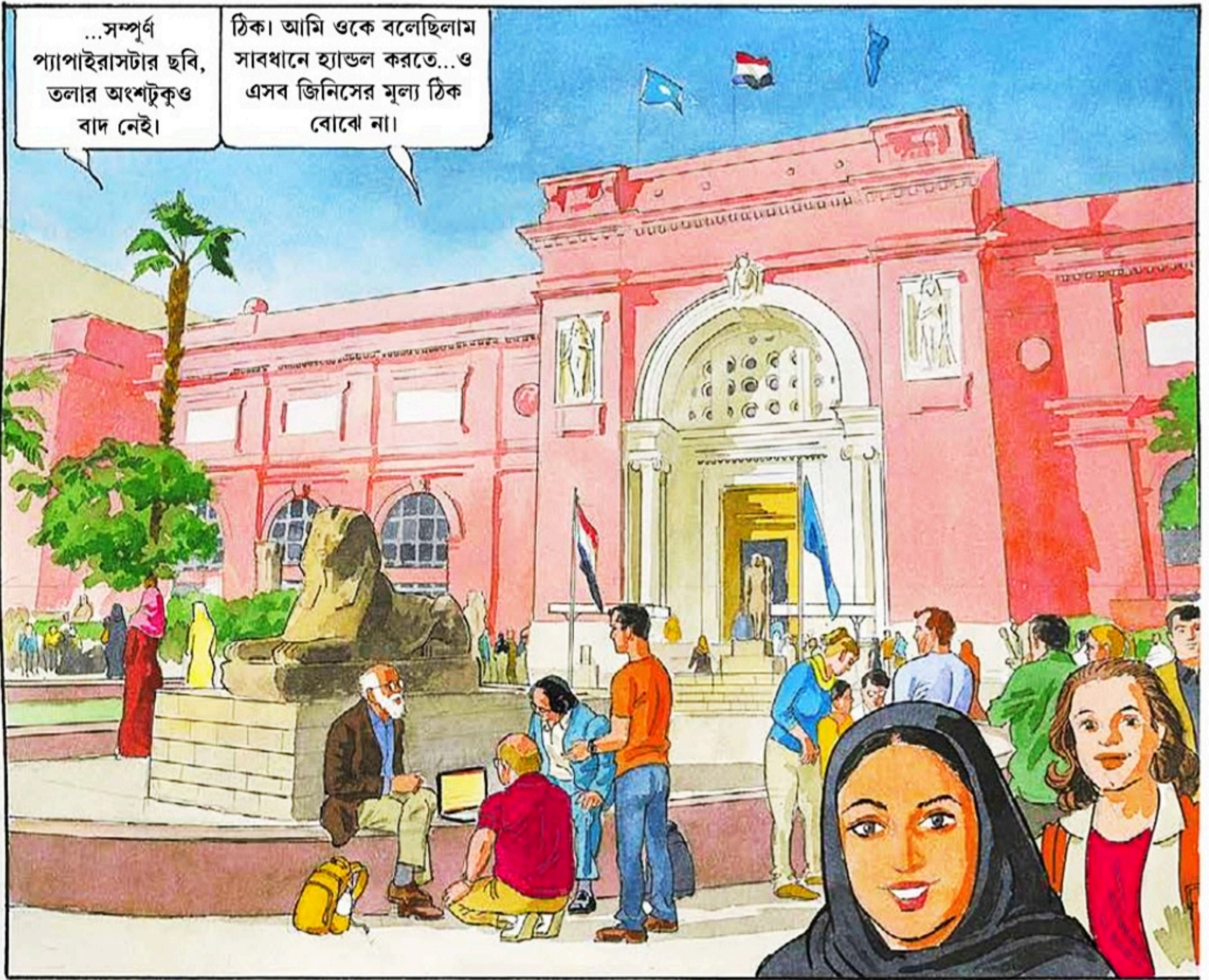
এই অংশতে দৈবজ্ঞের নাম রয়েছে মেনেফ্র। আর অন্য গ্রহ থেকে যারা আসবে, তারা কবে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে তাও দেওয়া রয়েছে।
রাইট

কবে মানে?
এই অমাবস্যা!

তুমি কি এই ছবি আর অন্য কারুকে দেখিয়েছ?
না। আমি লাক্সর অঞ্চলে গিয়েছিলাম। তোমরা আসছ জানতাম। ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

আচ্ছা এক-আধ বছরও কি এদিক-ওদিক হতে পারে না?
এই লেখা পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা...

আর সেই লেখায় মর্ডান আবিষ্কারের সব উল্লেখ রয়েছে। ৬৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে মিশরের ইতিহাস নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সেই হিসেবে কিছু বছর এদিক-ওদিক হওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়।
ঠিক।

আমার ধারণা, এতে কোনও ভুল নেই। কারণ এখানে আসার আগের দিনই এপসাইলন ইন্ডি থেকে সংকেত পেয়েছি।

এপসাইলন ইন্ডি...তুমি যাদের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলে?
ইয়েস।

সংকেত বলছে আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে। তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা এখান থেকে আন্দাজ দুশো কিলোমিটার পশ্চিমে।
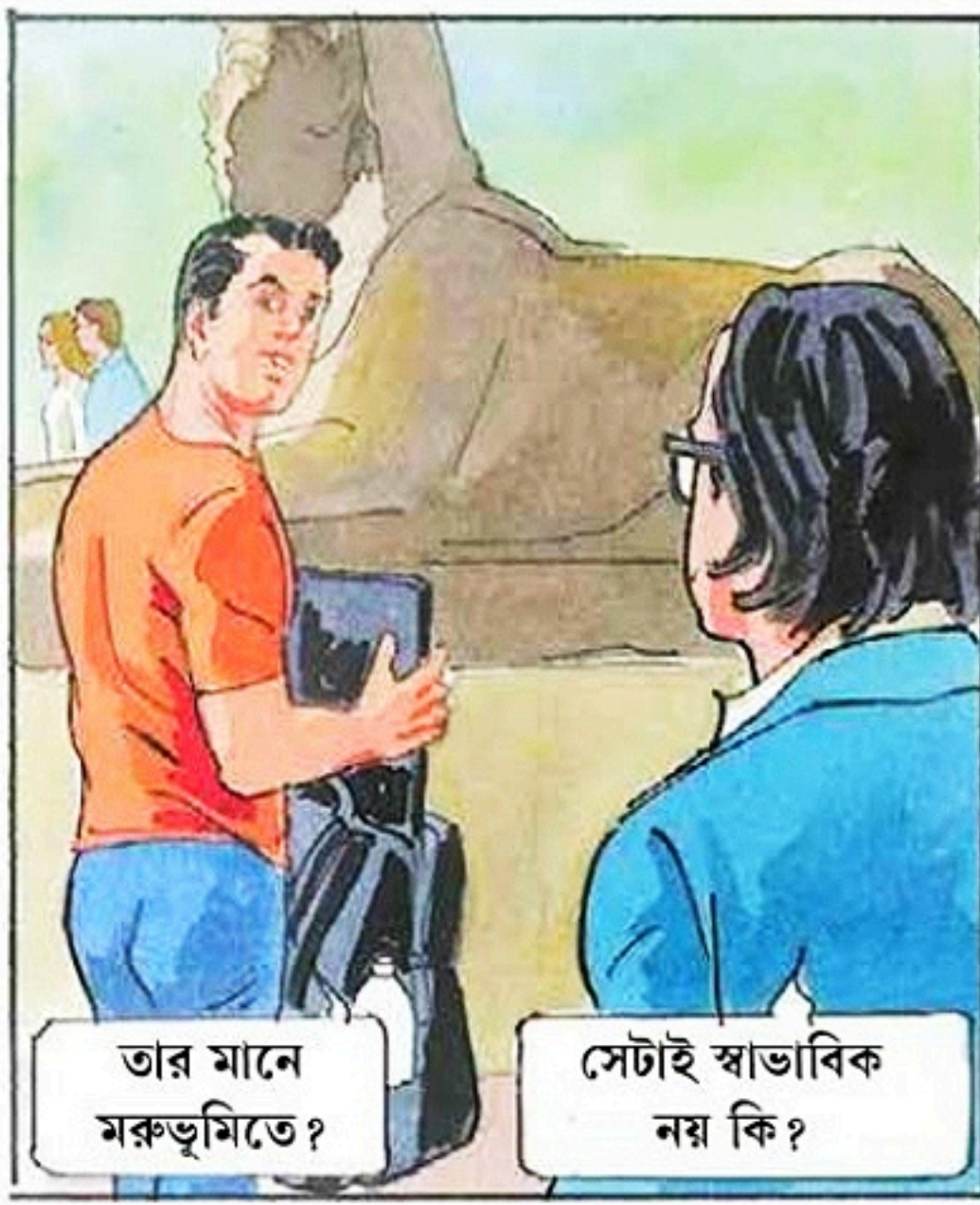
তার মানে
মরুভূমিতে?
সেটাই স্বাভাবিক
নয় কি?

কী ভাষায় সংকেত পেলে?
মর্স
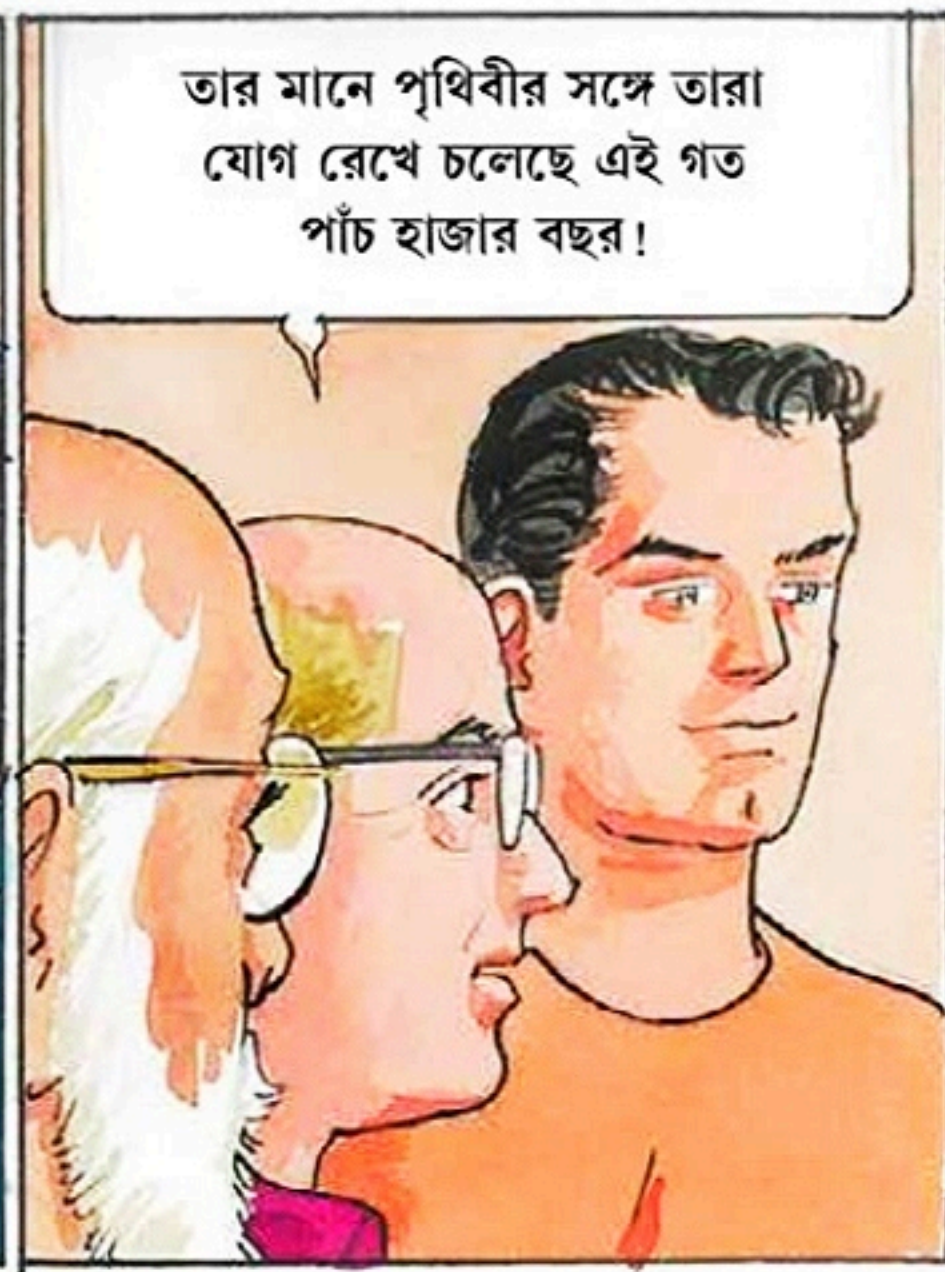
তার মানে পৃথিবীর সঙ্গে তারা
যোগ রেখে চলেছে এই গত
পাঁচ হাজার বছর!

তা হলে তো তারা আমাদের ভাষাও
জানতে পারে?
কিছুই আশ্চর্যের
নয়।
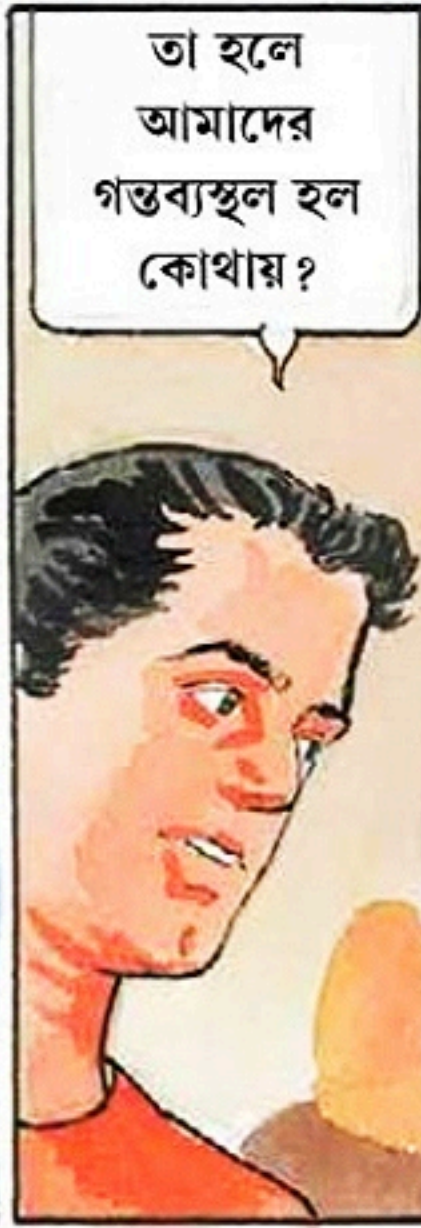
তা হলে
আমাদের
গন্তব্যস্থল হল
কোথায়?

দুশো তিরিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-
পশ্চিমে। বাওতি ওয়েসিস-এর কাছে।

আমার অটোমোটেল ইজ় জাস্ট পারফেক্ট
ফর সাচ এক্সপিডিশন!
ডাঃ থর্নিক্রফ্‌ট আসছেন পরশু সকালে।
আমাদের সঙ্গে যাবেন আগেই বলা আছে।
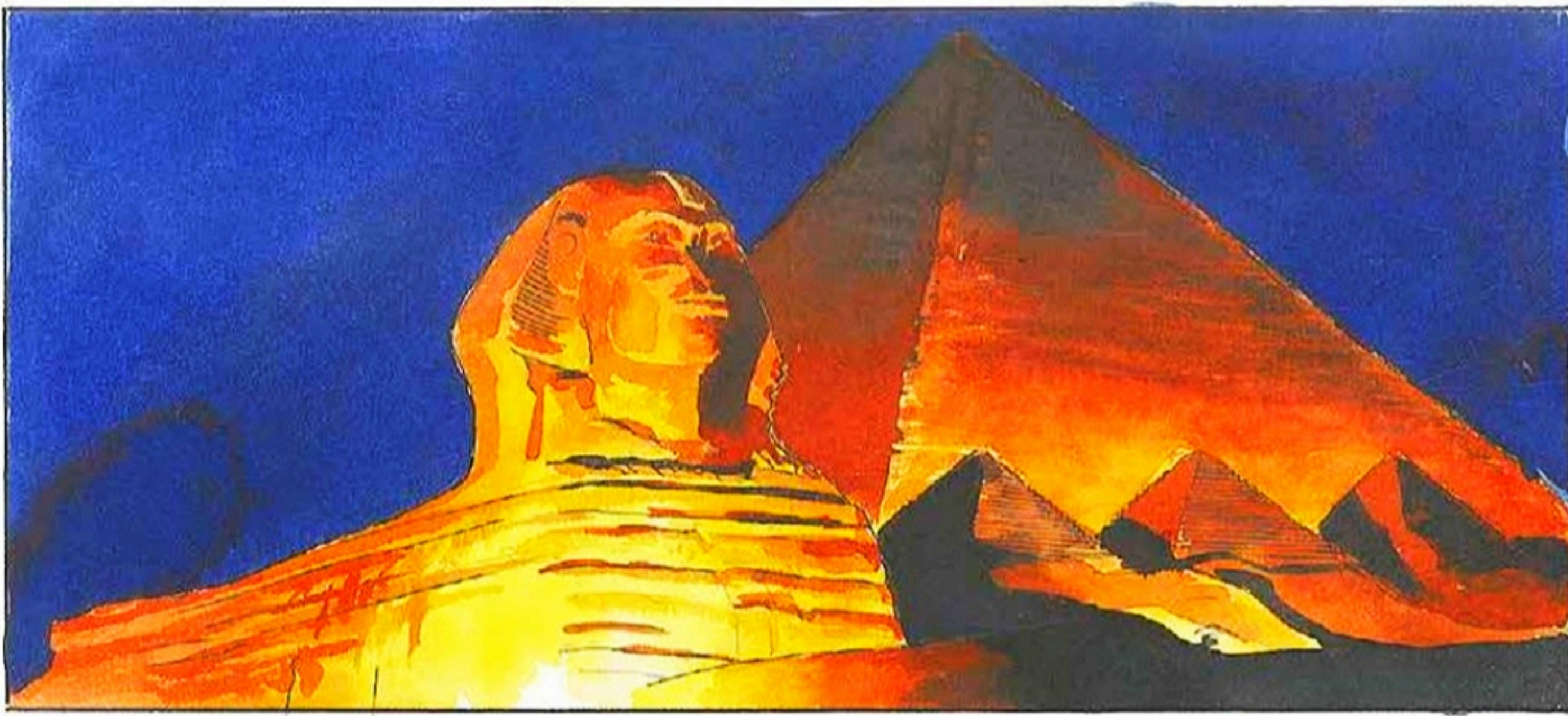
গুড ইভনিং জেন্টলমেন।
গুড ইভনিং।
গুড ইভনিং।
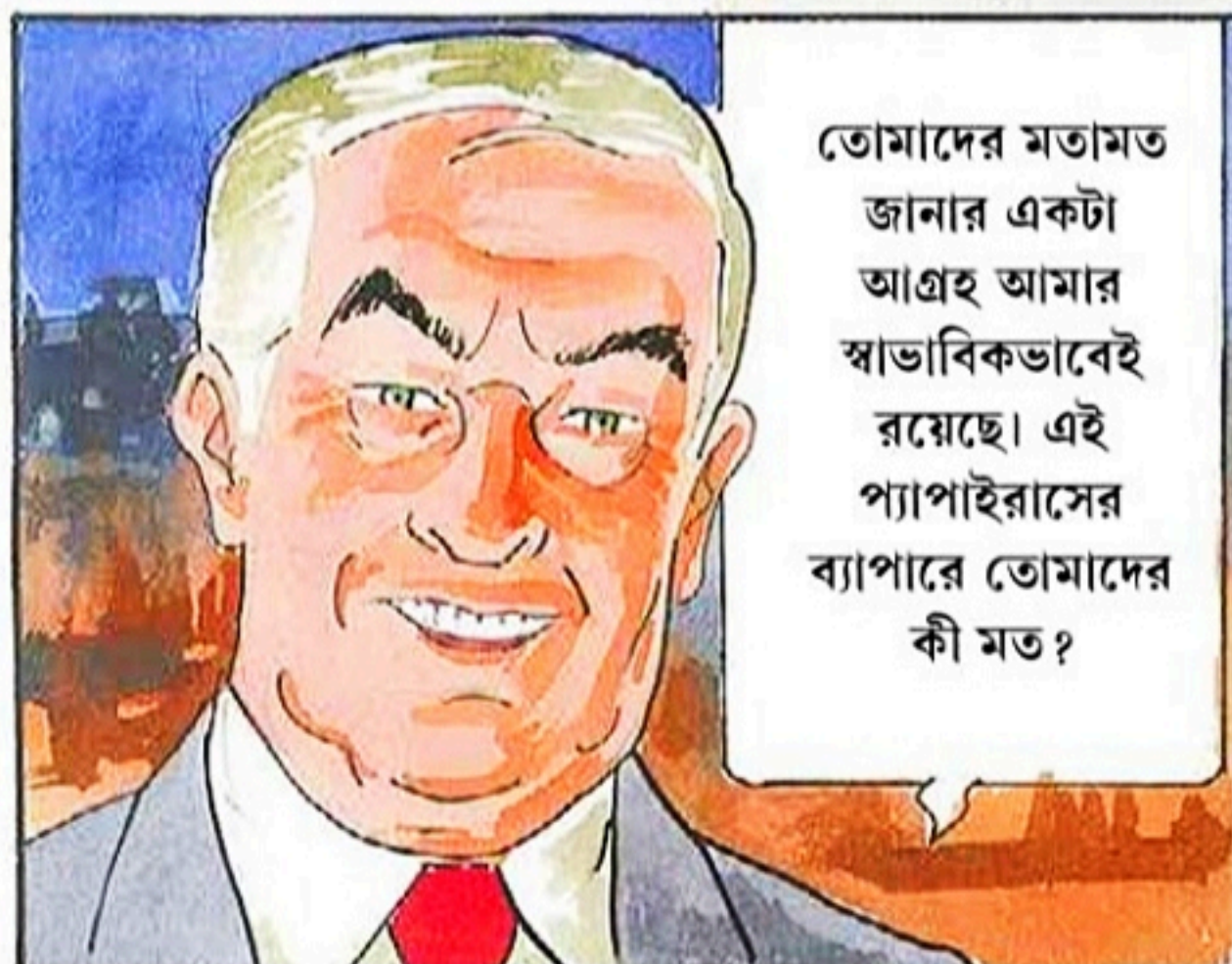
তোমাদের মতামত জানার একটা আগ্রহ আমার স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। এই প্যাপাইরাসের ব্যাপারে তোমাদের কী মত?

রিমার্কেবেল! আমরা তাই আলোচনা করছিলাম।
পাঁচ হাজার বছর আগের লেখায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা রয়েছে...ভাবা যায় না!

বাট ইট্‌স মোস্ট আনফরচুনেট, যে অংশে এই প্রাণীর আবার কবে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটবে লেখা ছিল, সেটা খোয়া গিয়েছে।
মোস্ট আনফরচুনেট...মোস্ট আন ফরচুনেট। এই তো ডেক্সটারও ছিল প্যাপাইরাসের অবস্থা এমনিতেই খুব জীর্ণ।
যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে...সেটাই তো বড় কথা। অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে মিট করা...এসব আমি খুব গুরুত্ব দিই না।
সে তো নিশ্চয়ই।
তবে তোমাদের যদি এই প্যাপাইরাস স্টাডি করার ইচ্ছে থাকে, ইউ আর অলওয়েজ় ওয়েলকাম।
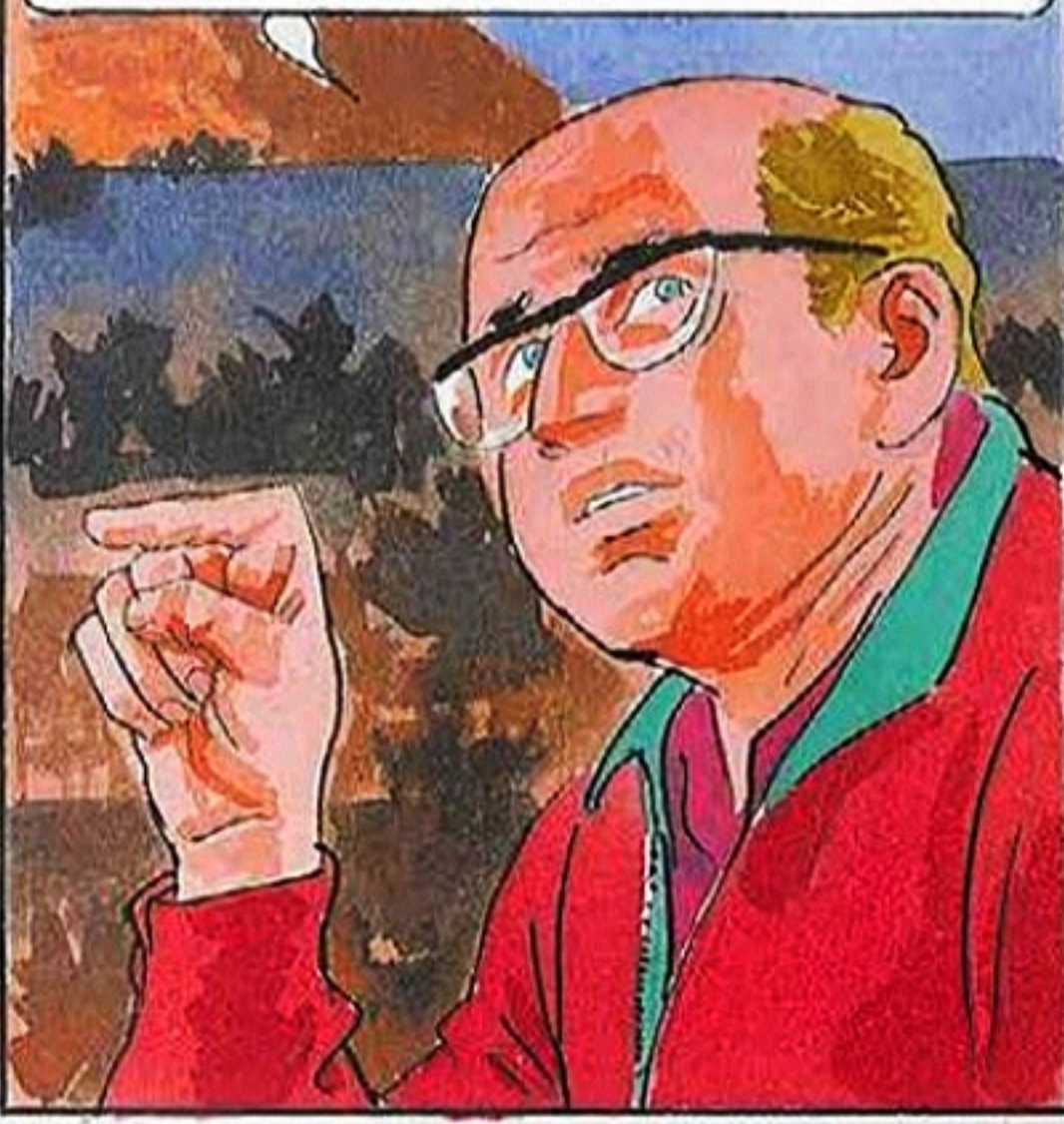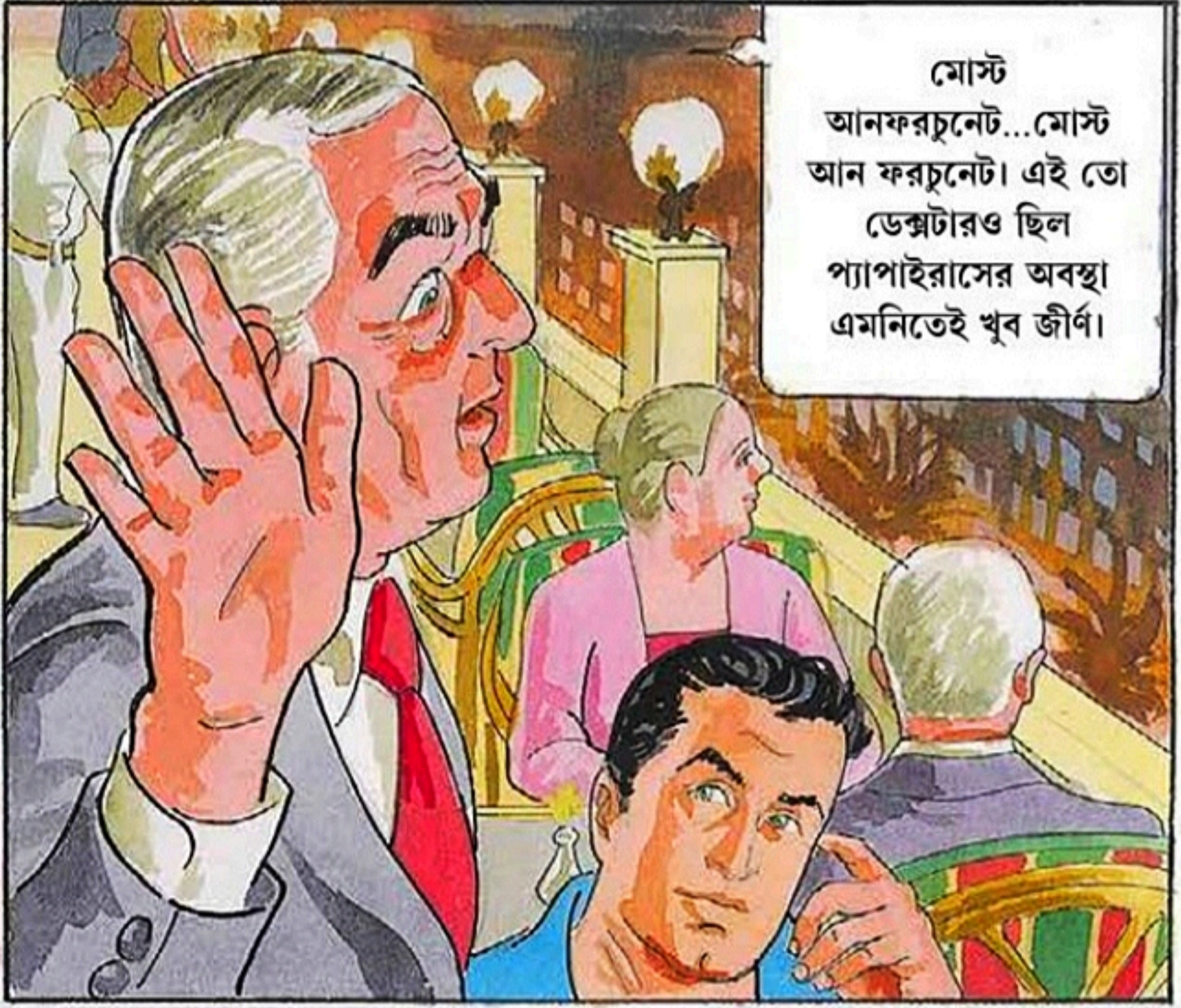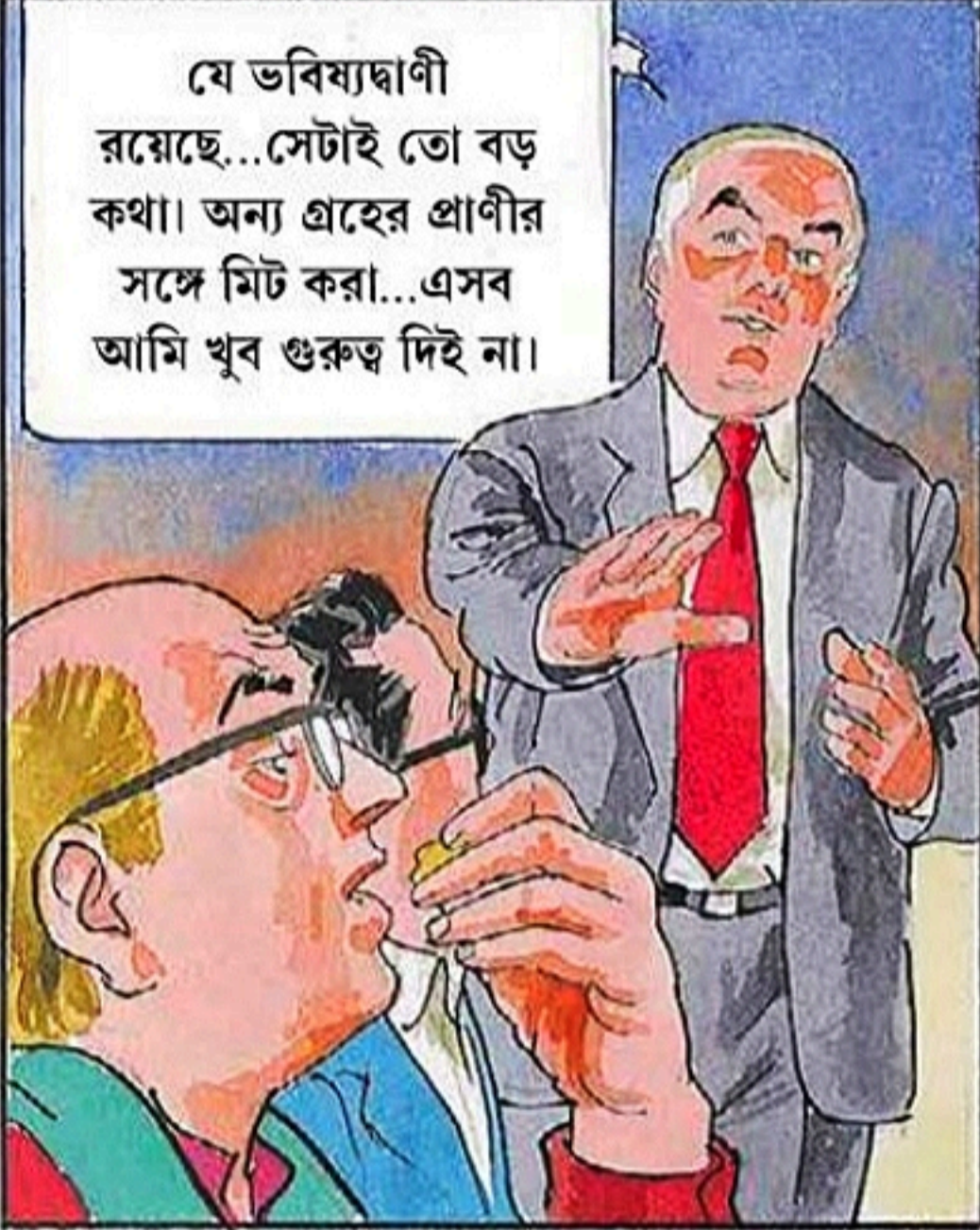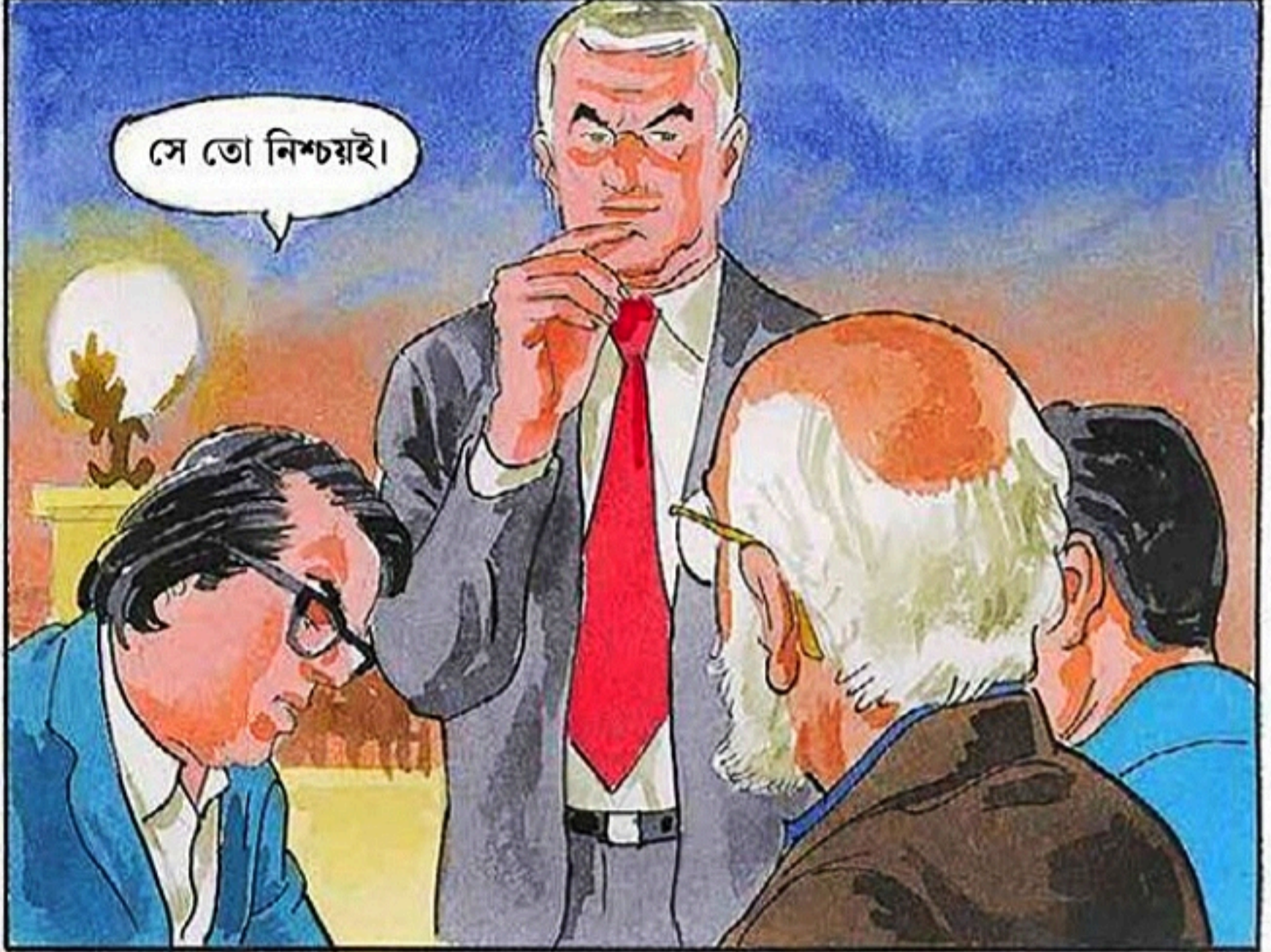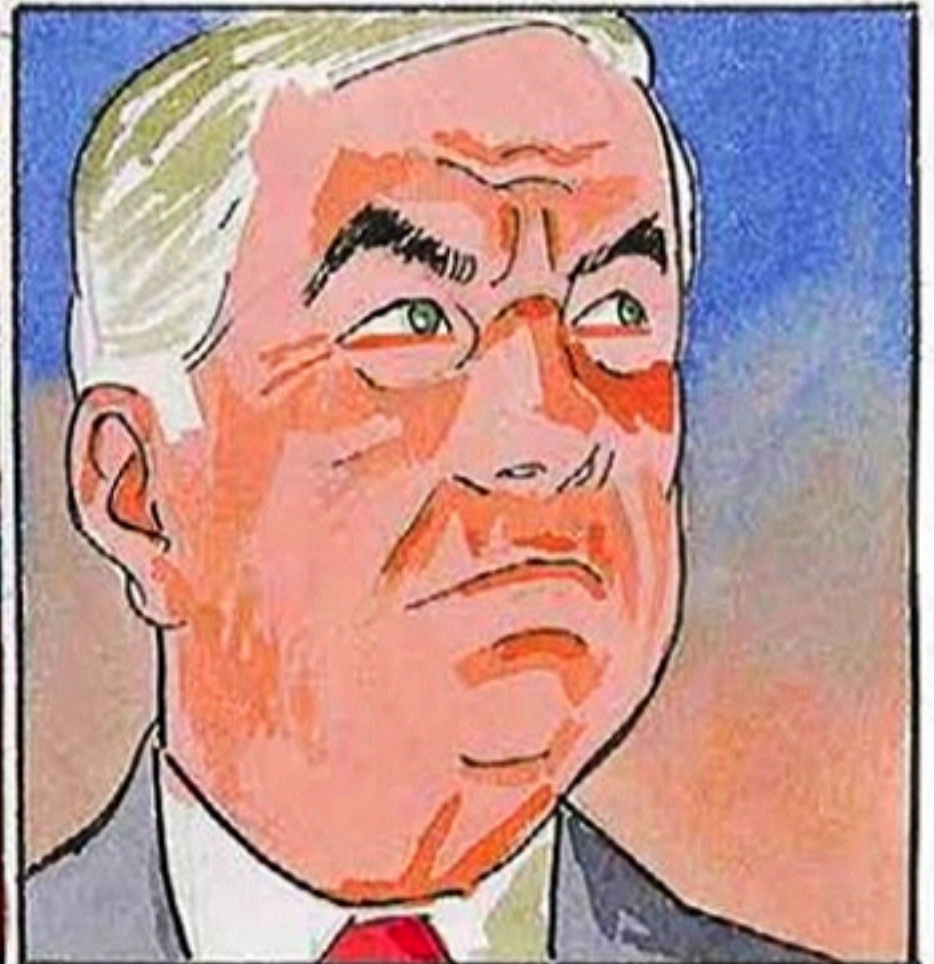
তোমাদের একটা কথা বলি। আমি শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ...তোমরা সকলেই মেন অফ সায়েন্স...কীভাবে নেবে জানি না। প্রাচীন মিশরের সমাধি খোঁড়ার শোচনীয় পরিণামের কথা তোমাদের নিশ্চয়ই জানা।

তুমি কি কোনও অভিশাপের কথা বলছ?

অভিশাপ কিনা বলতে পারব না। রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে... ঘুম ভাঙলেই দেখতে পাচ্ছি একটা শকুনি জানলায় বসে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে।
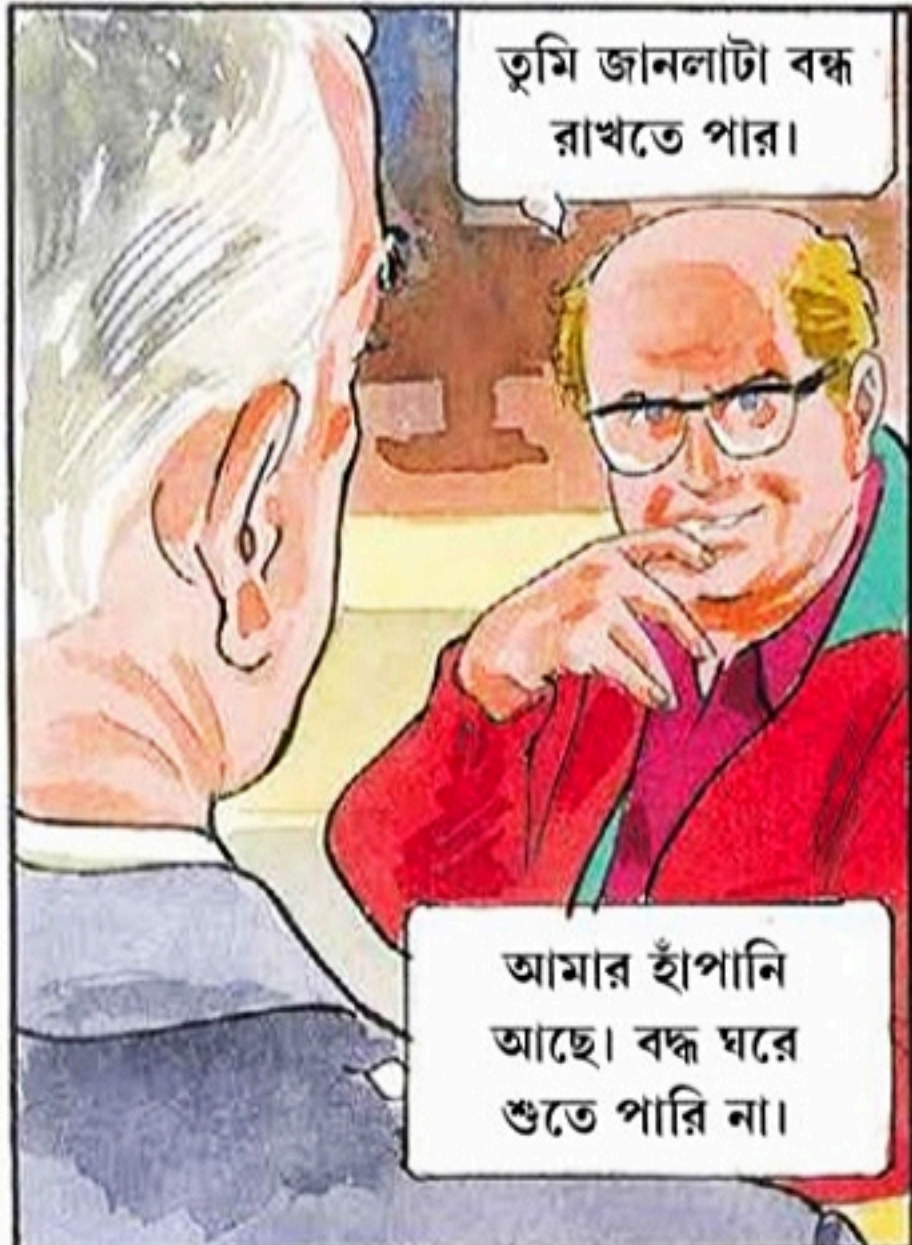
তুমি জানলাটা বন্ধ রাখতে পার।
আমার হাঁপানি আছে। বন্ধ ঘরে শুতে পারি না।

এই ক'দিনে তোমার উপর খুব জোর গিয়েছে... তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।
আই গেস সো। গুড নাইট জেন্টলমেন।

...ইউ হার্ড মি...শকুনি যখন বলছি শকুনি!
...ইন আওয়ার হোটেল স্যার?
ইয়েস ইন ইওর হোটেল!
বাট স্যার...
হোয়াই? ডোন্ট ইউ টেক ইট সিরিয়াসলি... মিঃ নাথুম @ ¥ ৮ ฿ æ
আমি কি মিথ্যে বলছি? @ ¥ ৮ ฿ æ
এই যে ক্রোল...সেই জানলায় শকুনি...
ঘরে গিয়ে একবার দেখি...
নাথিং... তুমি জানালা বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করো।
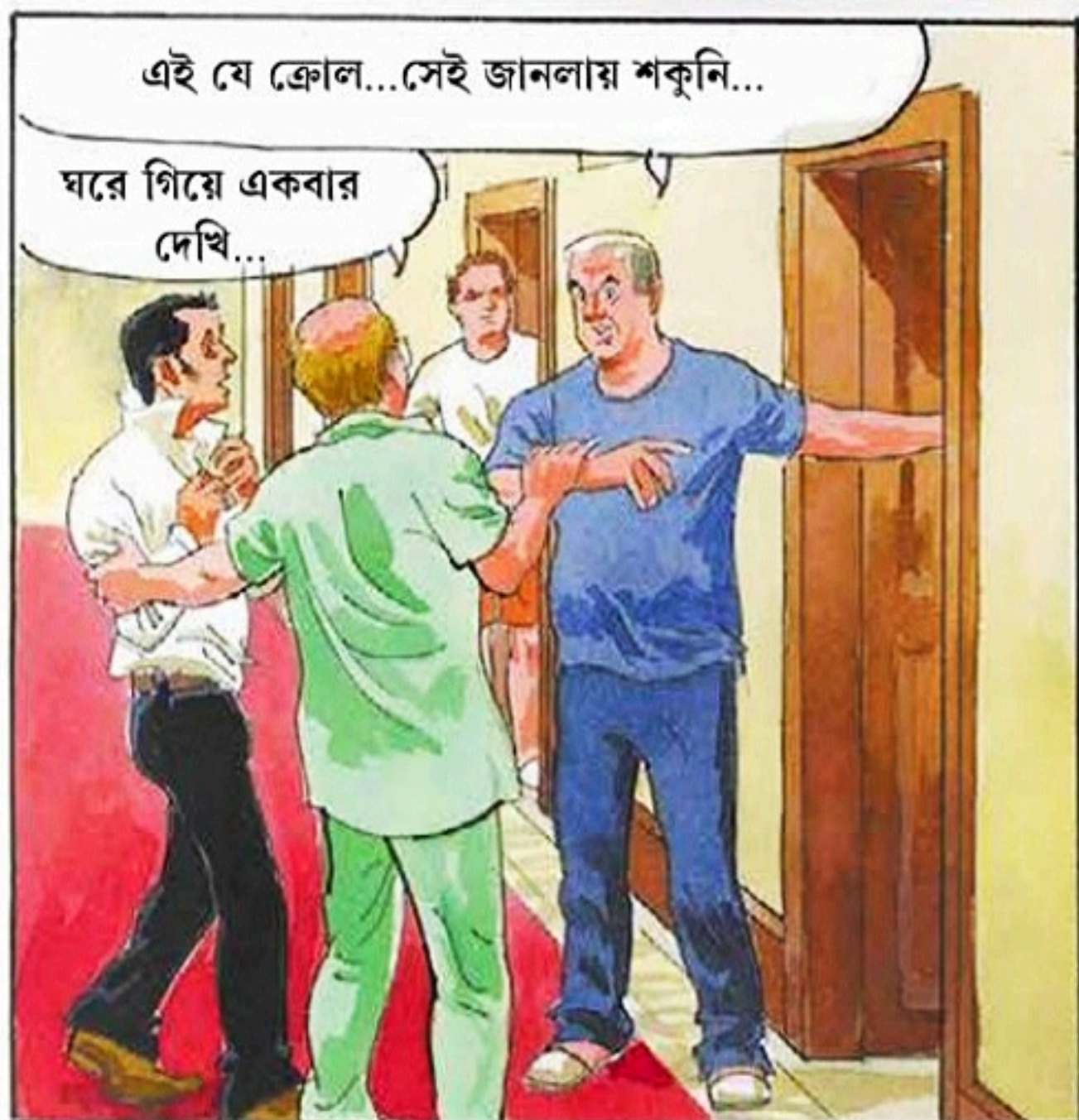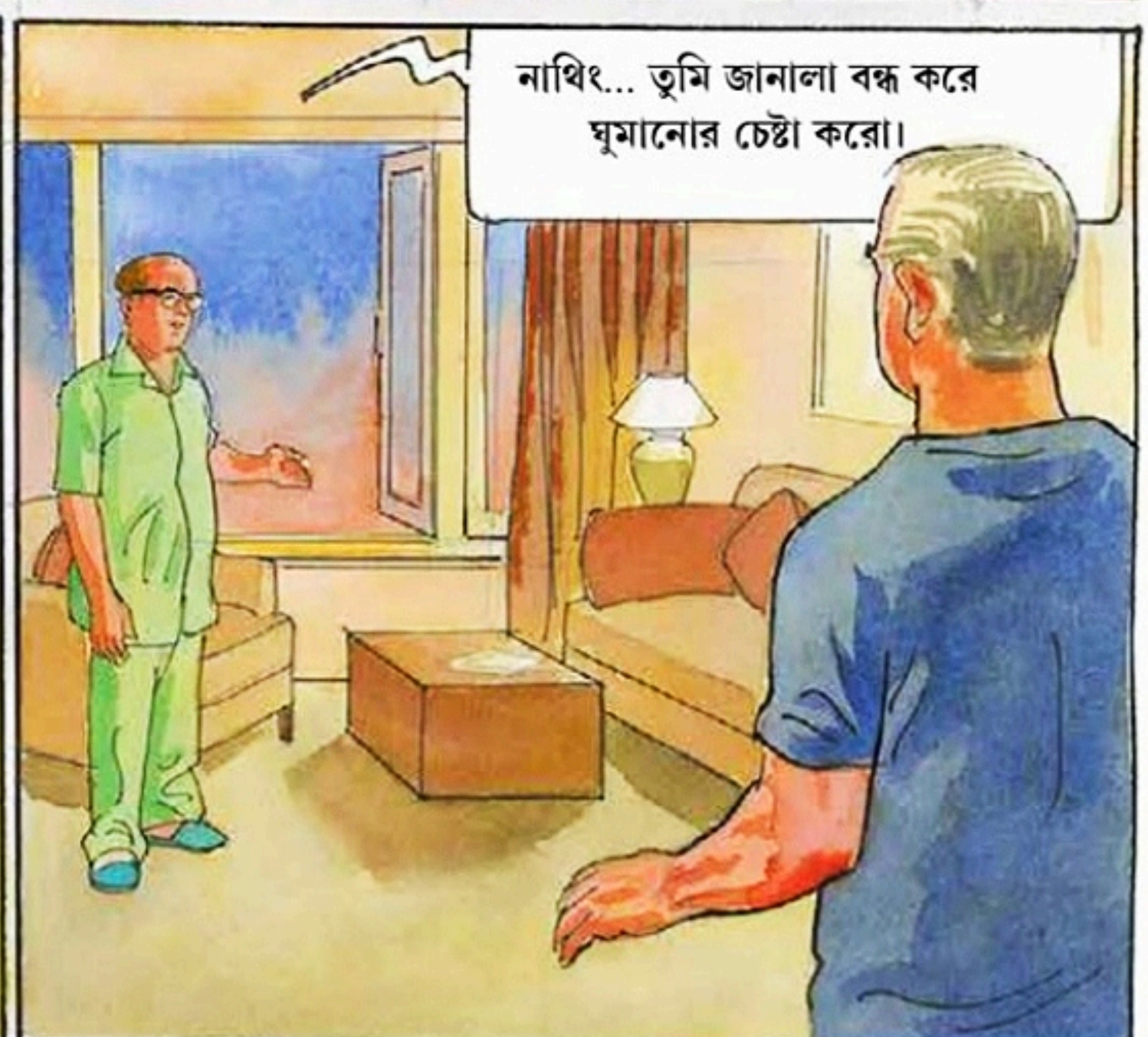
গুড মর্নিং শঙ্কু। মর্নিংওয়াক হল?
মর্নিং... নাইলের ধারে একটু হেঁটে এলাম।
মর্গেনস্টার্নস গন!
গন?
রুমবয় কফি নিয়ে দরজা খুলে দেখে ঘর খালি। রাত্রে ওর চেঁচানোতে ঘুম ভেঙে দেখি ম্যানেজার নাথুমের উপর চেঁচাচ্ছে...সেই শকুনি দেখা।
জিনিসপত্র?
সবই রয়েছে। একটা খোলা চিঠি। একটা লাইন- 'নেখবেৎ আমায় বাঁচতে দিল না'।
নেখবেৎ দেবী? বাঁচতে দিল না মানে?
মৃত্যু...আত্মহত্যা।
... দু'-একদিন আগে পরে হতে পারে। আগে গিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। নাহুম ঠিকঠাক করতে পারলে ডেক্সটারকে সামলাতে হিমশিম খাবে।
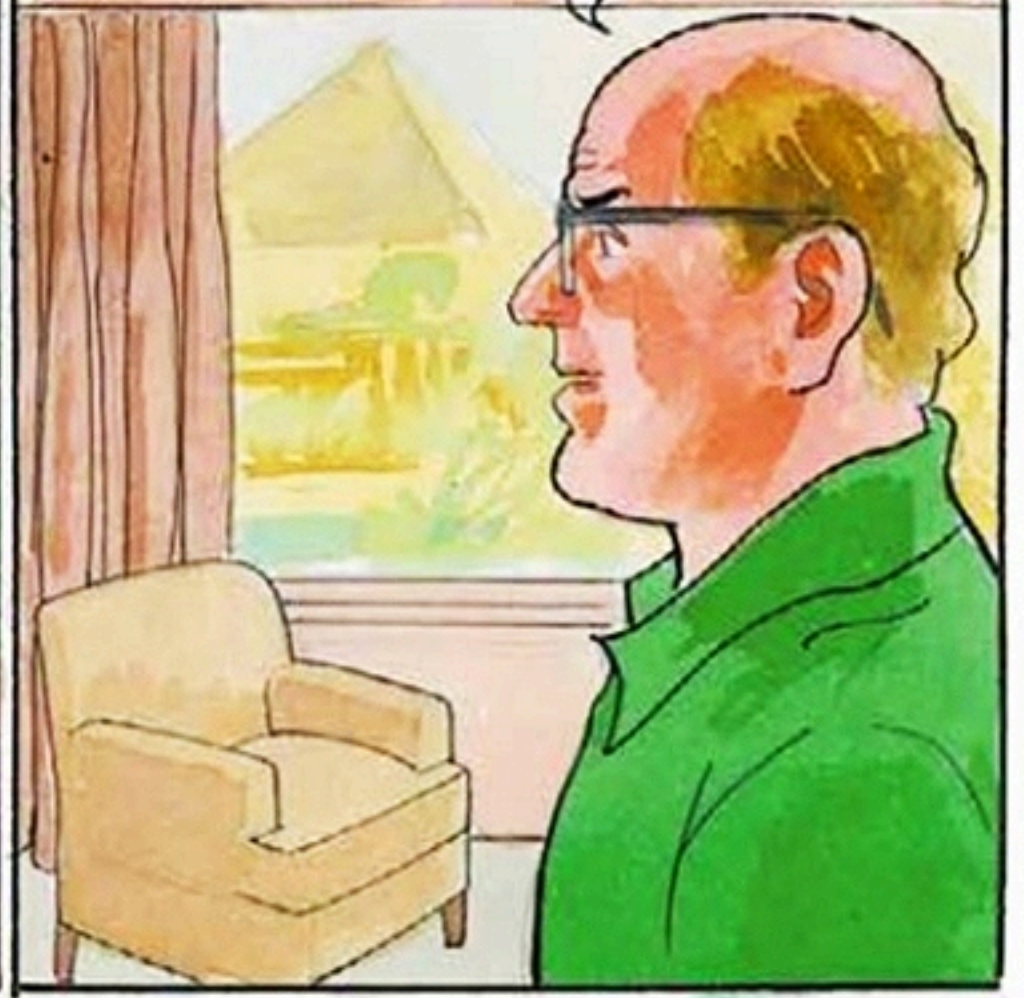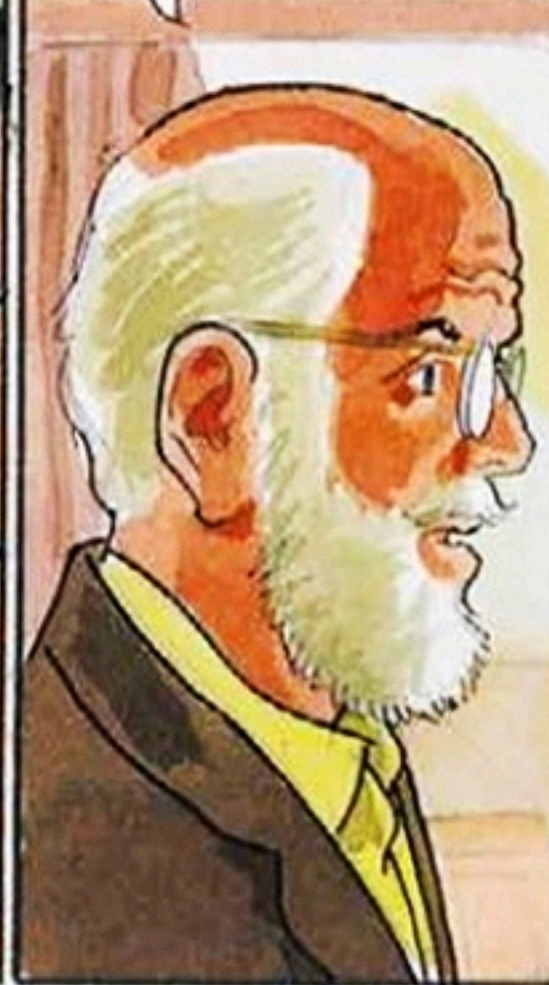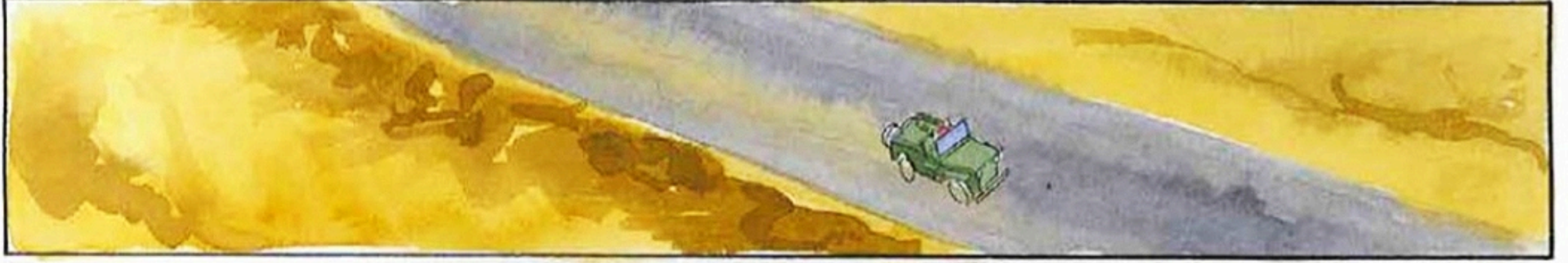
স...স...স...স...স...

আঁ....আঁ

দুম
দুম
দুম

কী ব্যাপার ডেক্সটার ?

আ স্নেক ইন মাই রুম !

ডেক্সটারকে তো সিরিয়াস বলেই জানি।

কোবরা! এই
হোটেলে?

চিয়ার আপ ডেক্সটার...থিঙ্ক... আগামিকাল হয়তো আমরা এখন ইউনিভার্সের আর-এক প্রান্ত থেকে আসা এলিয়েনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

ছ'টায় আসছে থর্নিক্রফ্‌ট। লাঞ্চ সেরেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

CAIRO INTERNATIONAL AIRPORT
TERMINAL 1

এখন কেমন লাগছে?
মাচ বেটার... মাথা ফাটেনি।
এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই মাথায় বাড়ি। দু'জন সুইস পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে। ওয়লেটটি লোপ পেয়েছে। লাকিলি ক্রেডিট কার্ড সব ব্যাগেই ছিল।
তুমি কী আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে...
ওয়লেট!
ওয়লেট?
মর্গেনস্টার্নের ওয়লেট আর কোট পাওয়া গিয়েছে এগারো কিলোমিটার দূরে নাইলের ধারে। পুলিশ তো ধরেই নিয়েছে ও আত্মহত্যা করেছে।
আলবাত পারব। এবার থেকে আমার পকেটে বন্দুক থাকবে।
কোবরাতে হয়নি...স্পিটিং কোবরা সিটের নীচেই আছে...একটু পরেই টের পাবে।
তোমরা ভেবে দেখেছ কি যে, এই পাঁচ হাজার বছরের হিসেবে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে কয়েকটা আশ্চর্য তথ্য বেরিয়ে পড়ে?

ইজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু পাঁচ হাজার বছর আগে...প্রথম কৃষিকার্য শুরু করেছে মানুষ, নিজের চেষ্টায় ফসল উৎপাদন করছে।
আরও পাঁচ হাজার বছর পিছিয়ে গেলে দেখছি, মানুষ প্রথম হাড় ও হাতির দাঁতের হাতিয়ার, বর্ষার ফলক, মাছের বঁড়শি ইত্যাদি তৈরি করছে। আবার সেই সঙ্গে গুহার দেওয়ালে ছবি আঁকছে।
চল্লিশ হাজার বছর আগে মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি বদলে গিয়ে আজকের মানুষের মতো হচ্ছে।
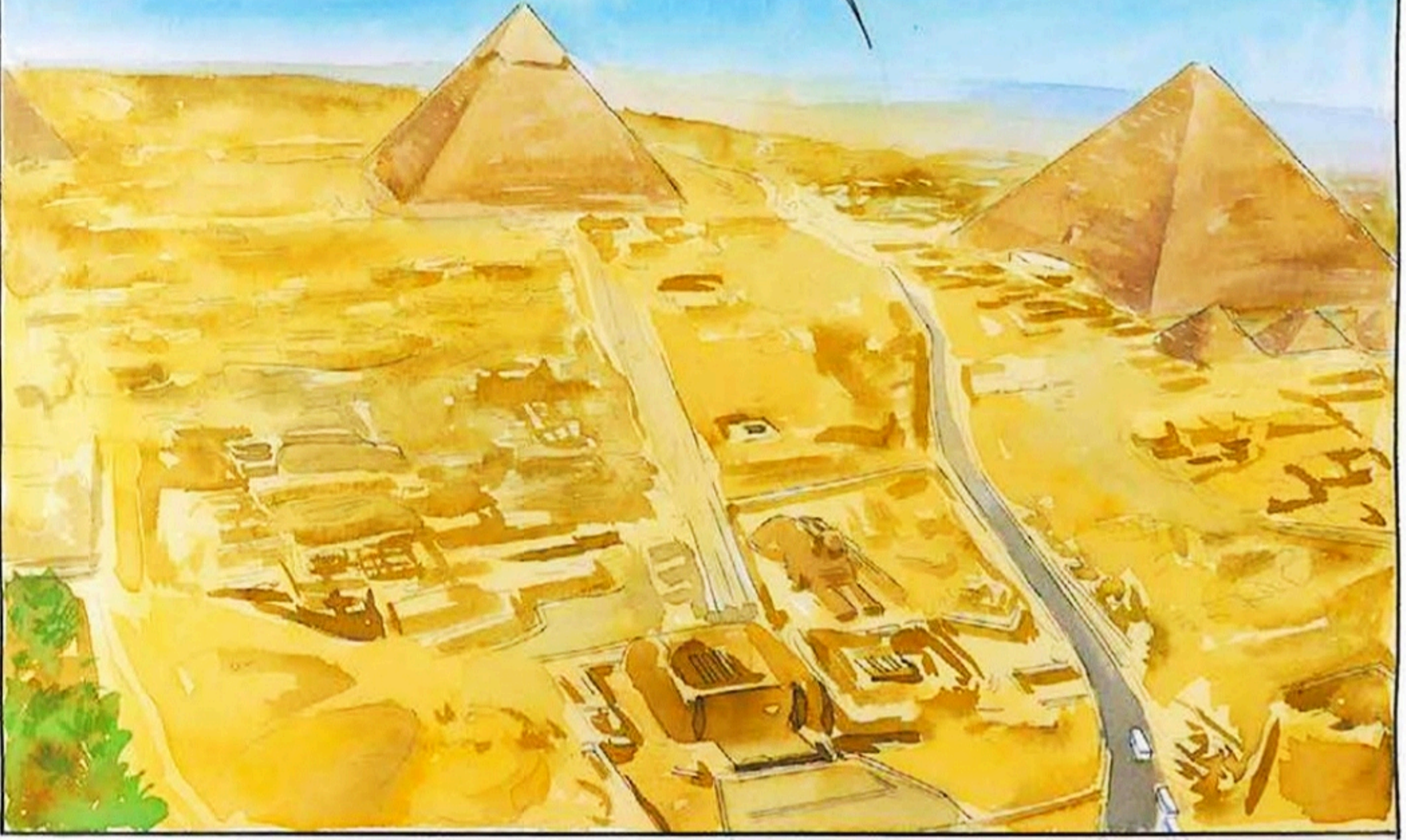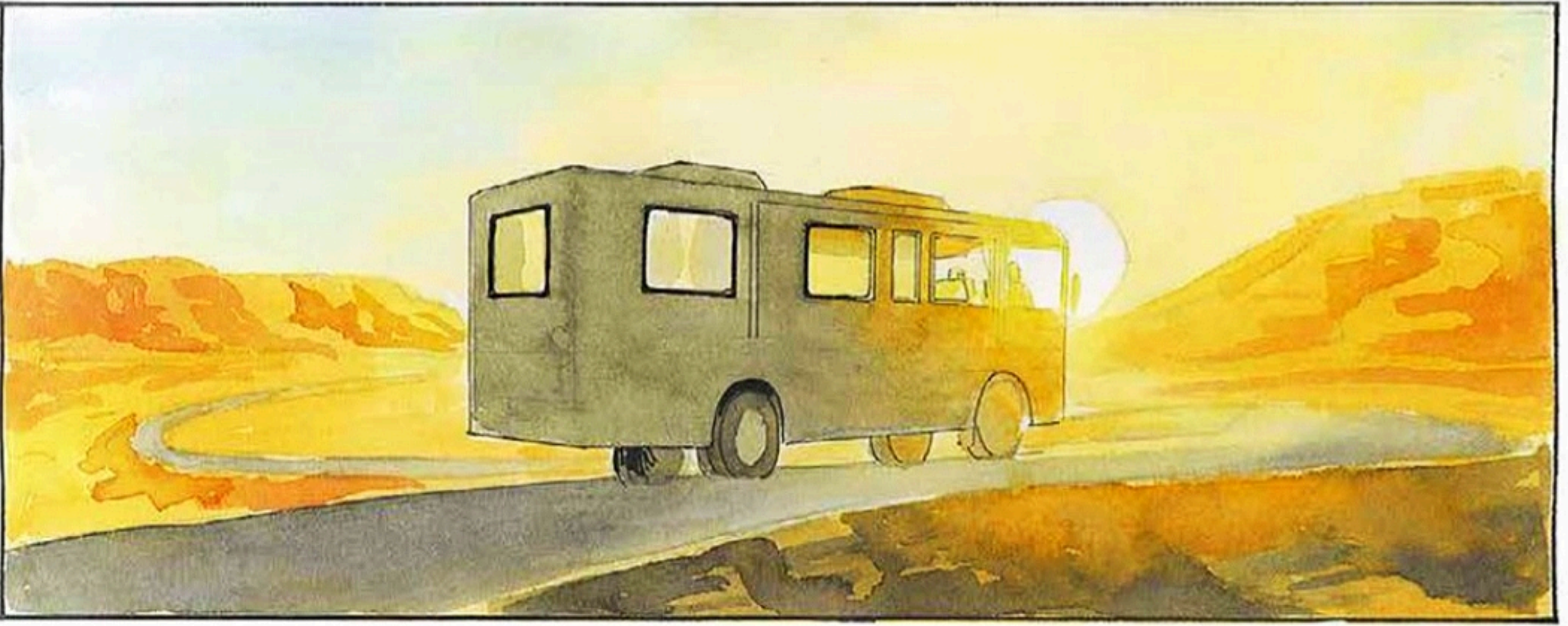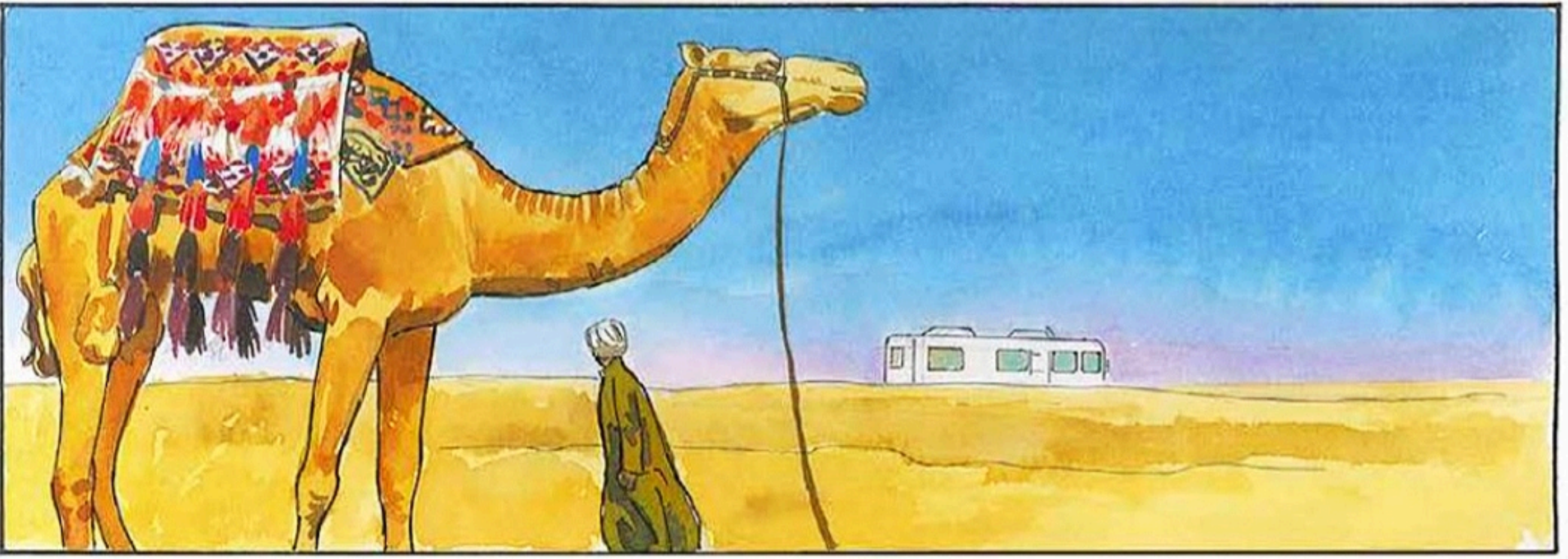
ডেক্সটার, তোমার কী মনে হয় মর্গেনস্টার্ন এত বড় বেহিসেবি ছিল। প্যাপাইরাসের অংশ এইভাবে খোয়াতে পারে?
ও যখন আমার কাছে নিয়ে আসে তখনই খোয়া গিয়েছে।
ও এসবের ঠিক মূল্য বোঝে না।

আমার মনে হয়...

বুম

সরি ফর দ্য ড্যামেজ অন দ্য ফ্লোর, ক্রোল।
চোখে হাত দিও না।
ওফ!

স্পিটিং কোবরা...চশমা এ যাত্রায়
তোমার চোখ দুটো
বাঁচিয়ে দিল।

মিরাকিউরল অয়েনমেন্ট...
আরাম পাবে।

অভিশাপটভিশাপ নয়, কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে। মর্গেনস্টার্ন!

তা হলে তো...

অ্যালাইভ অ্যান্ড কিকিং...আমার বিশ্বাস এই অঞ্চলেই রয়েছে, নেখবেতের চ্যালা।

এসটপ-এসটপ,
সাহিব এসটপ,
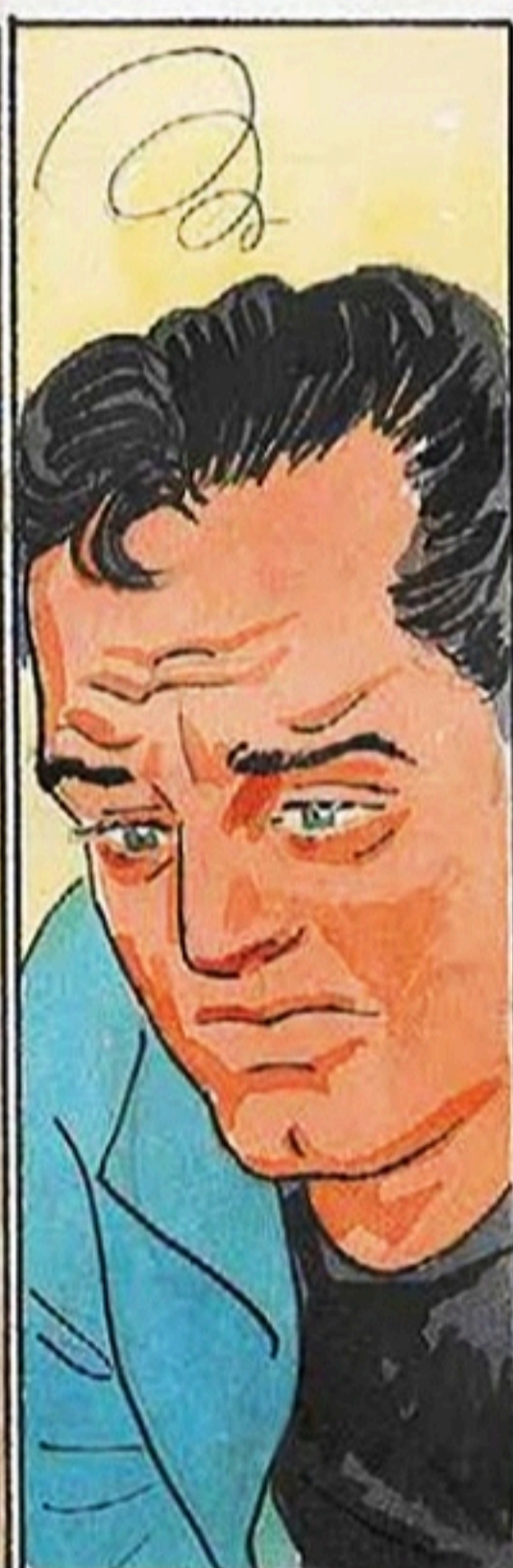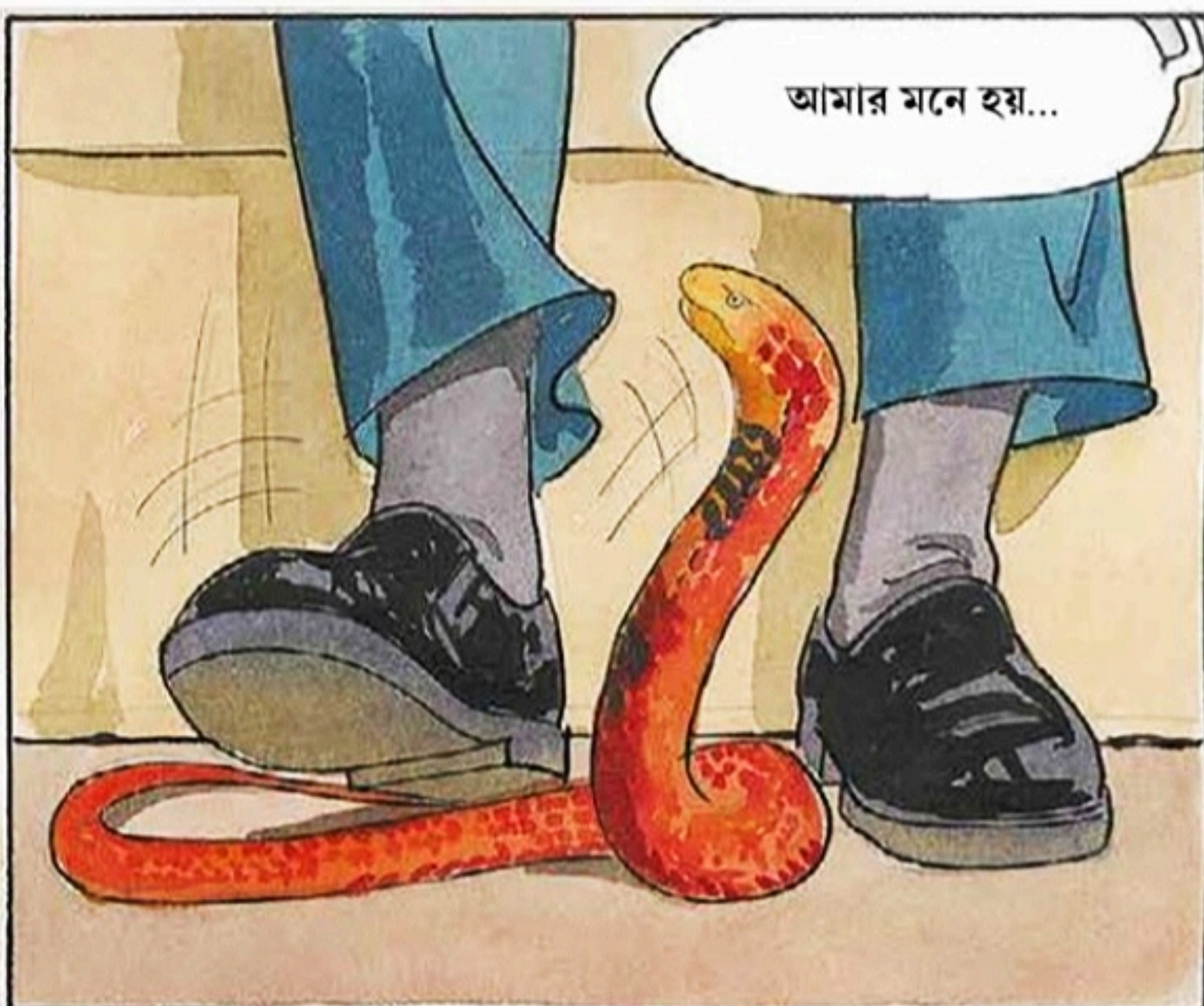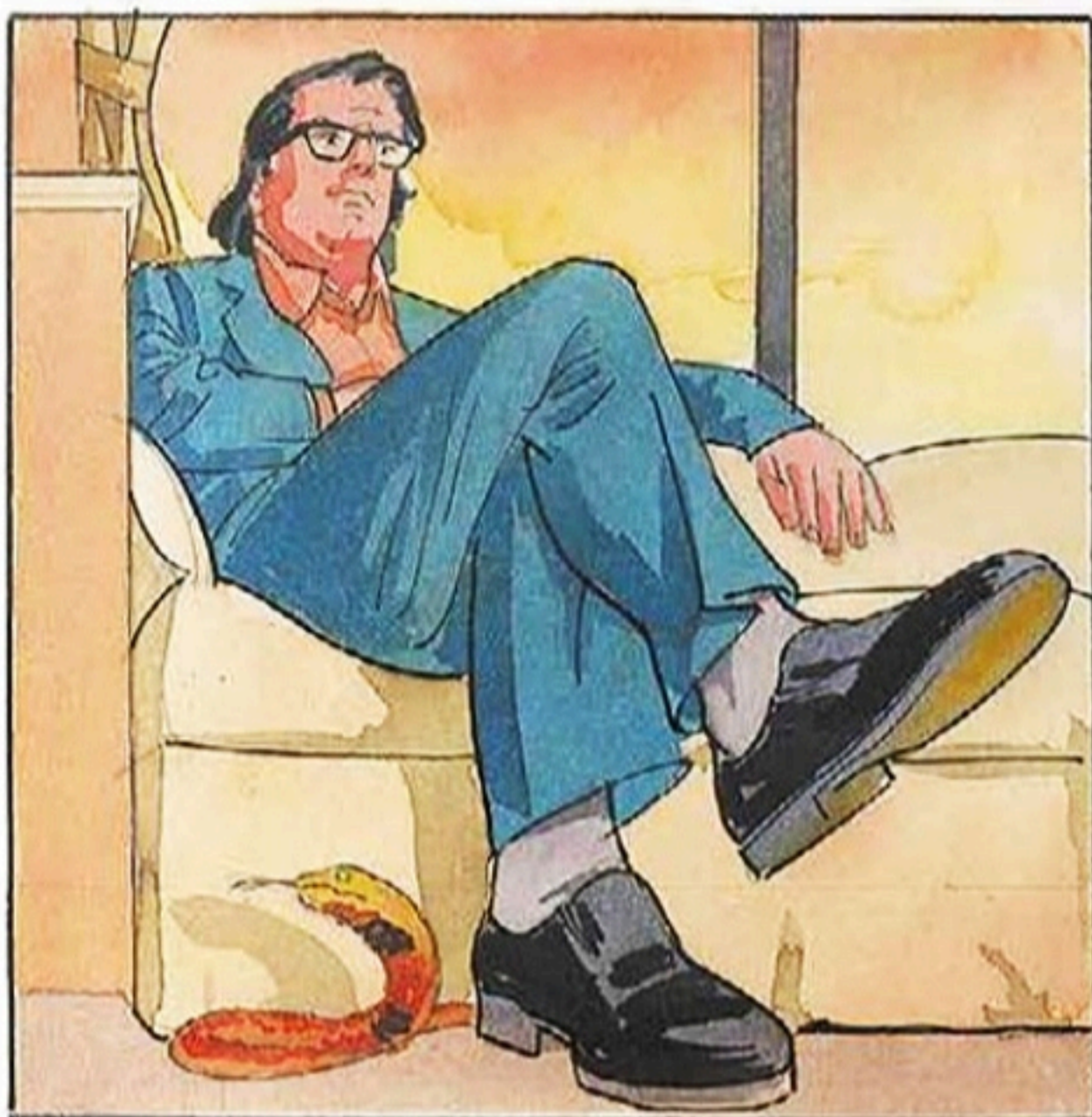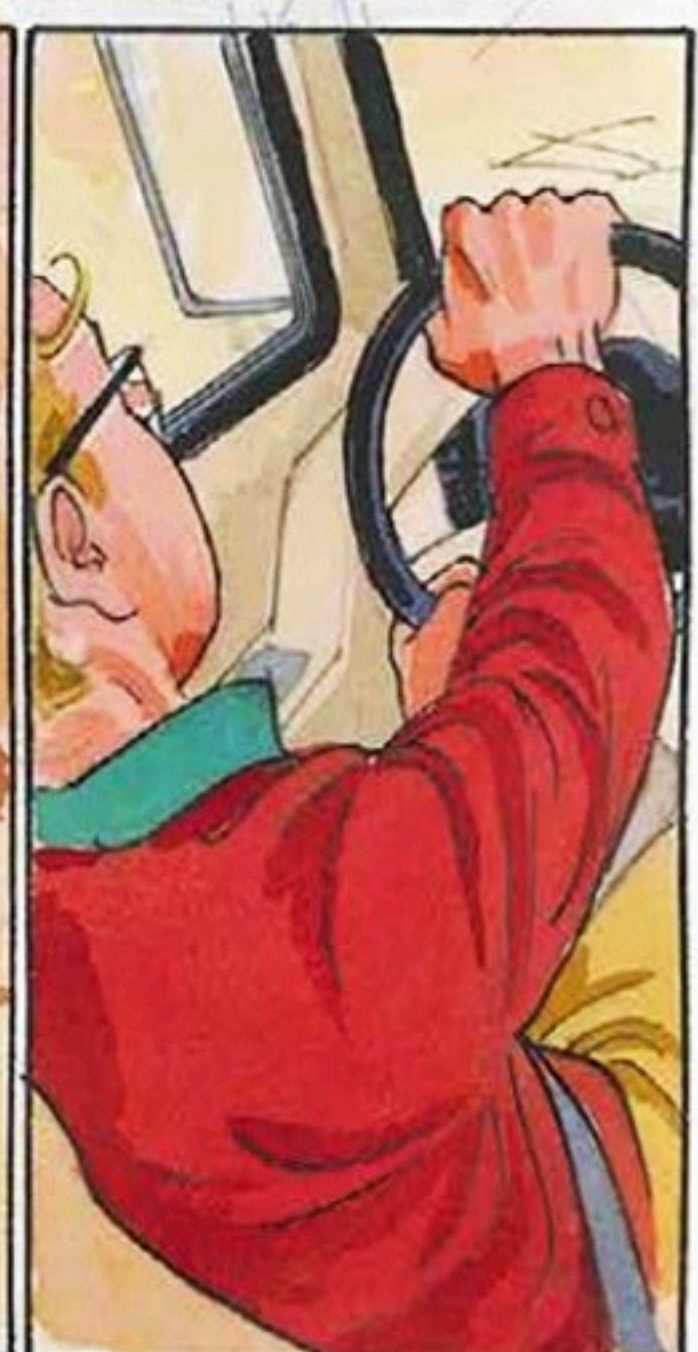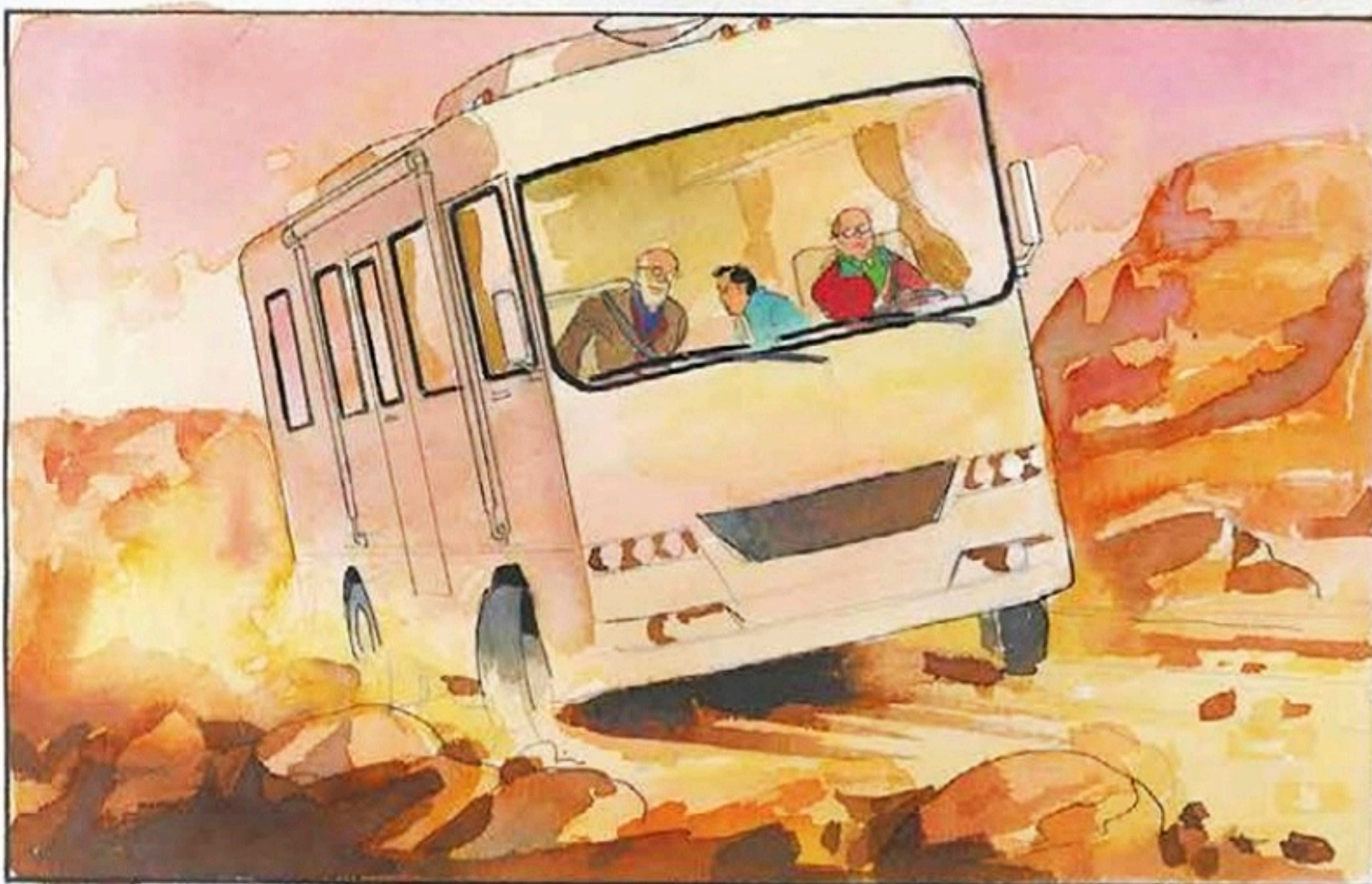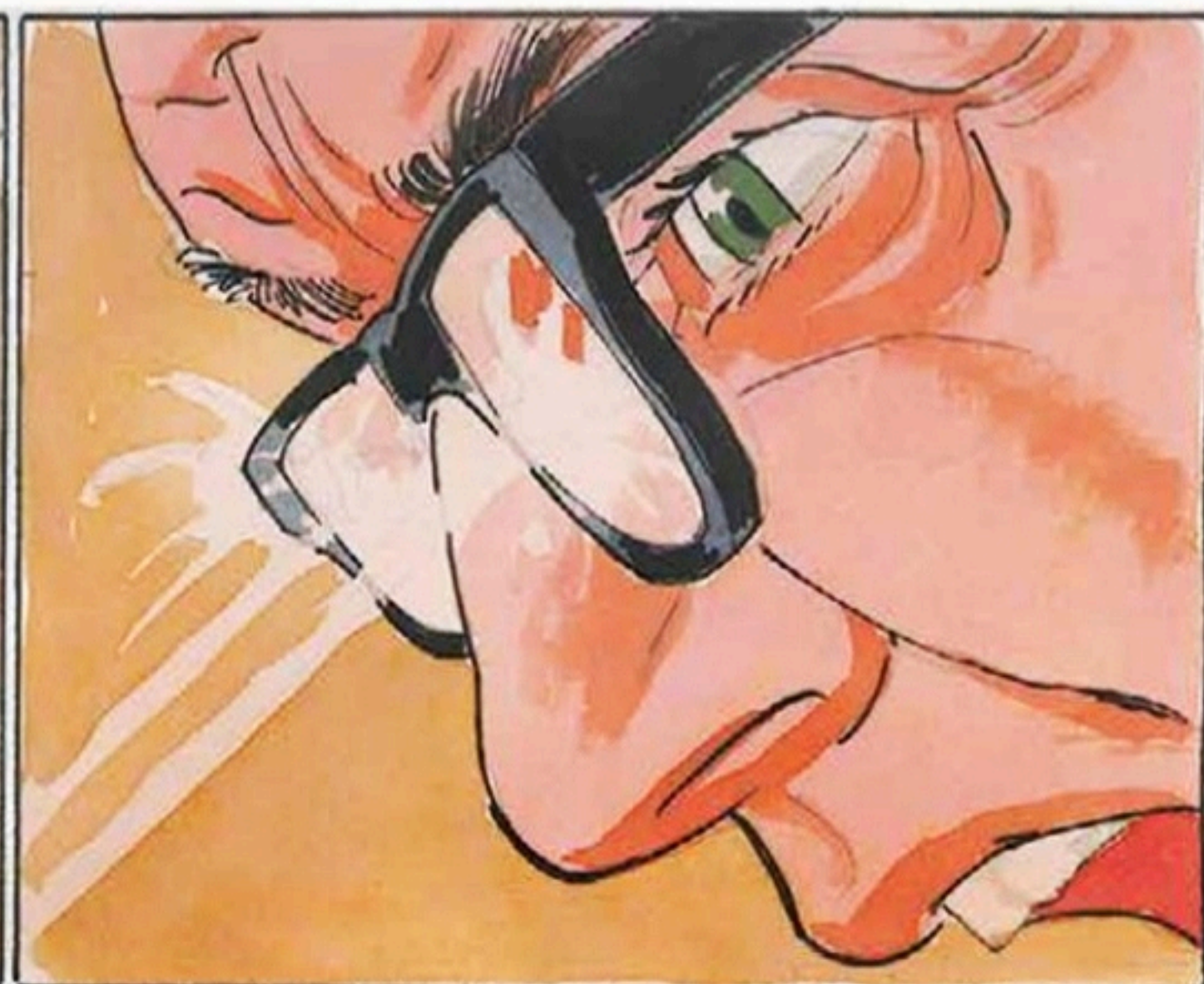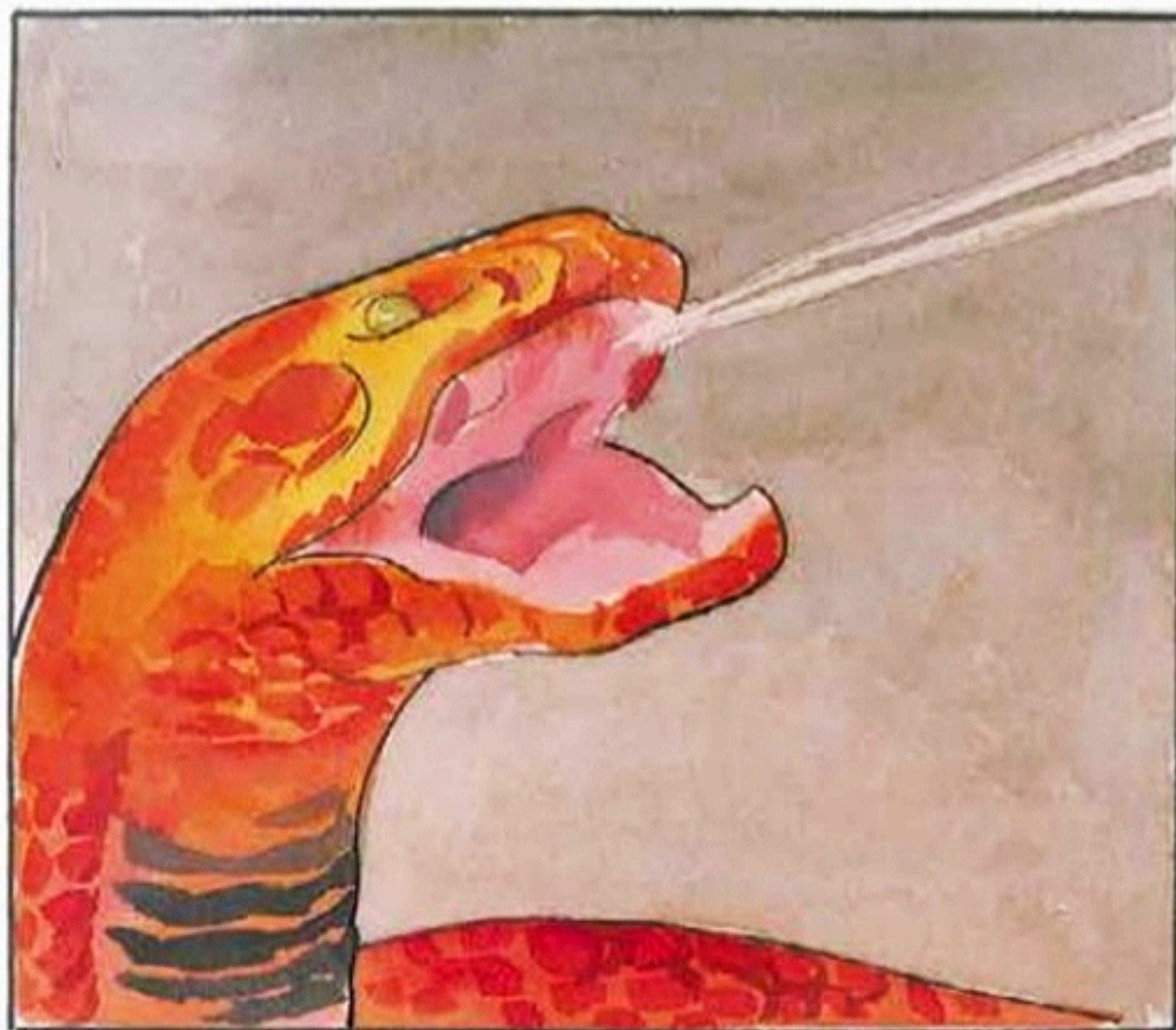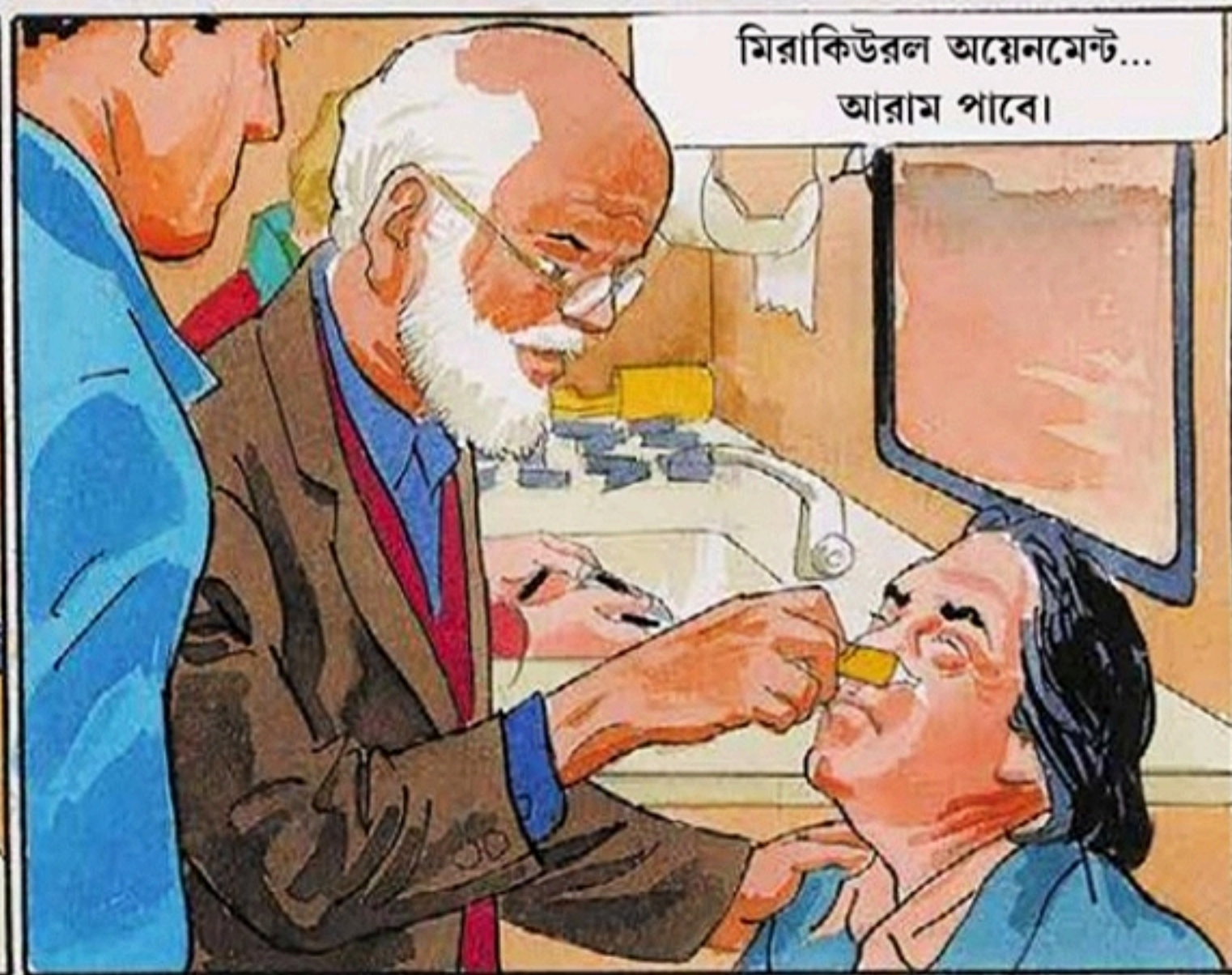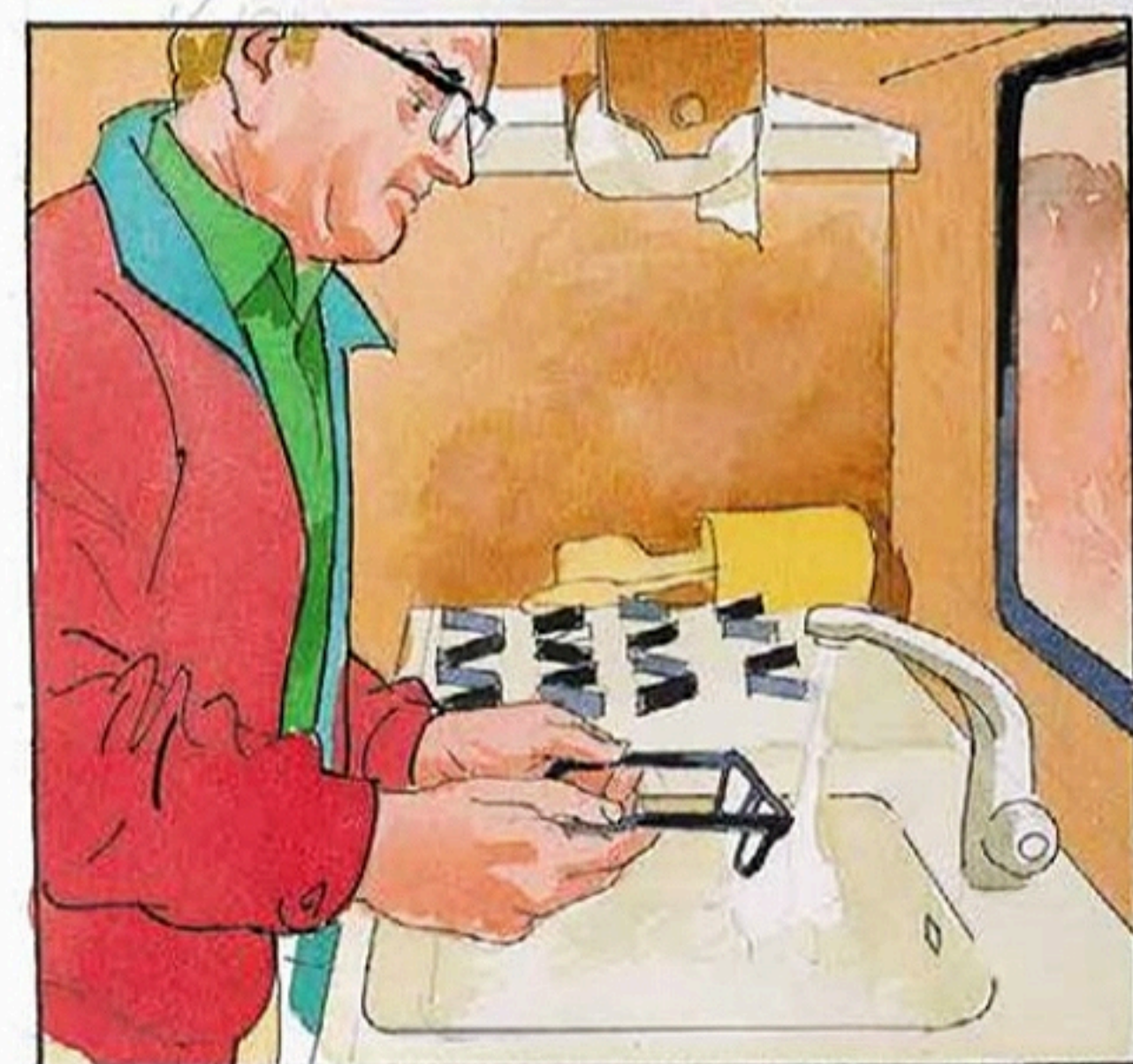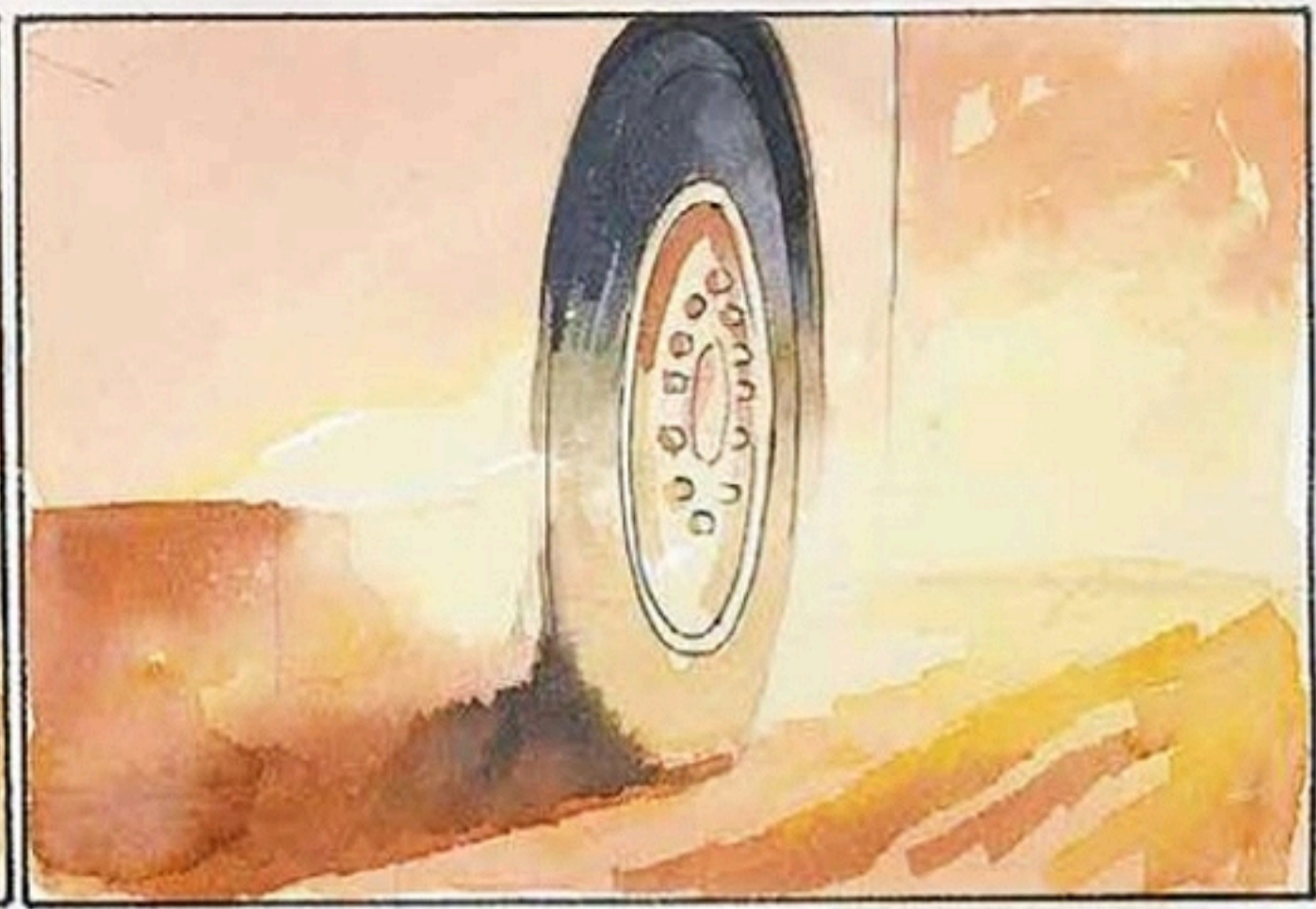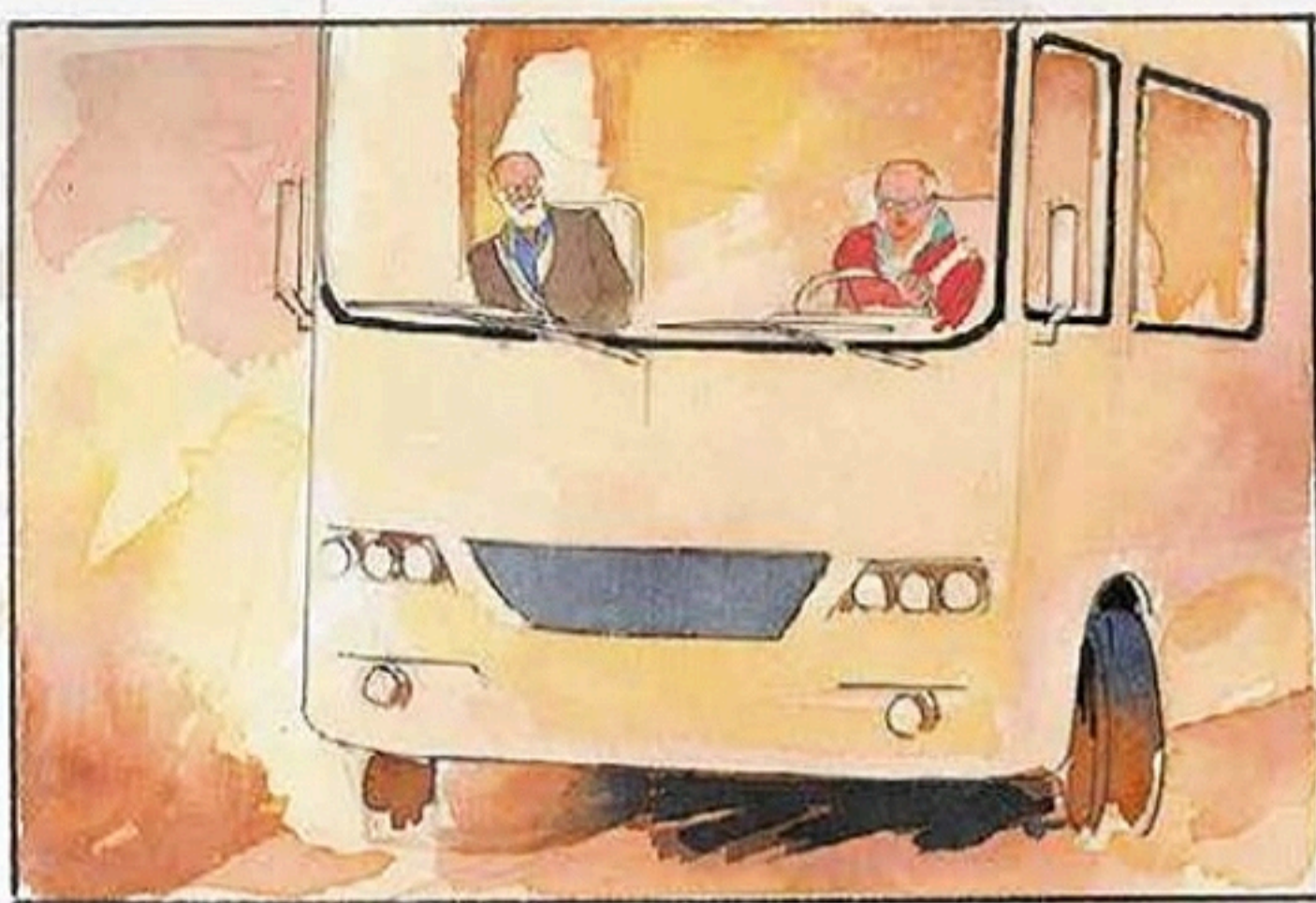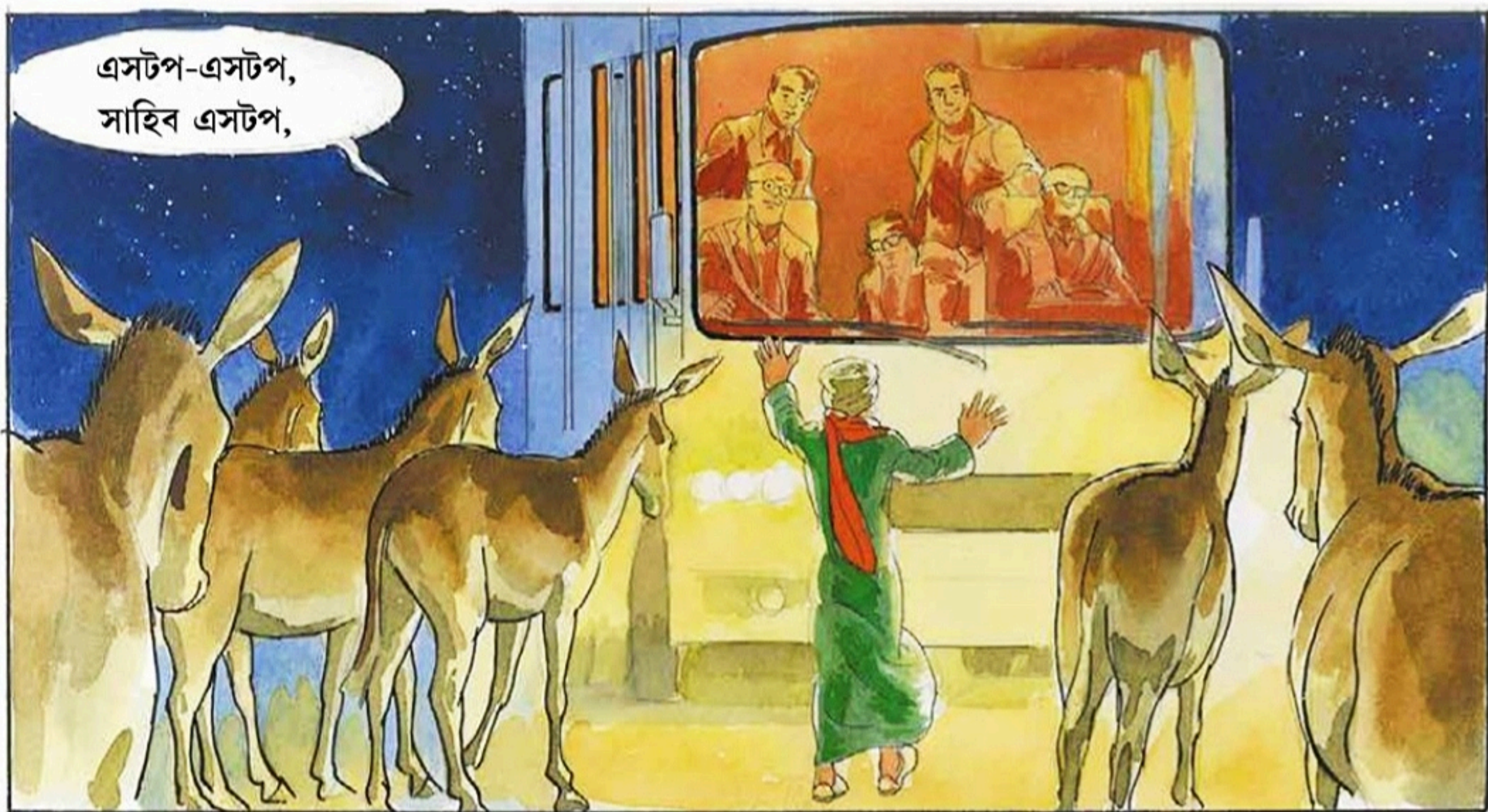
ওগুলো তো পাহাড়!
পিরামিট?
ওগুলোর পিছনে?
হিয়ার!
পিরামিট... পিরামিট... পিরামিট
এখানে পিরামিড থাকার কথা নয়। মনে হচ্ছে একবার দেখে আসা দরকার...যেখানে এলিয়েনদের নামার কথা সেই অঞ্চলেই এসে গিয়েছি।
দেখা যাক।

ইট্‌স পিরামিড অলরাইট।
অবিশ্বাস্য!
এ অঞ্চলে কোনও পিরামিড নেই আই অ্যাম শিওর।
?
একবার কাছ থেকে দেখতেই হবে।
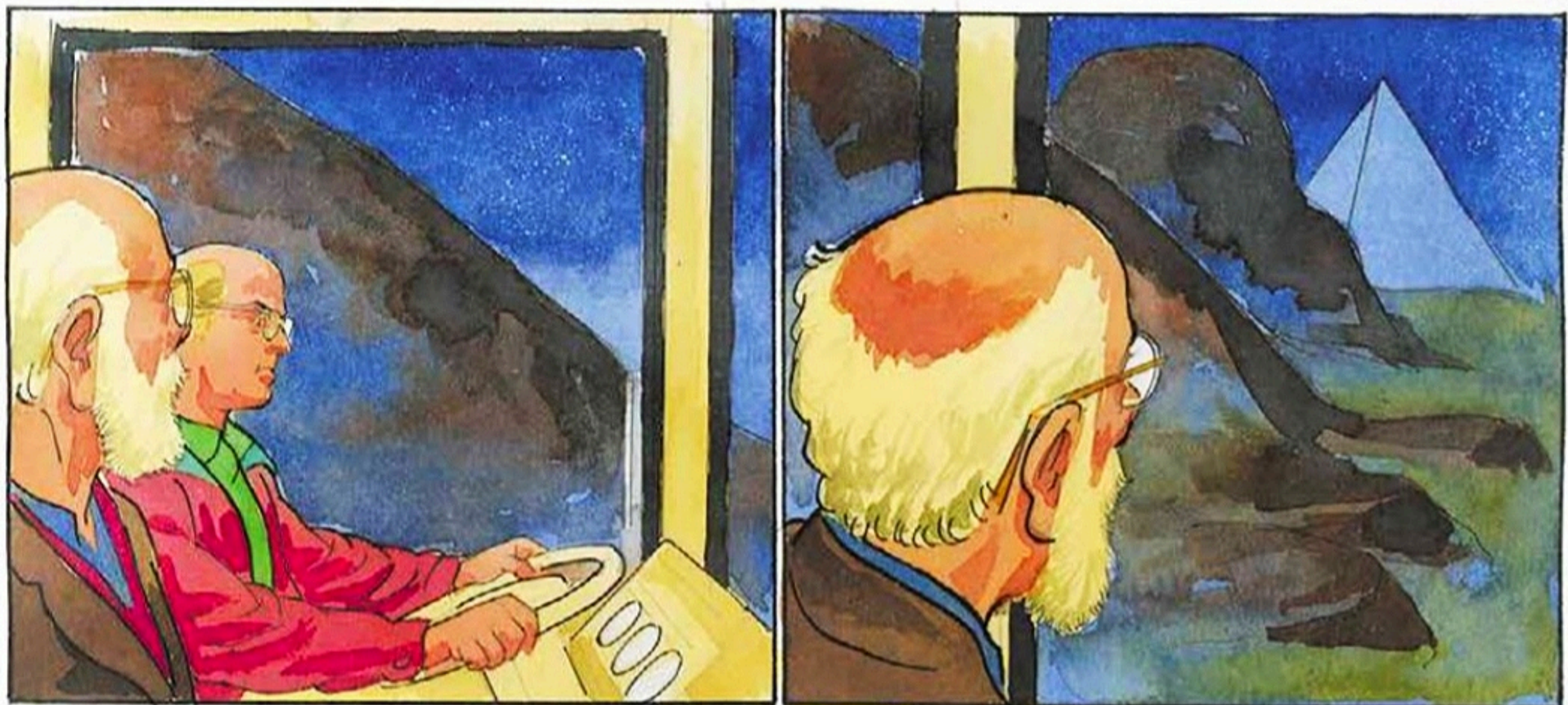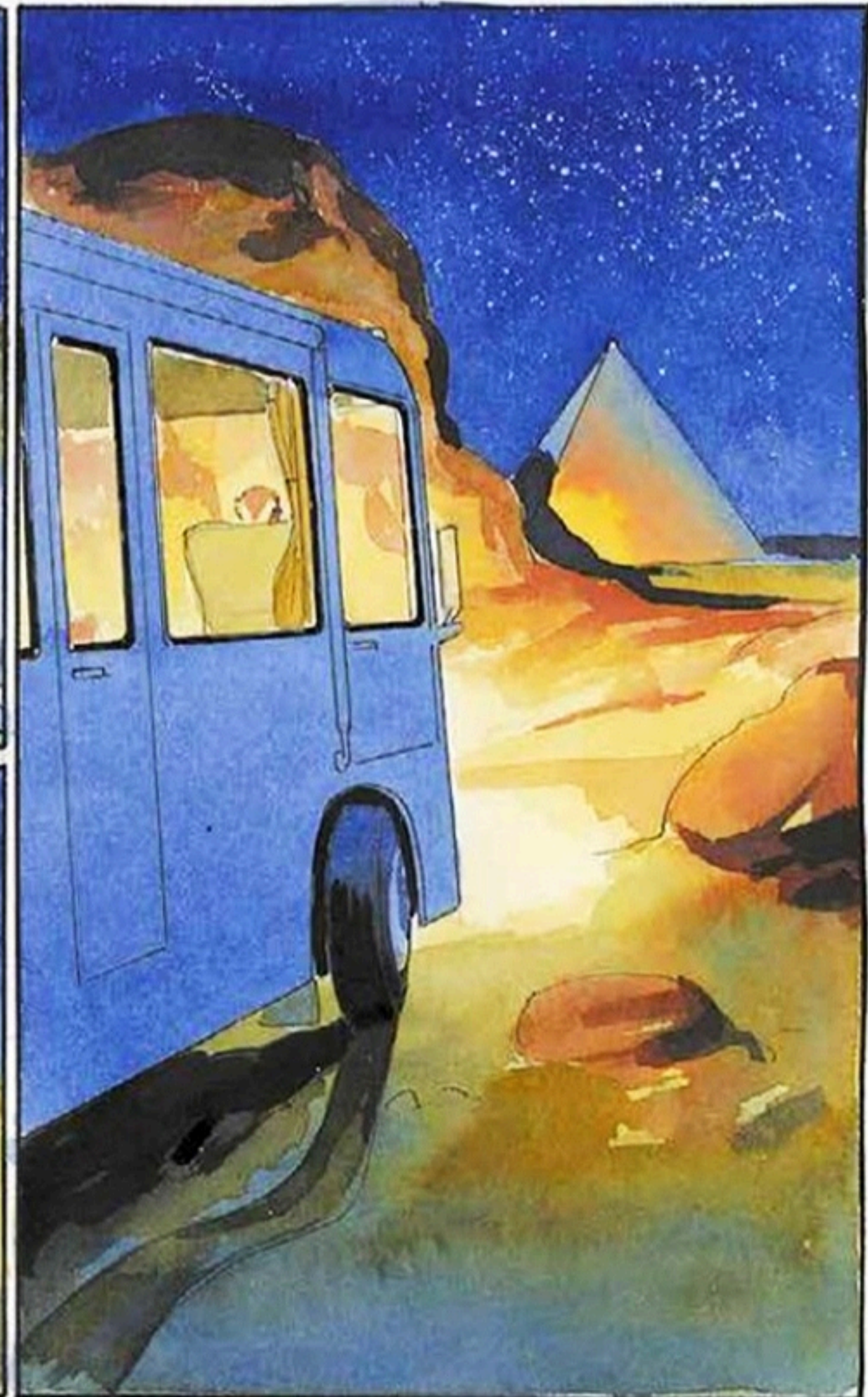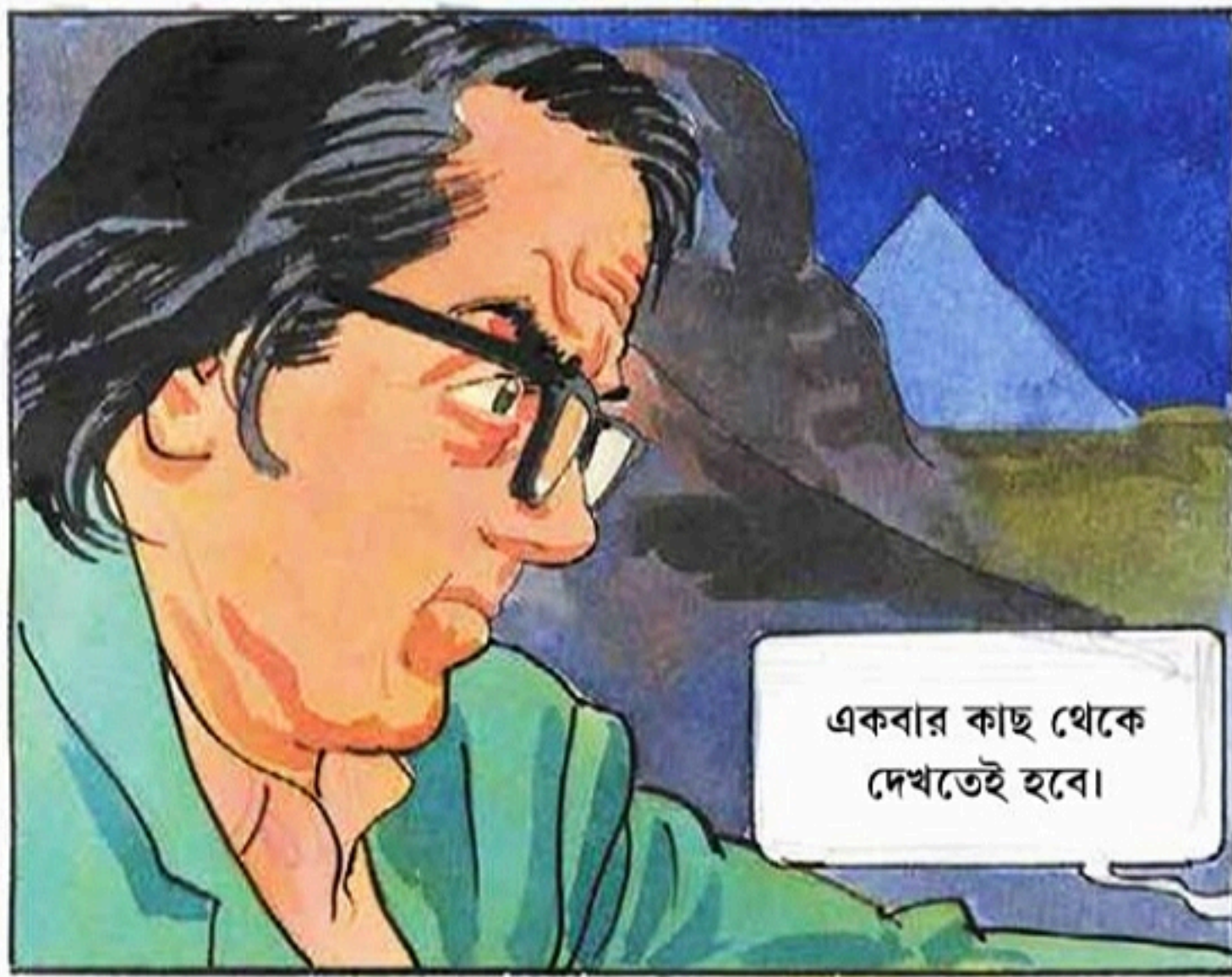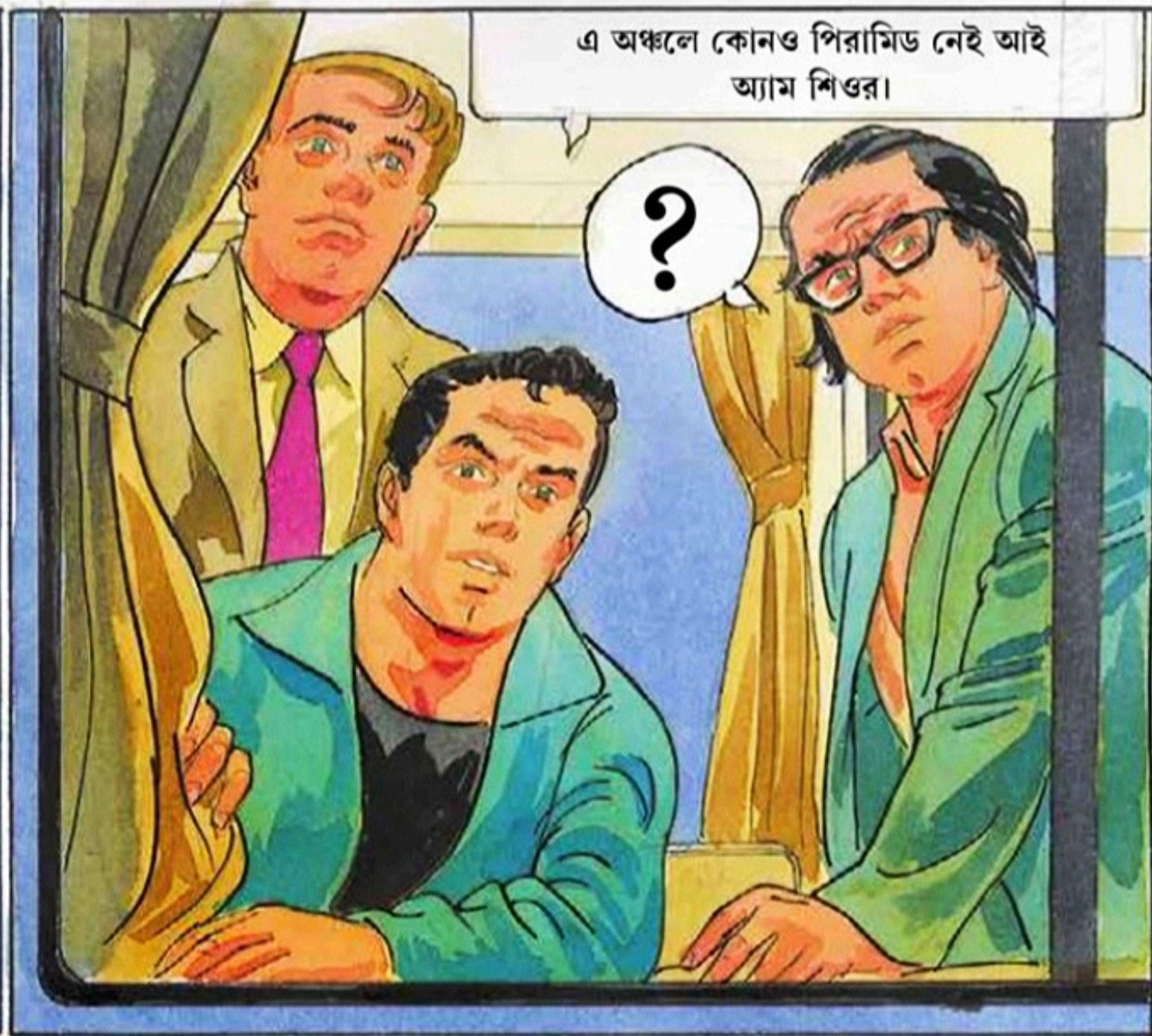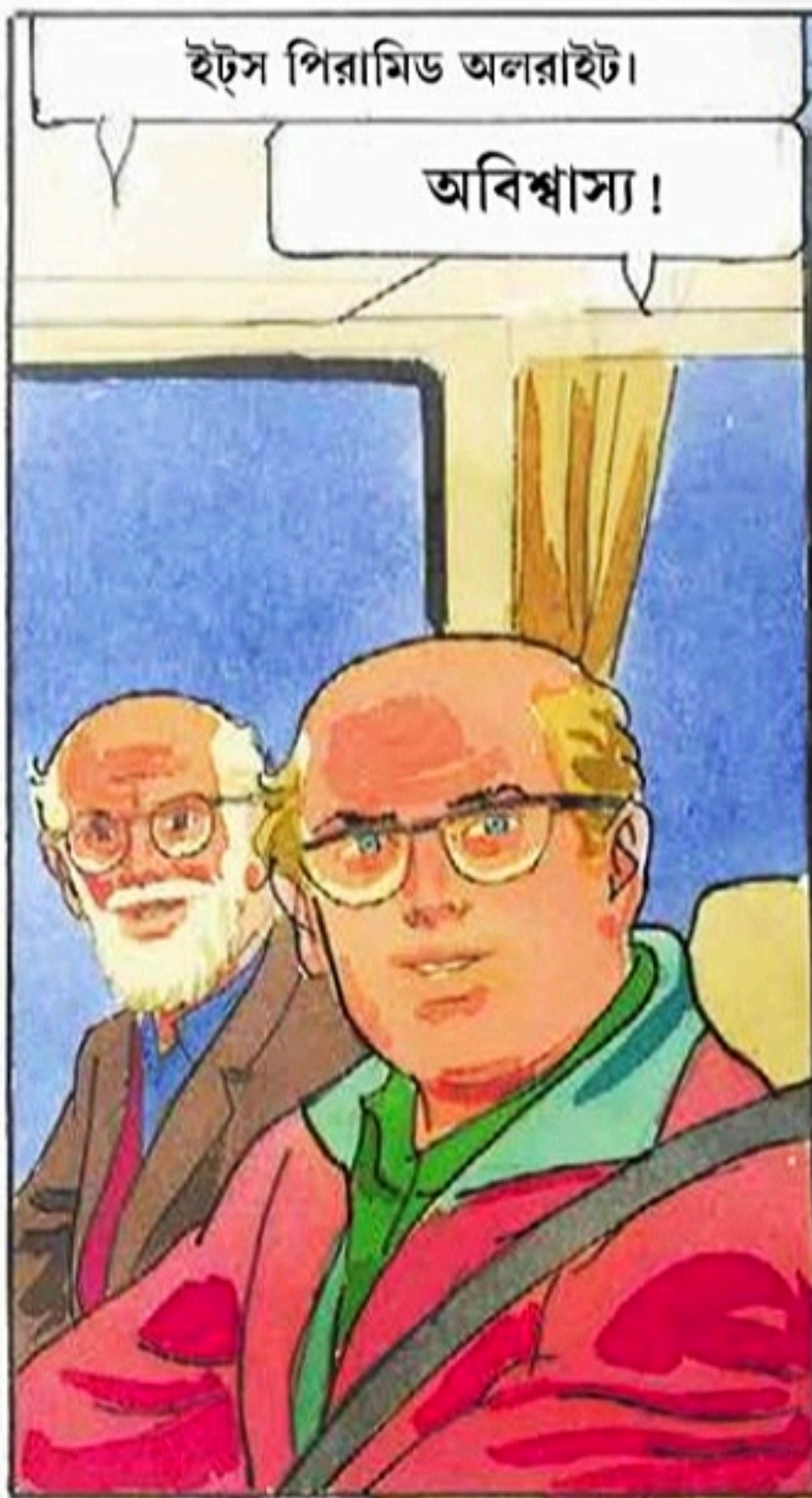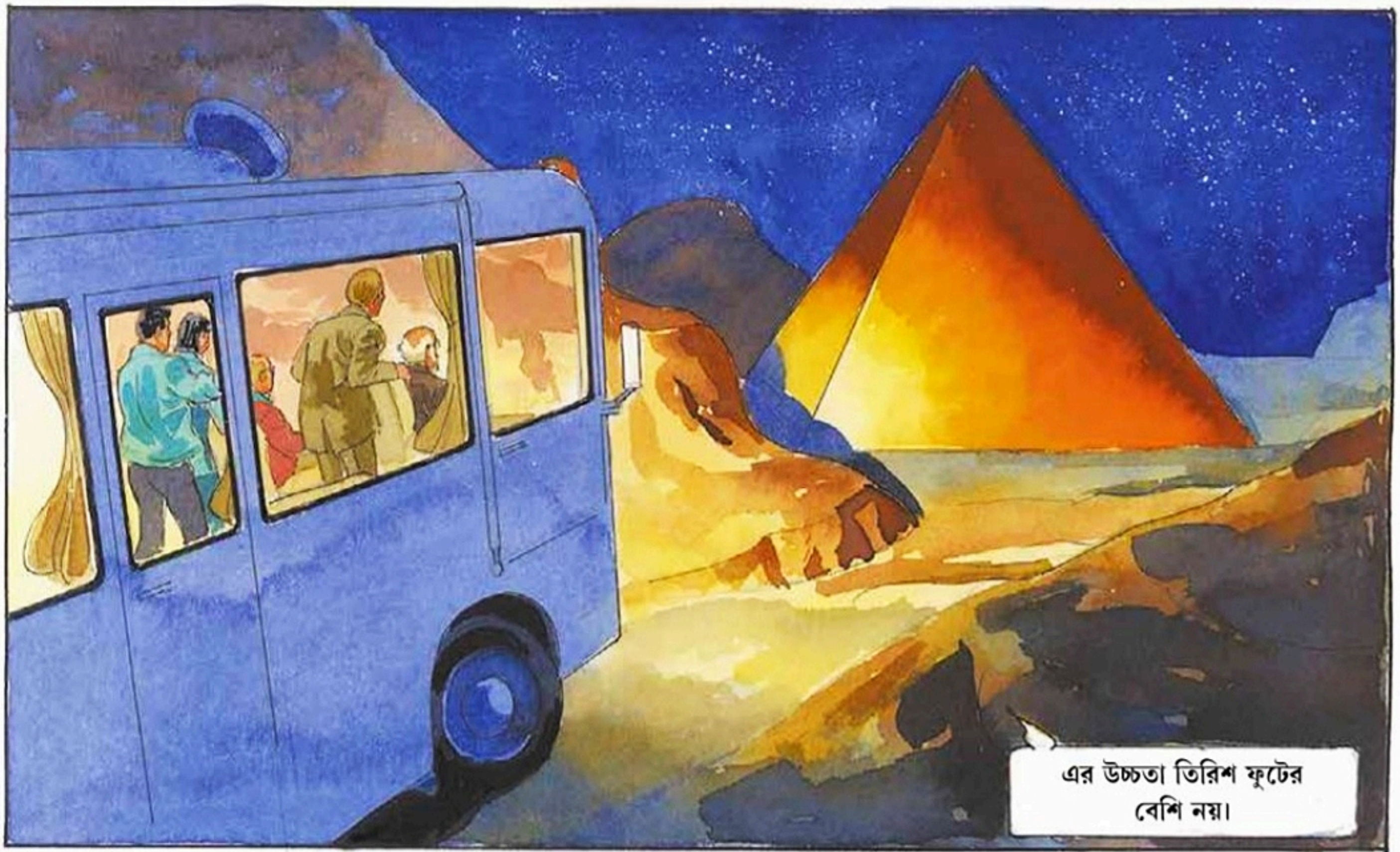
এর উচ্চতা তিরিশ ফুটের বেশি নয়।
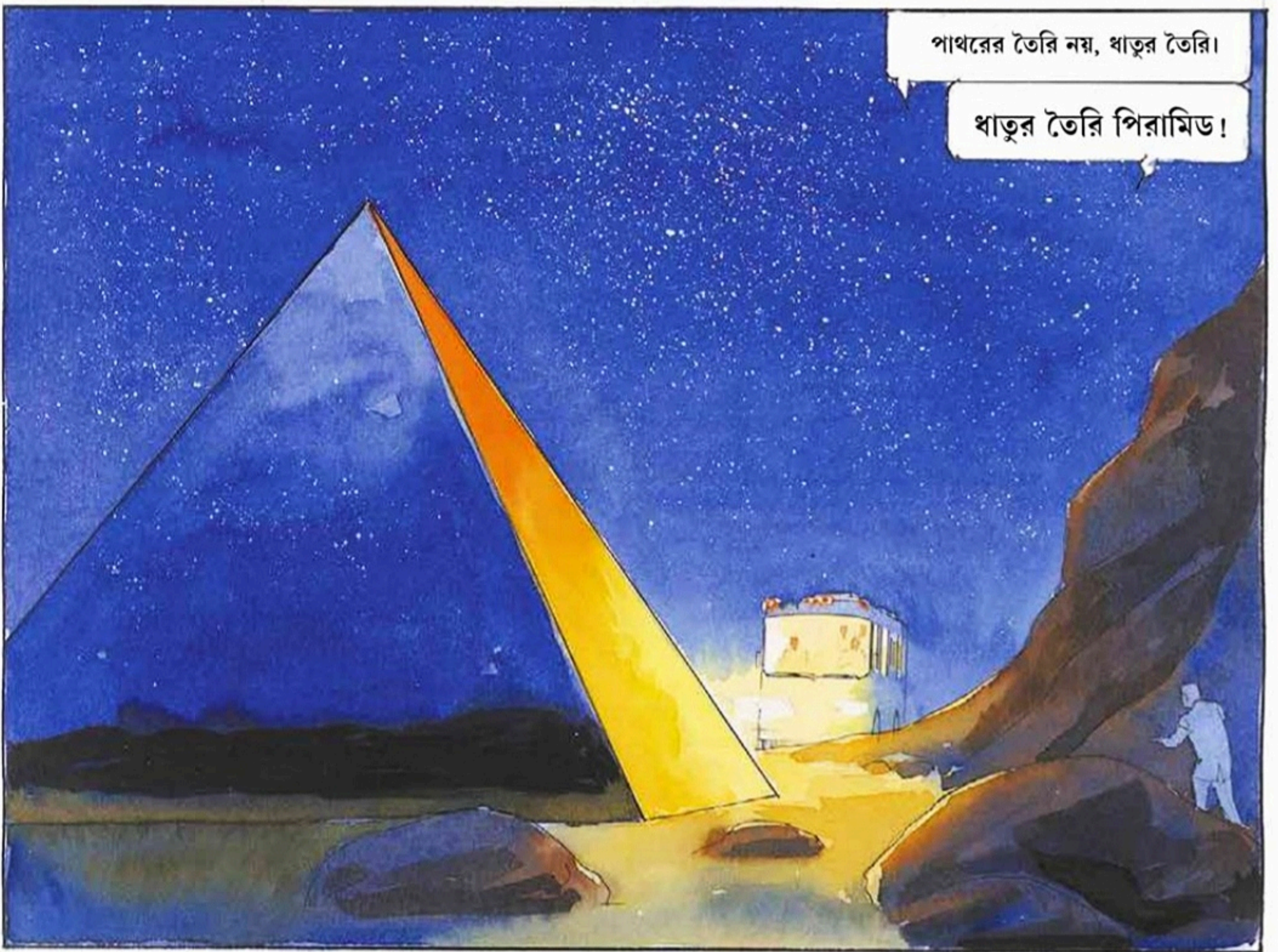
পাথরের তৈরি নয়, ধাতুর তৈরি।

ধাতুর তৈরি পিরামিড!

এখানেই থামছি।

লেটস গো আউট।
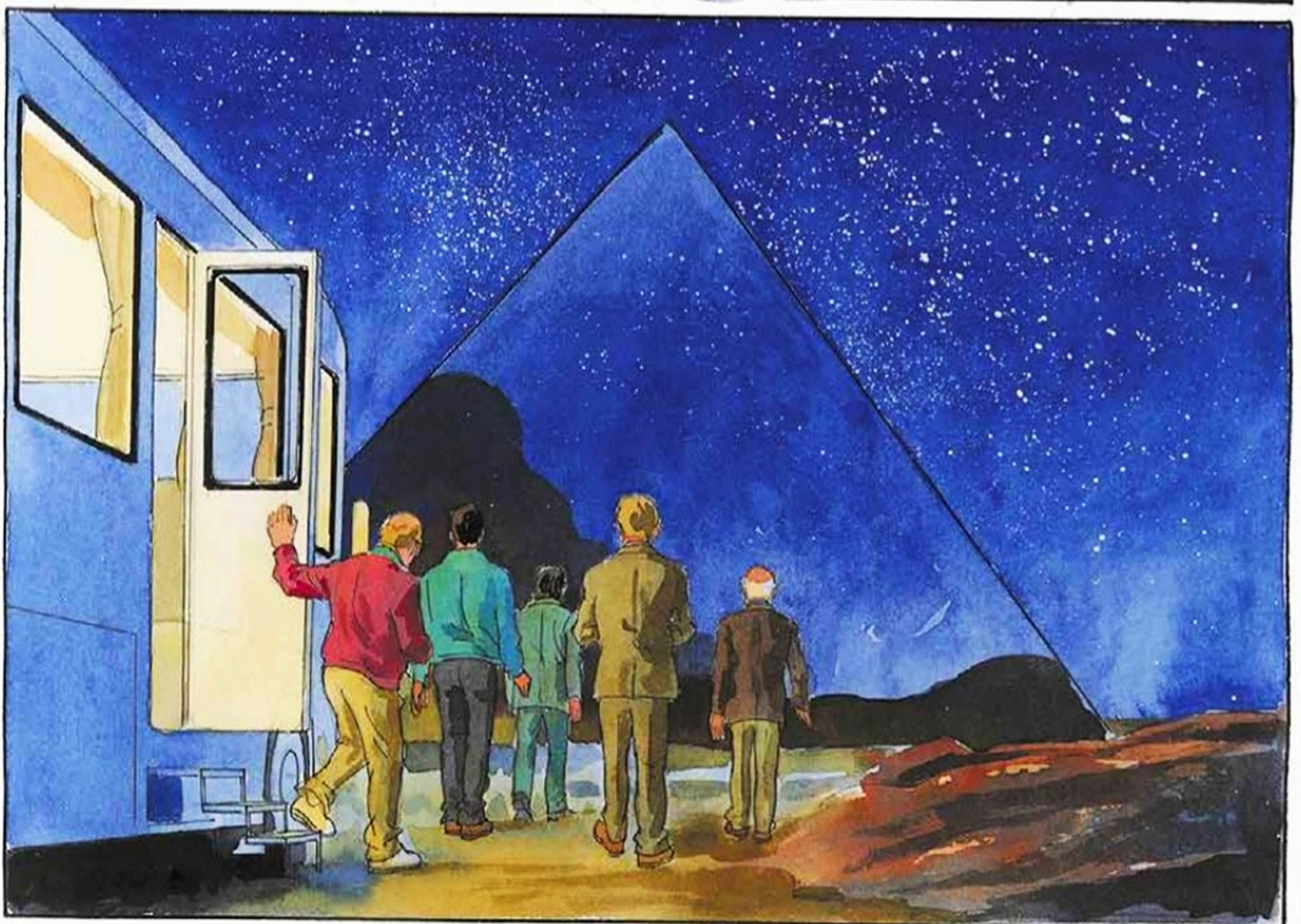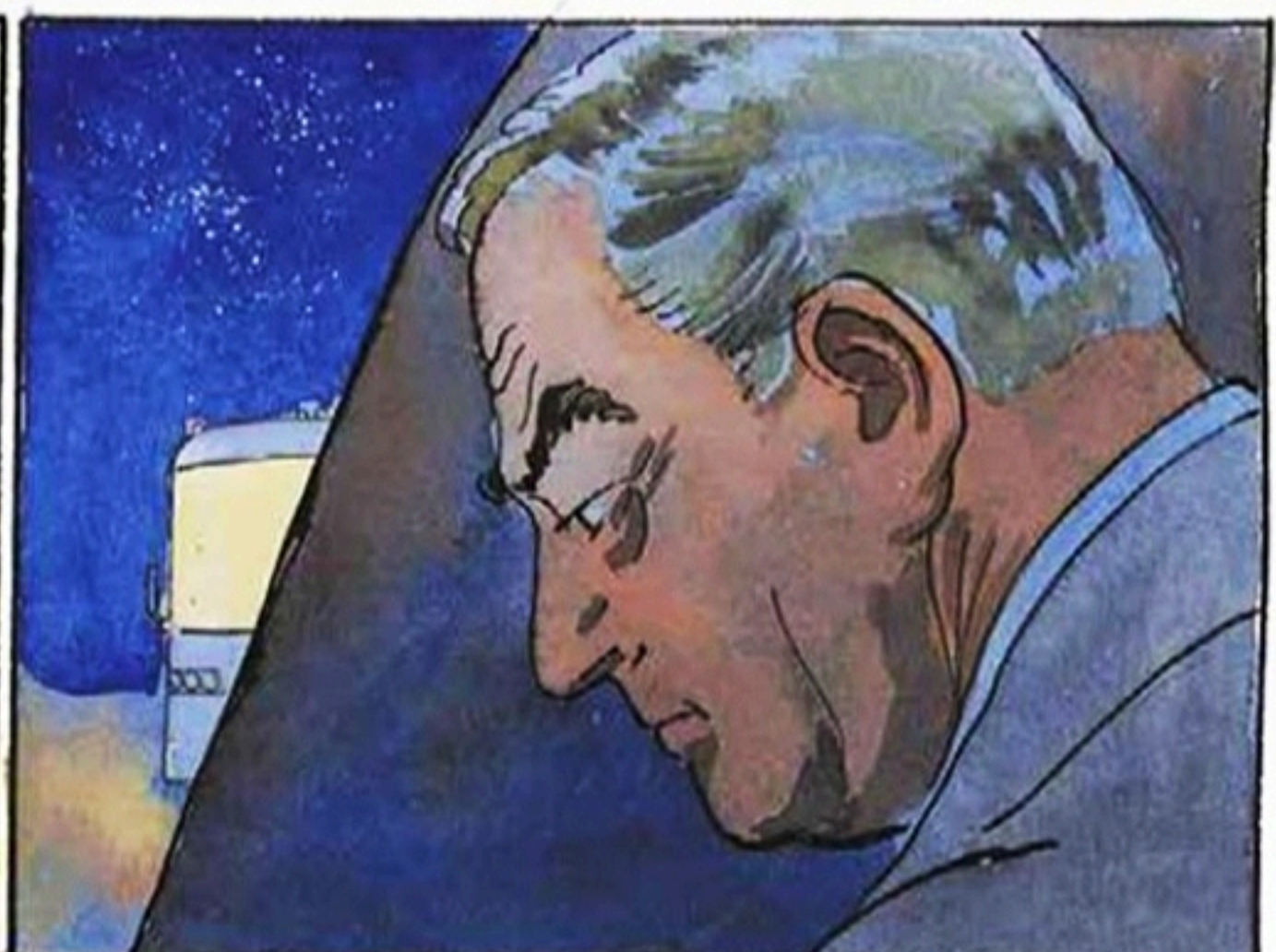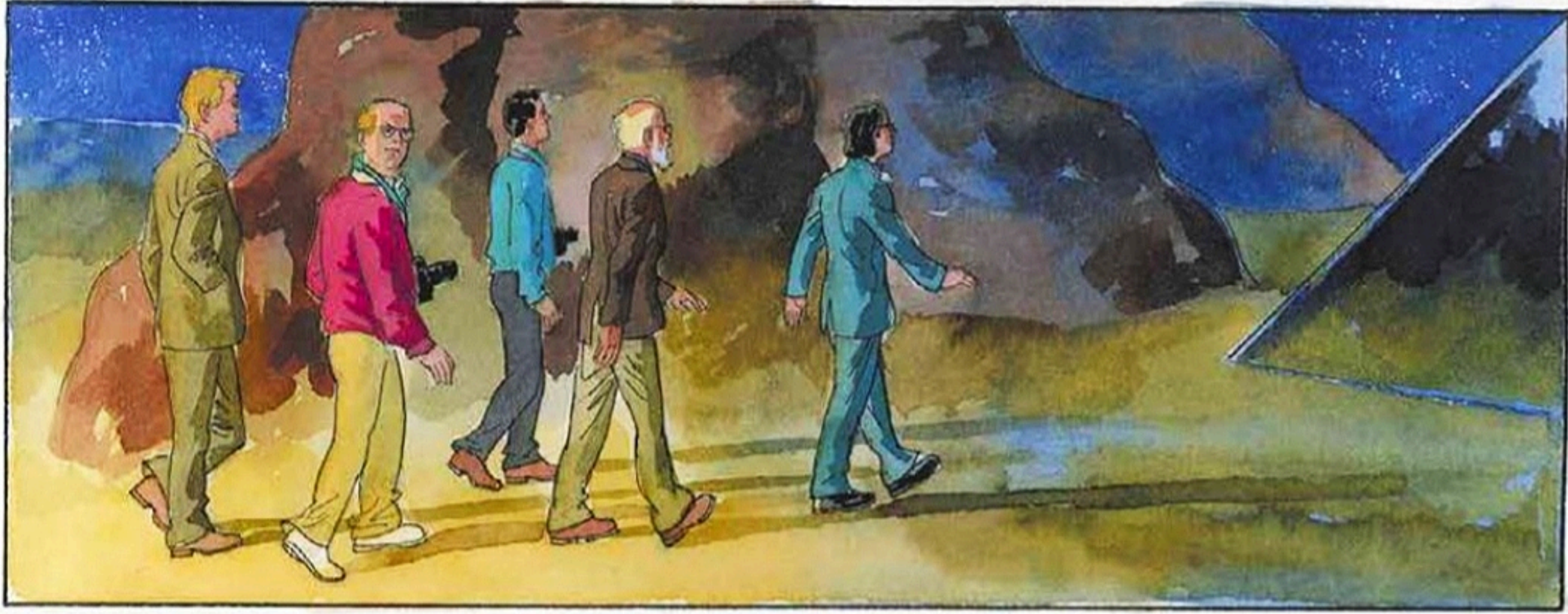
কিপ ইয়োর হ্যান্ড অন ইয়োর গান।
দিস মে বি আওয়ার স্পেসশিপ।
আমারও সেই কথাই মনে হয়েছে।
?

একটা উত্তাপ অনুভব করছি।

উত্তাপের কারণ কি এরা আমাদের কাছে আসতে দিতে চায় না?
না। উত্তাপ কমে আসছে দ্রুত বেগে।
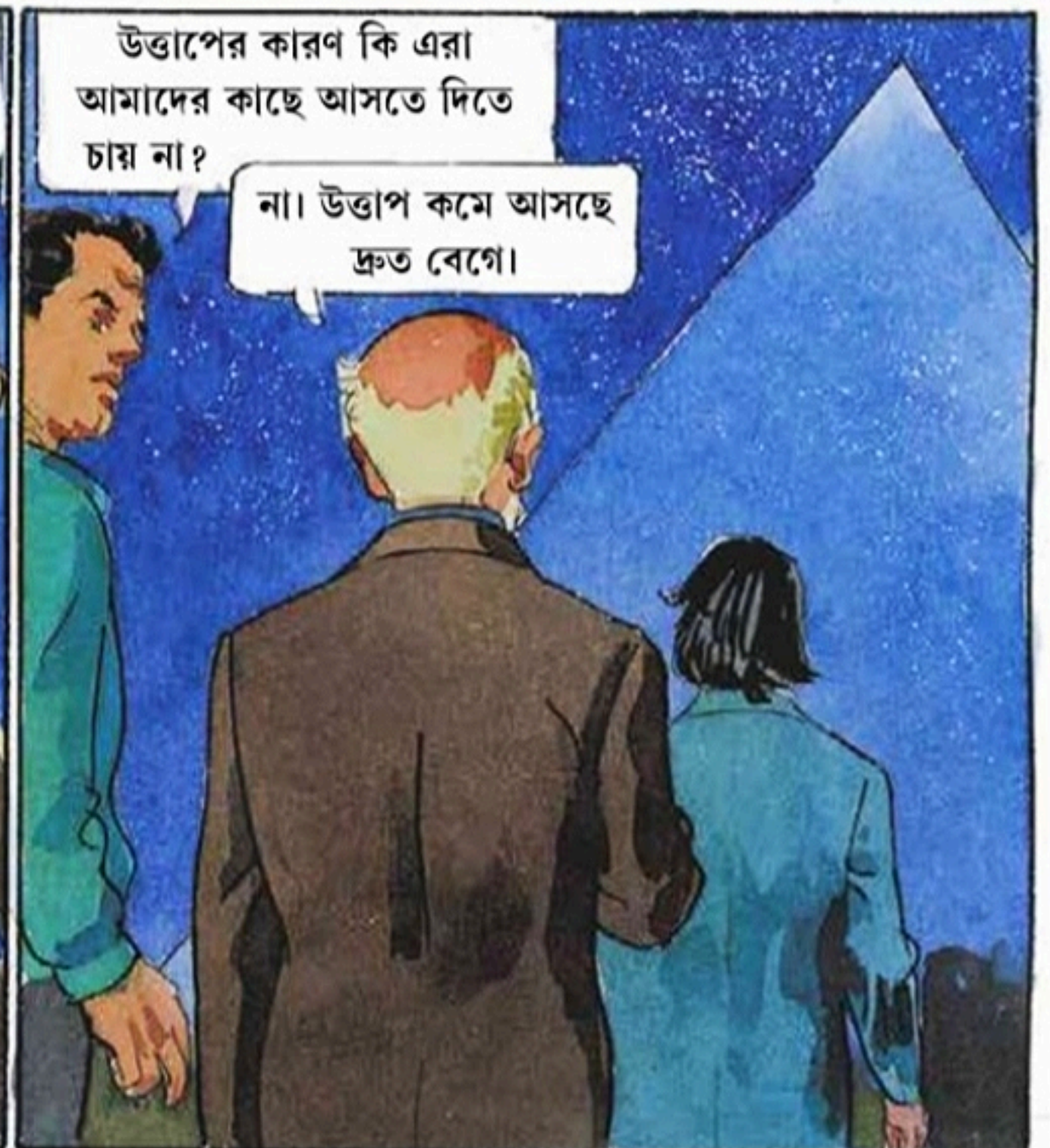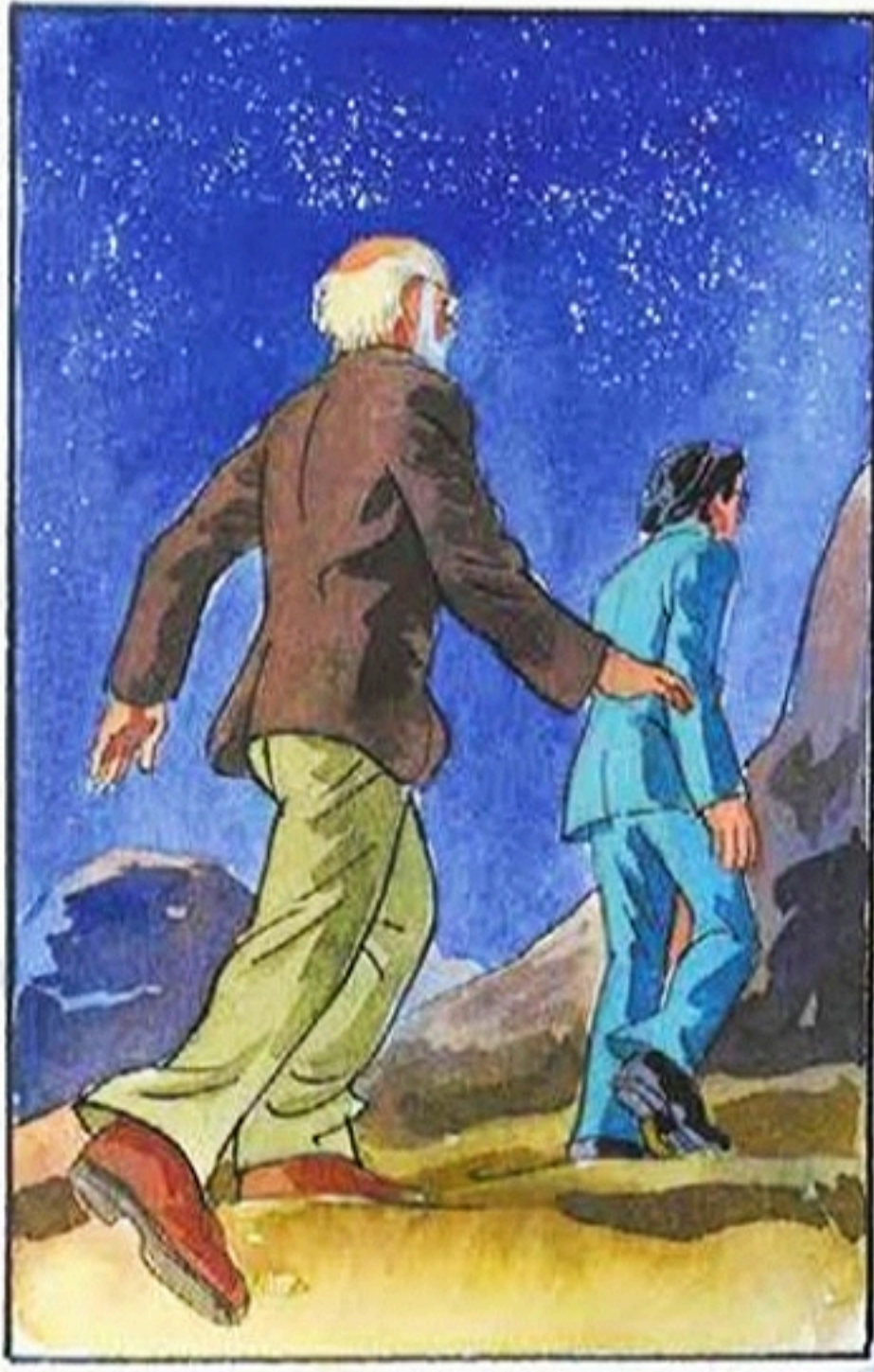
ওয়ান...থ্রি...সেভেন...ইলেভেন...সেভেনটিন...টোয়েন্টি থ্রি...
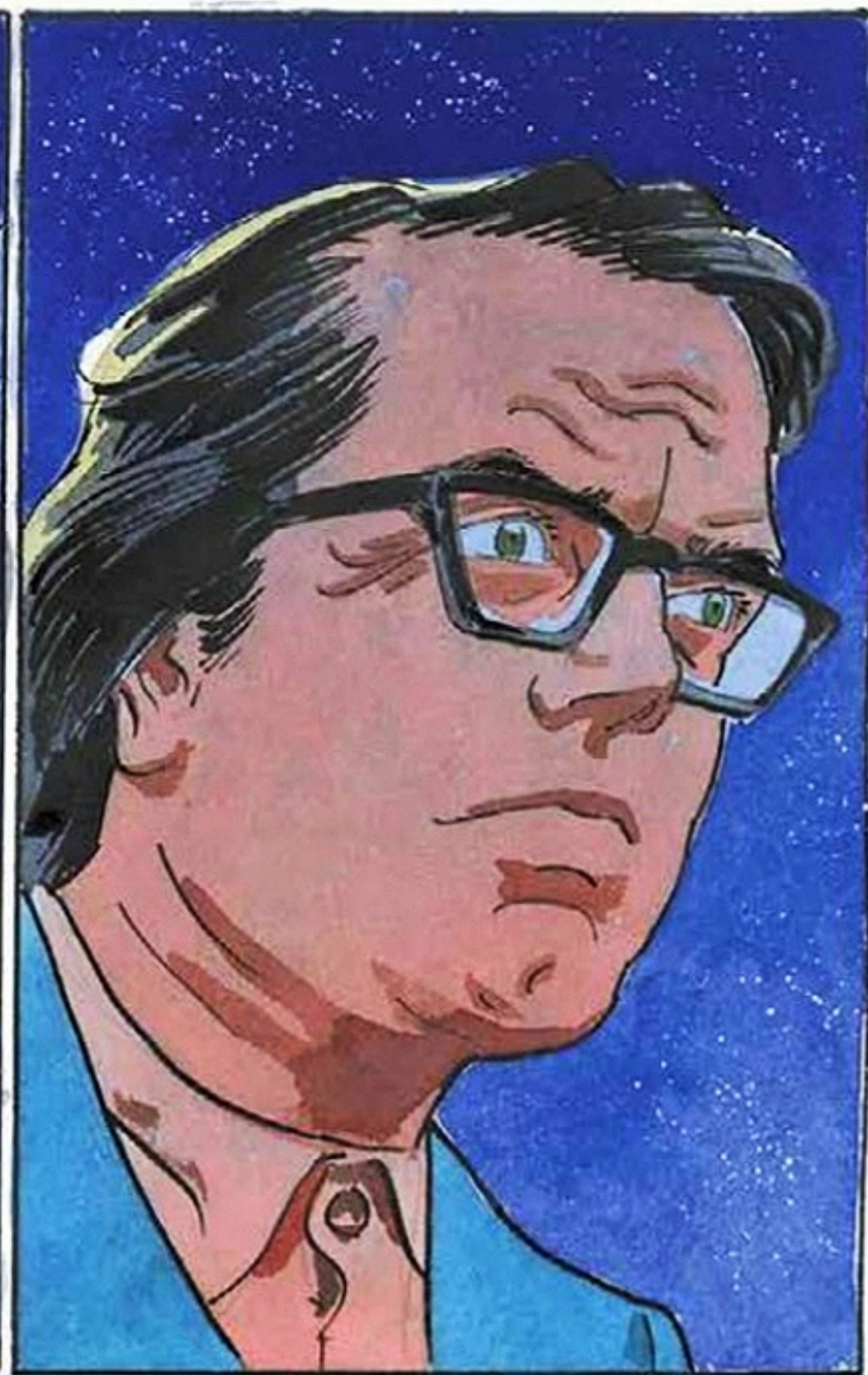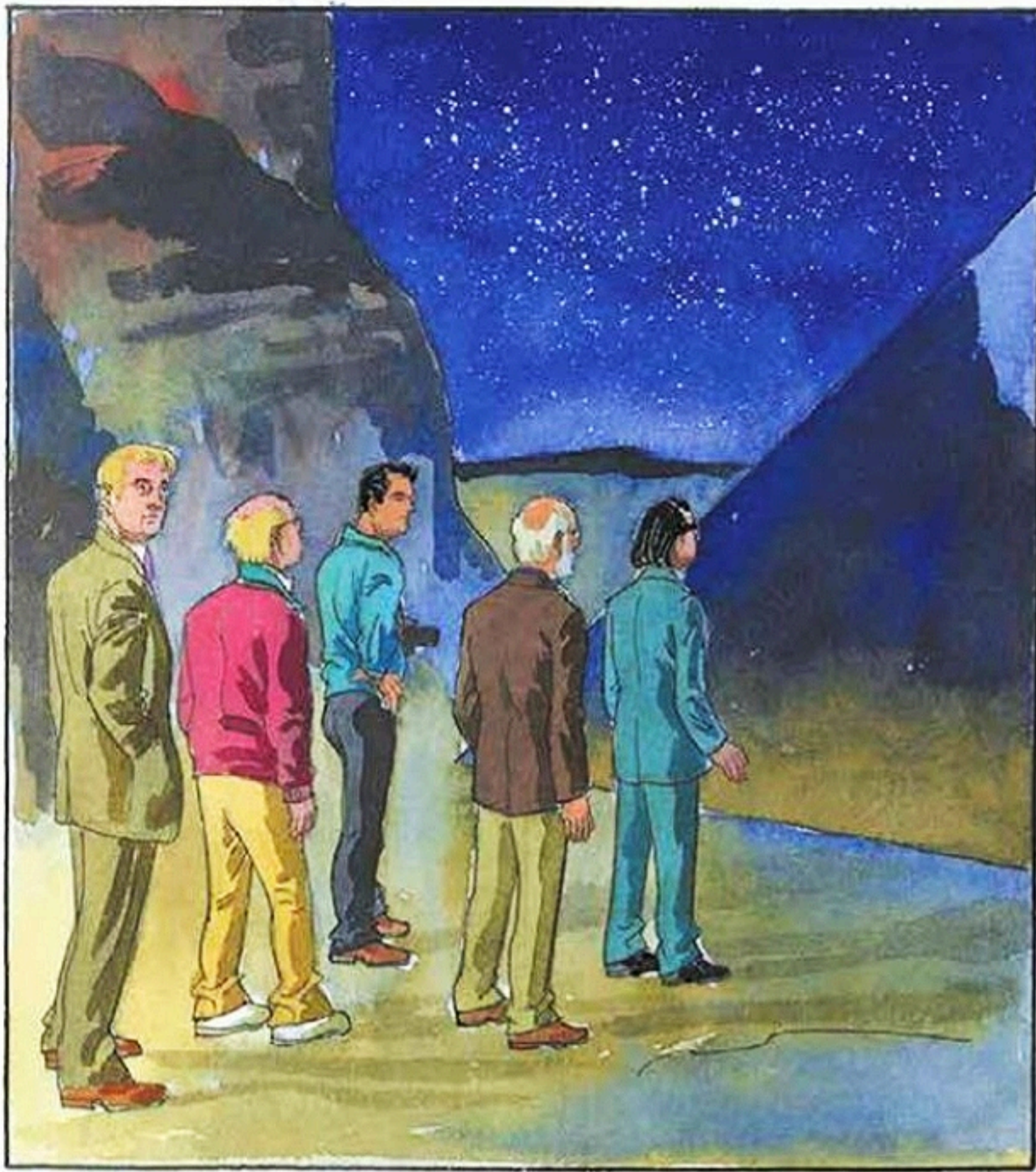
ফর্টিওয়ান...ফর্টিসেভেন...ফিফটি থ্রি...ফিফটি নাইন...
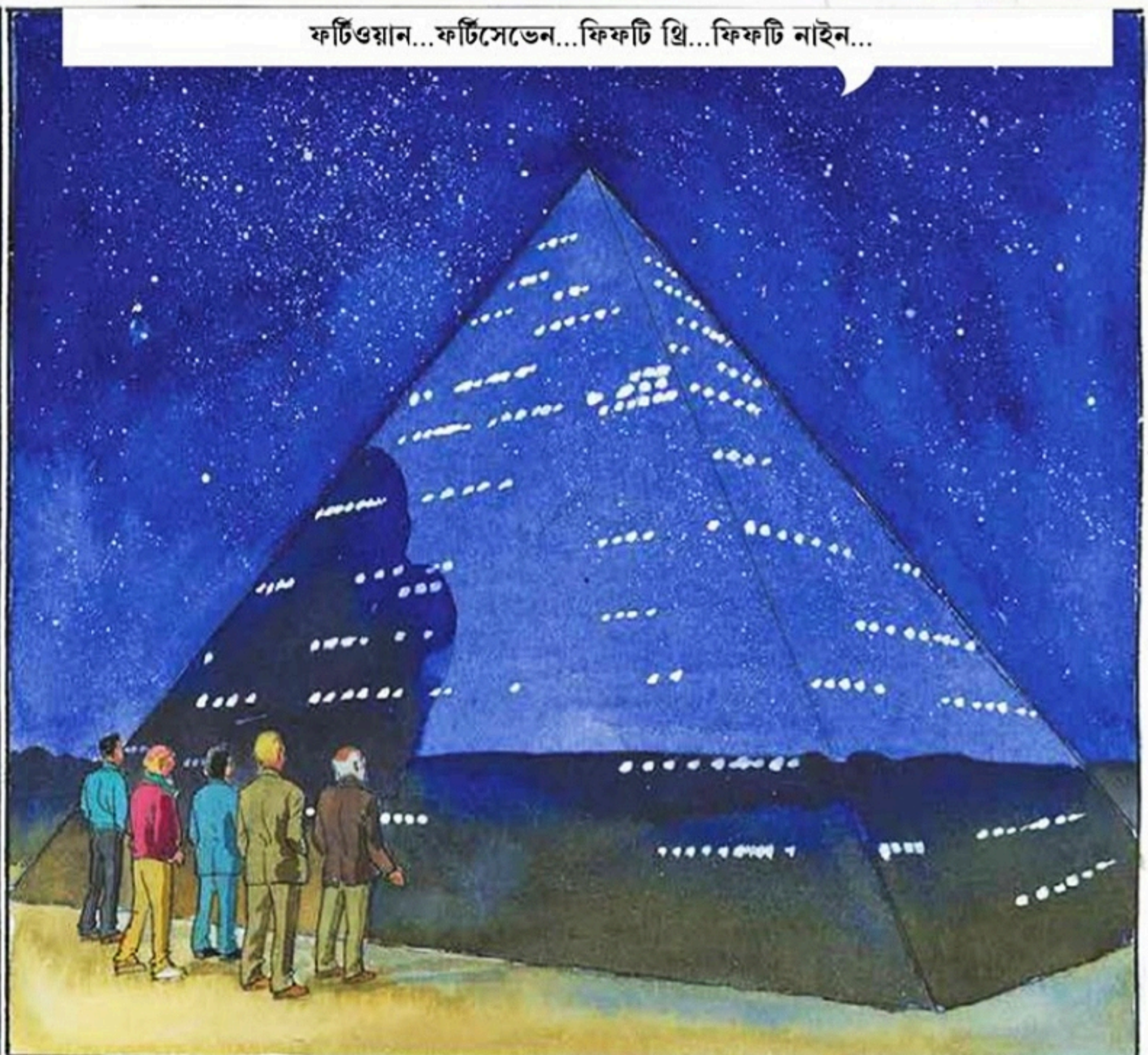
পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।
তোমরাও আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।
নিখুঁত ইংরেজি...নিখাদ উচ্চারণ...নিটোল কণ্ঠস্বর...
তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে। আমরা তখনই জানতে পারি যে, তোমাদের গ্রহ ও আমাদের গ্রহের মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক প্রভেদ নেই। সেই থেকে প্রতি পাঁচ হাজার বছর আমরা এসেছি।
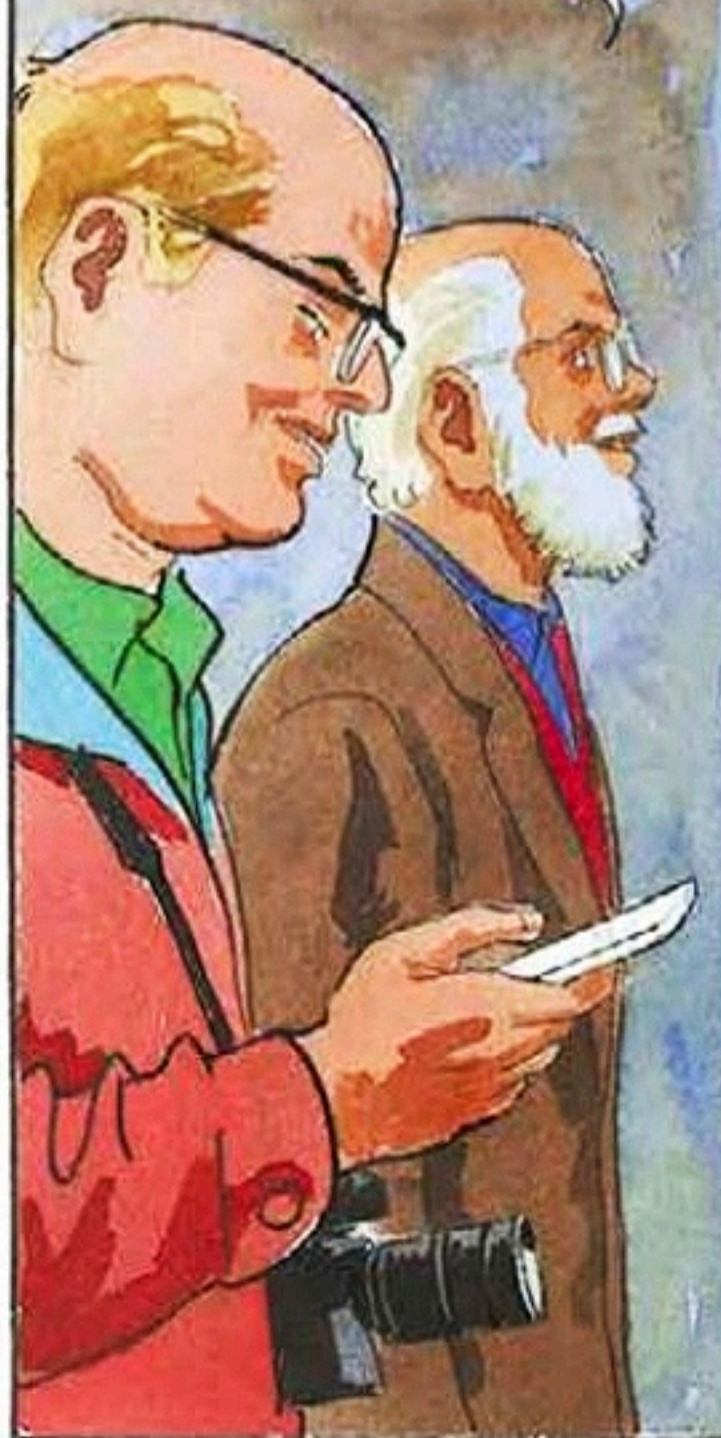
প্রত্যেকবারই এসেছি একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা হল পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে কিছু দূর এগিয়ে দিতে সাহায্য করা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে একটি পর্যবেক্ষণকক্ষতে এই পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছি আমরা। আমরা যখনই এখানে আসি পৃথিবীর অবস্থা জেনেই আসি। আমরা অনিষ্ট করতে আসি না।
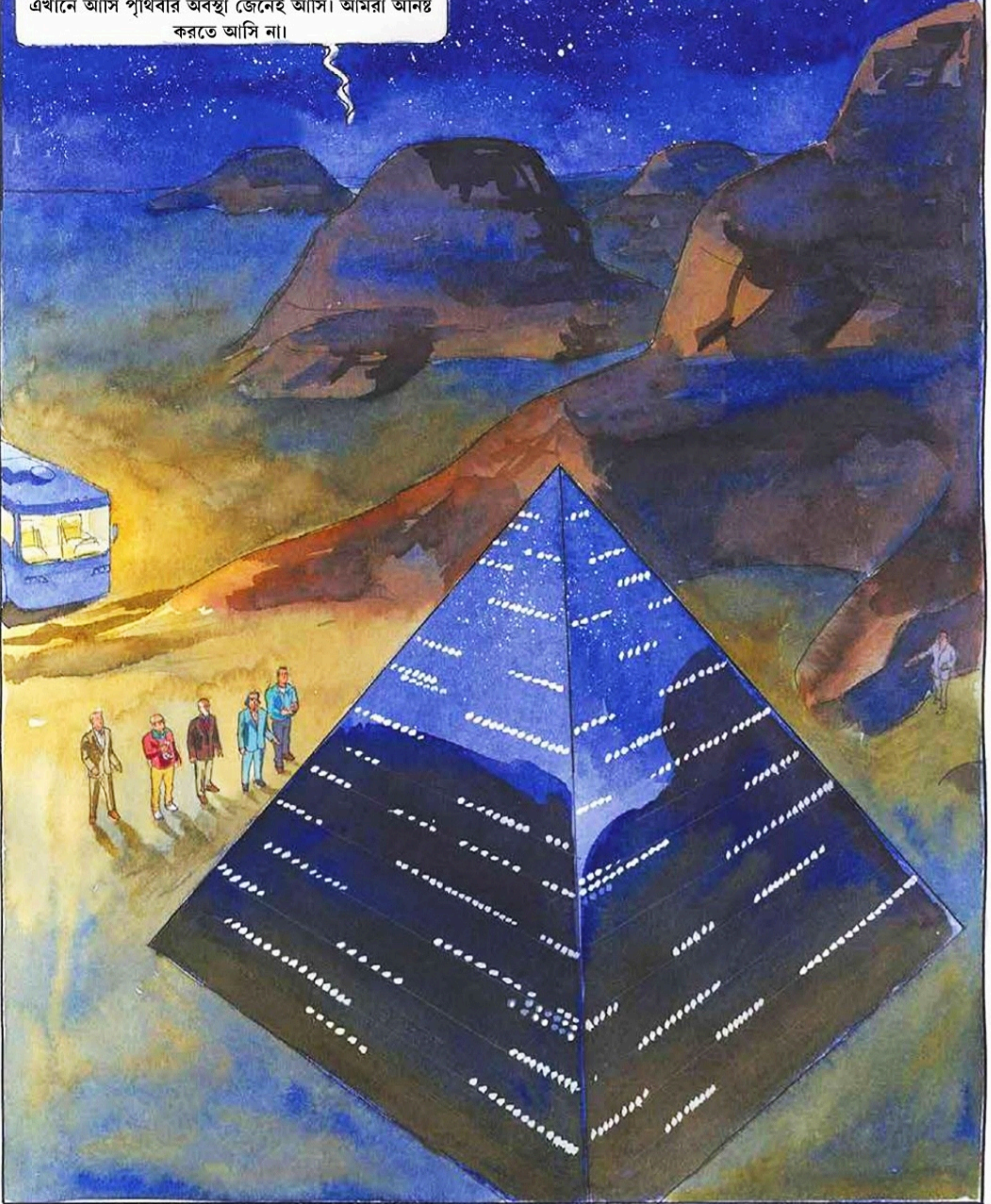
আমাদের কোনও স্বার্থ নেই। সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল মানুষের সমস্যার সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে আবার ফিরে যাই। আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো, সেই মানুষ আমাদেরই সৃষ্টি। মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই। যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই।
গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পৃথিবীতে এসবের গোড়াপত্তন আমরাই করেছি। স্থাপত্যের অনেক সূত্র আমরাই দিয়েছি। এই শিক্ষা মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়েছে তার উপর আমাদের কোনও হাত নেই।
অগ্রগতির কিছু সূত্র নির্দেশ করার বেশি কিছু করা, আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করিনি। মানুষকে আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবিস্তার শেখাইনি।
শ্রেণিভেদ শেখাইনি, কুসংস্কার শেখাইনি। এসবই তোমাদের মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে, তার কারণই হল মানুষ নিঃস্বার্থ হতে শেখেনি।
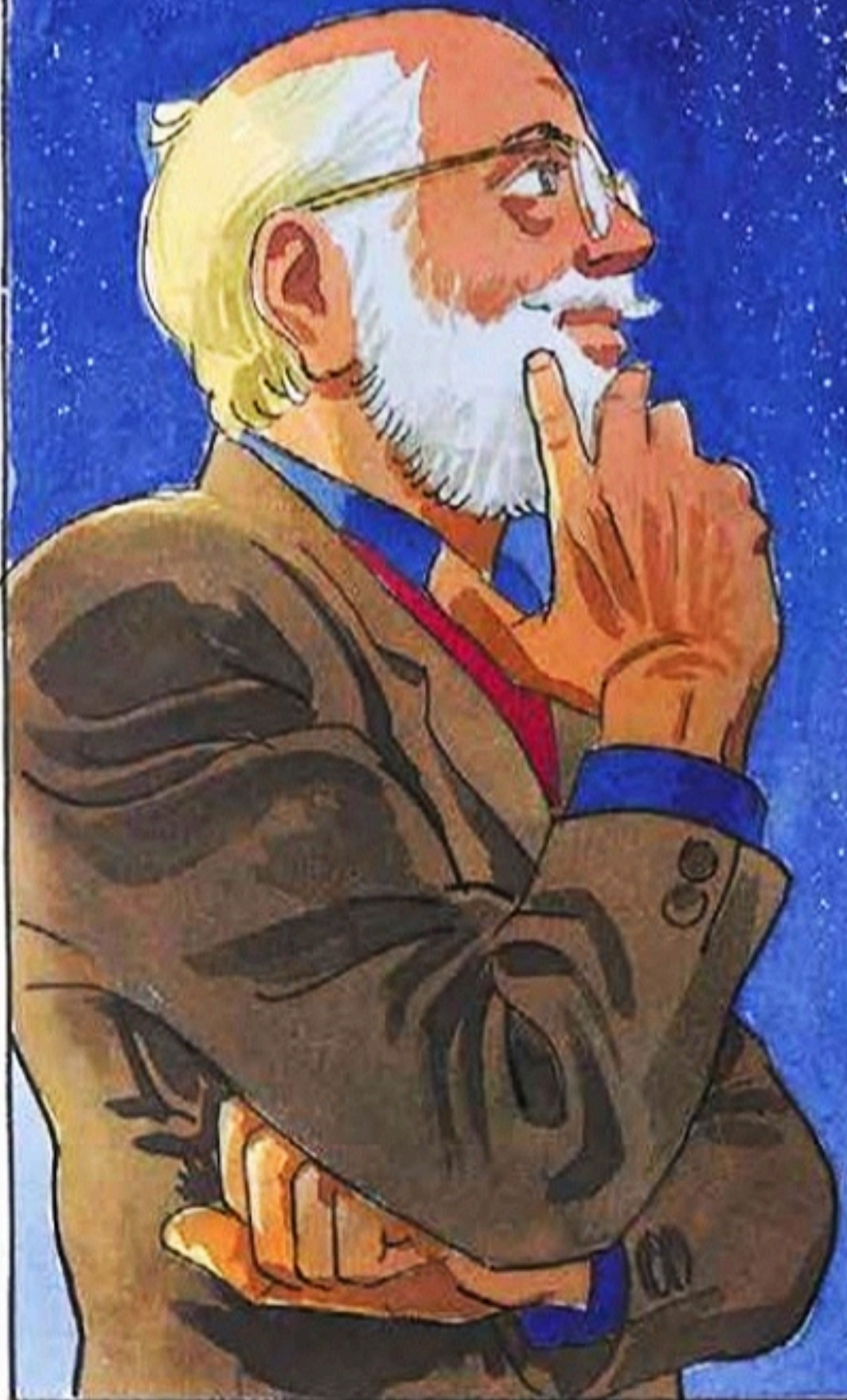
তোমাদের যা দিতে এসেছি তার আগে
তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে করতে পার।
তোমাদের গ্রহের আবহাওয়া যদি এখানকার মতোই হয় তা হলে, তোমাদের একজনের বাইরে বেরিয়ে আসতে কোনও বাধা নেই নিশ্চয়ই।
সেটা সম্ভব নয়।
কেন?
কারণ এই মহাকাশযানে কোনও প্রাণী নেই।
প্রাণী নেই? তার মানে কী?
কারণ বলছি। একই বছরের মধ্যে একটি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও একটি বিশাল উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহ থেকে প্রাণী লোপ পায়।
দুর্যোগের দশ বছর আগে পূর্বাভাস পেয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা পূর্বকল্পিত পৃথিবী-অভিযানের সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। এই অভিযান সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের নির্দেশে। এই আমাদের শেষ অভিযান।
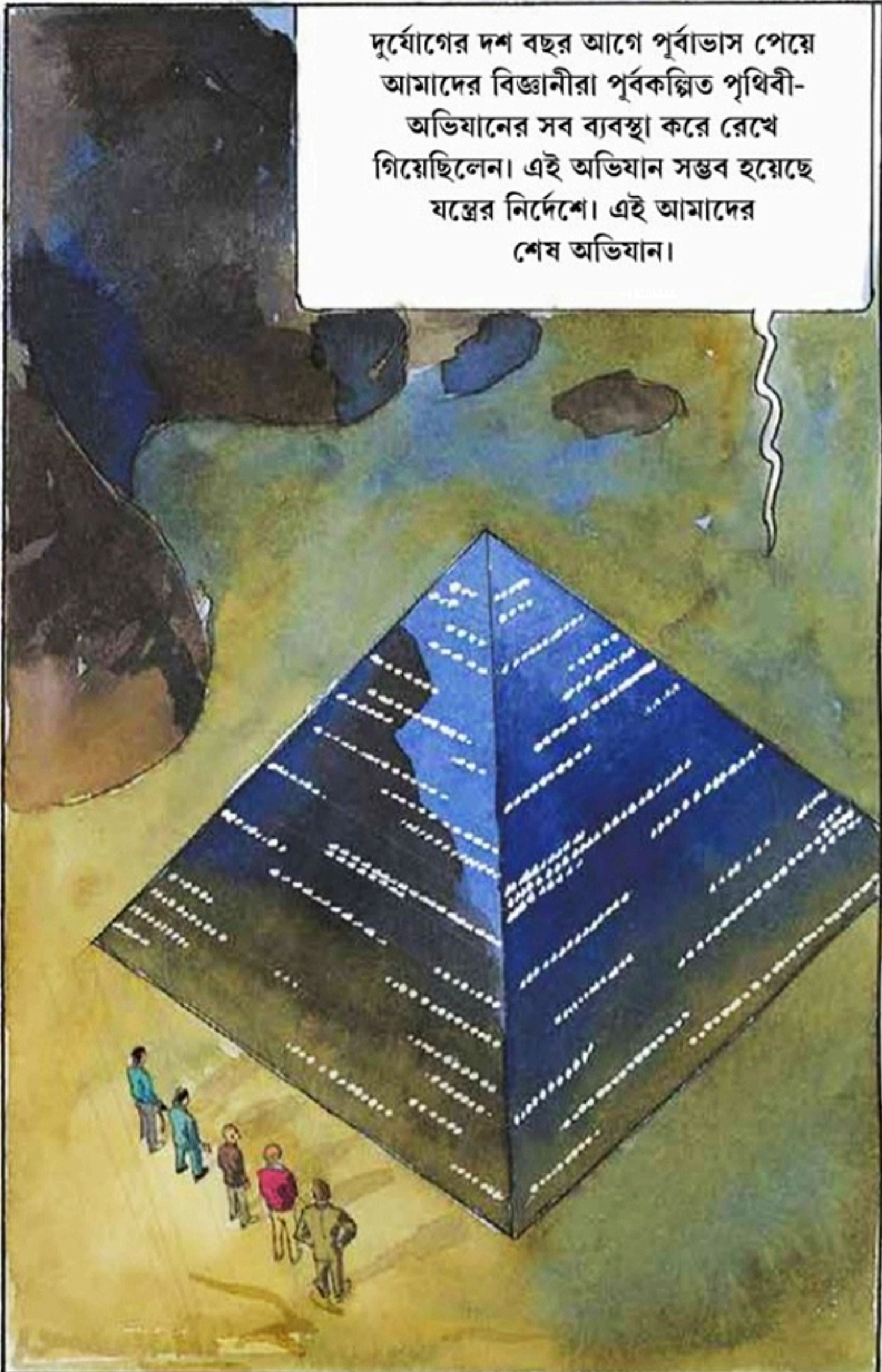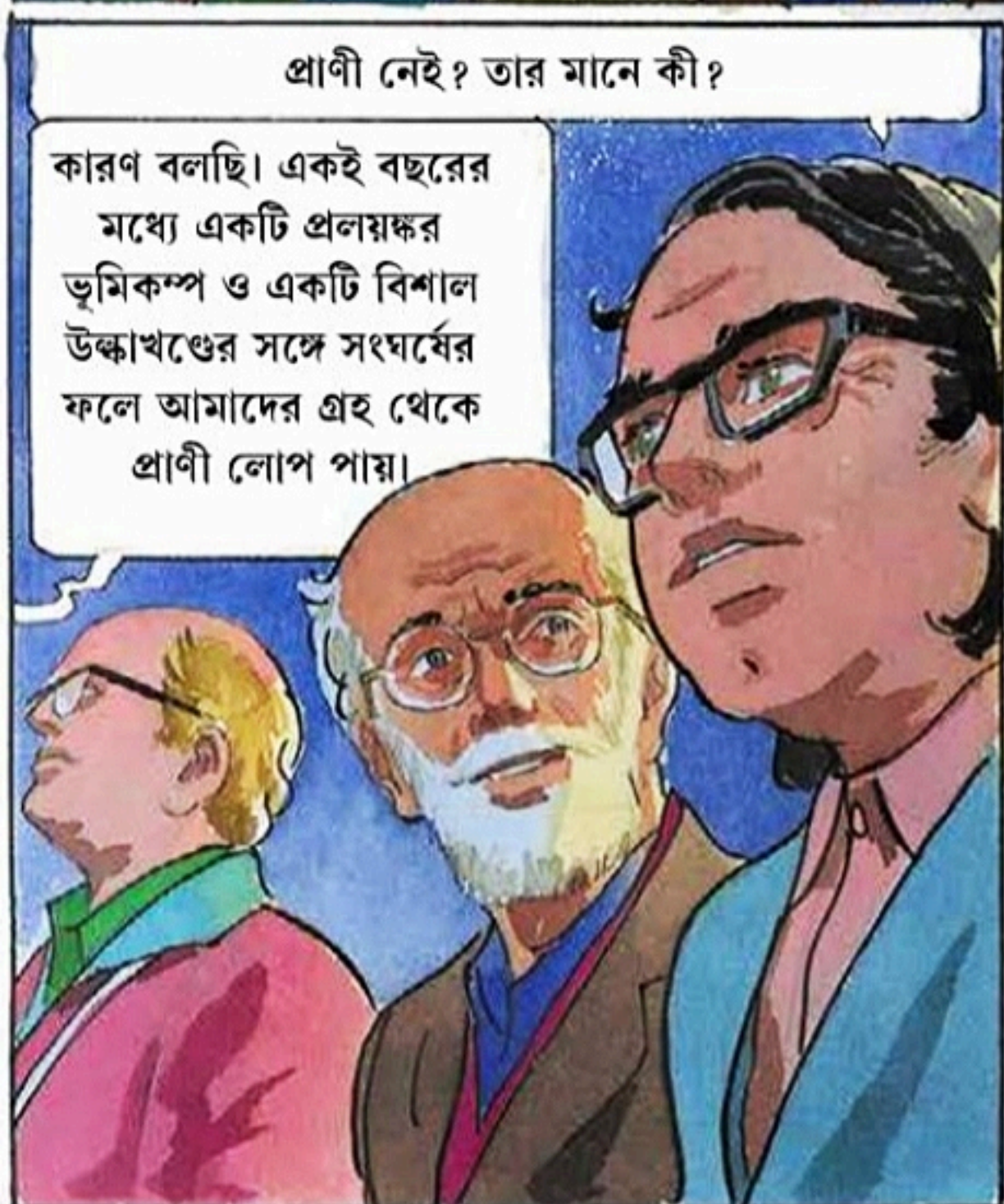
তোমরা অন্য কোনও হ্যাবিটেবল গ্রহে চলে গেলে না কেন? সাম্রাজ্যবিস্তার তোমাদের উদ্দেশ্য নয় এই কারণে?
বলতে পার।
তোমাদের এই শেষ অভিযানের উদ্দেশ্য কী, জানতে পারি?
বলছি শোনো, তোমাদের চারটি সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এক, ইচ্ছামতো আবহাওয়া বদলানো যাতে খরা বা বন্যা কোনওটাই মানুষের ক্ষতি না করতে পারে। দুই, শহরের দূষিত বায়ুকে শুদ্ধ করার উপায়।
তিন, বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে সূর্যের রশ্মিকে যৎসামান্য ব্যয়ে মানুষের ব্যাপক কাজে লাগানোর উপায় এবং চার, সমুদ্রগর্ভে মানুষের বসবাস ও খাদ্যোৎপাদনের উপায়। এই চারটি সূত্র ছাড়াও, শুধু মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের বিবরণ আমরা দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।
সূত্র এবং বিবরণ কি লিখিতভাবে রয়েছে?
হ্যাঁ। তবে লেখার ব্যাপারে মিনিয়েচারাইজ়েশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।
লক্ষ করো, একটি দরজা খুলছে। ভিতরে একটি টেবিলের উপর একটি আচ্ছাদনের নীচে যে বস্তুটি রয়েছে তাতেই পাওয়া যাবে চারটি সমস্যার সমাধান ও পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি বছরের ইতিহাস। তোমাদের একজন বস্তুটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র মহাকাশযান ফিরতি পথে রওনা দেবে।

তবে মনে রেখো, এটি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য।
এই বস্তুটি যদি...
কোনও স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে।
তা হলে...

ইট্‌স টেকিং অফ!

হার্মলেশ এমিশন...ওয়ান্ডারফুল!

বাসে ওঠো।

কোথায় গেল?
হেডলাইট না জ্বালিয়েই চালাচ্ছে।

ওই যে রাস্তা।
আঁ আঁ!

ওই তো!

ডেড।
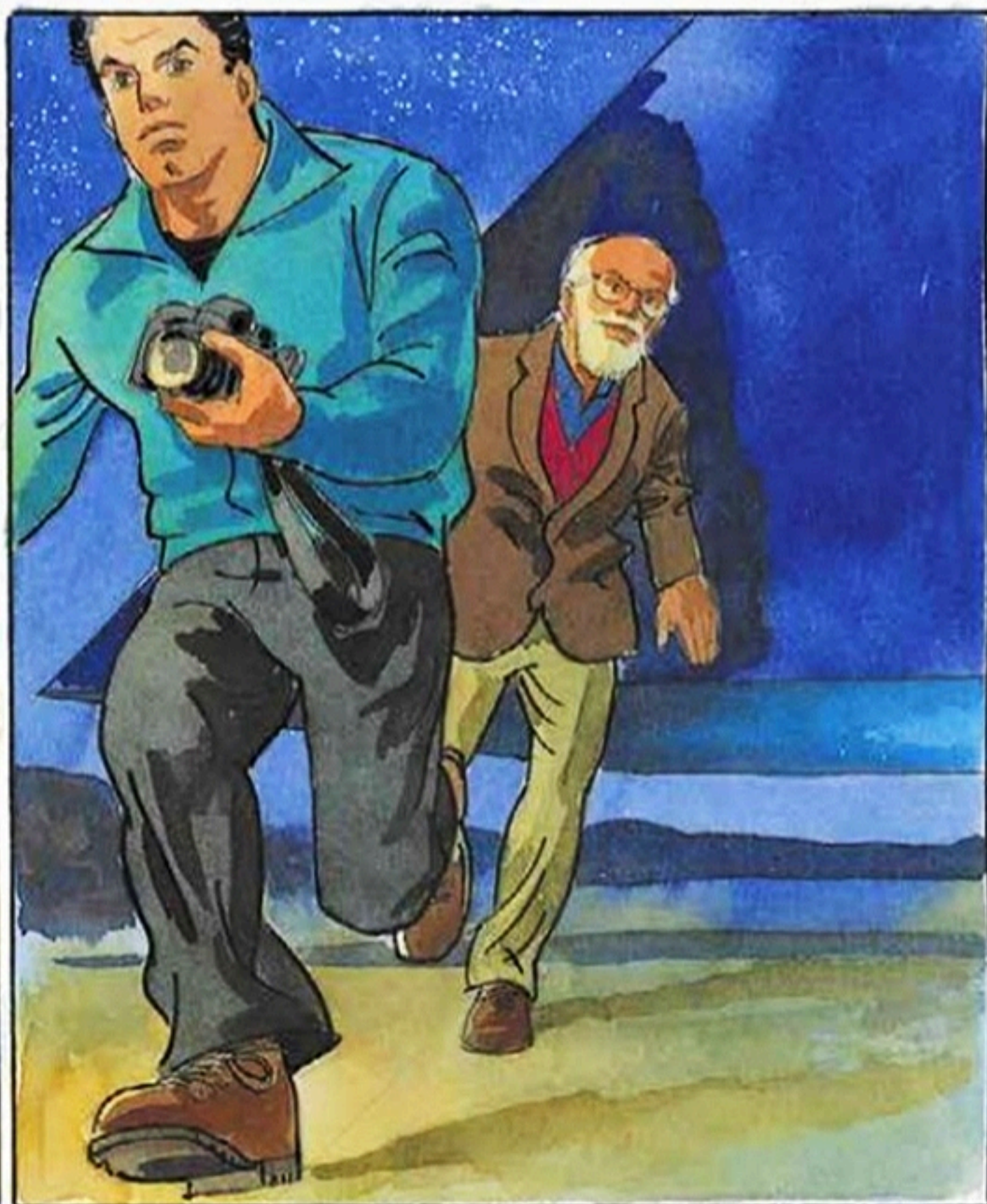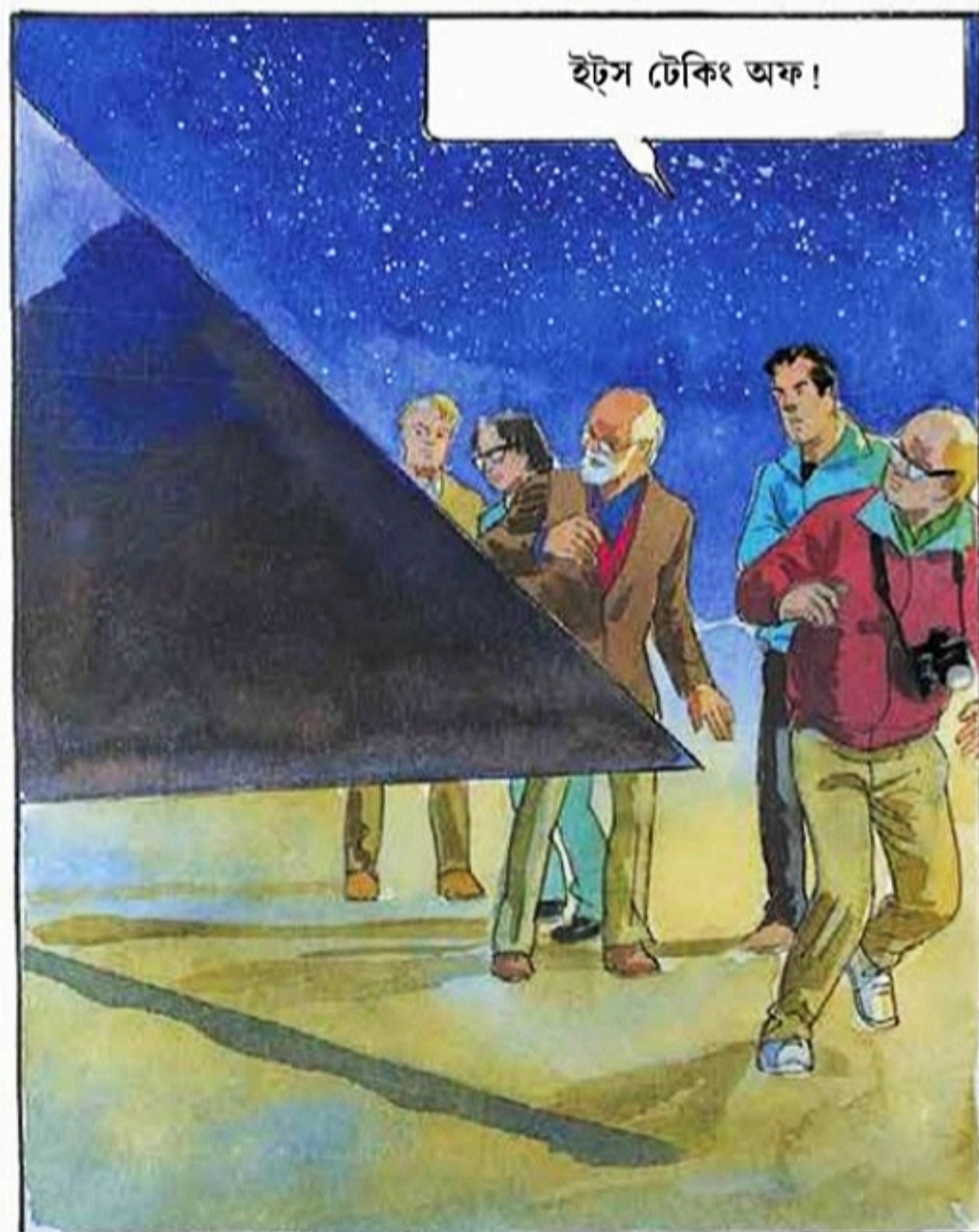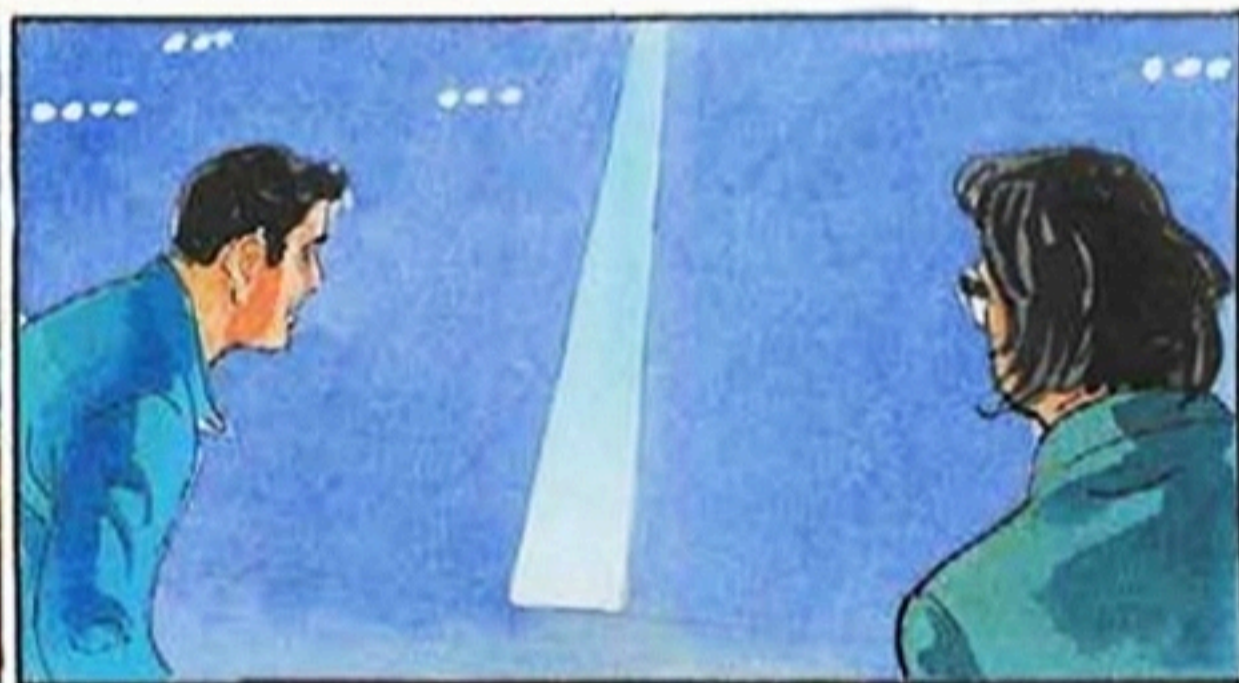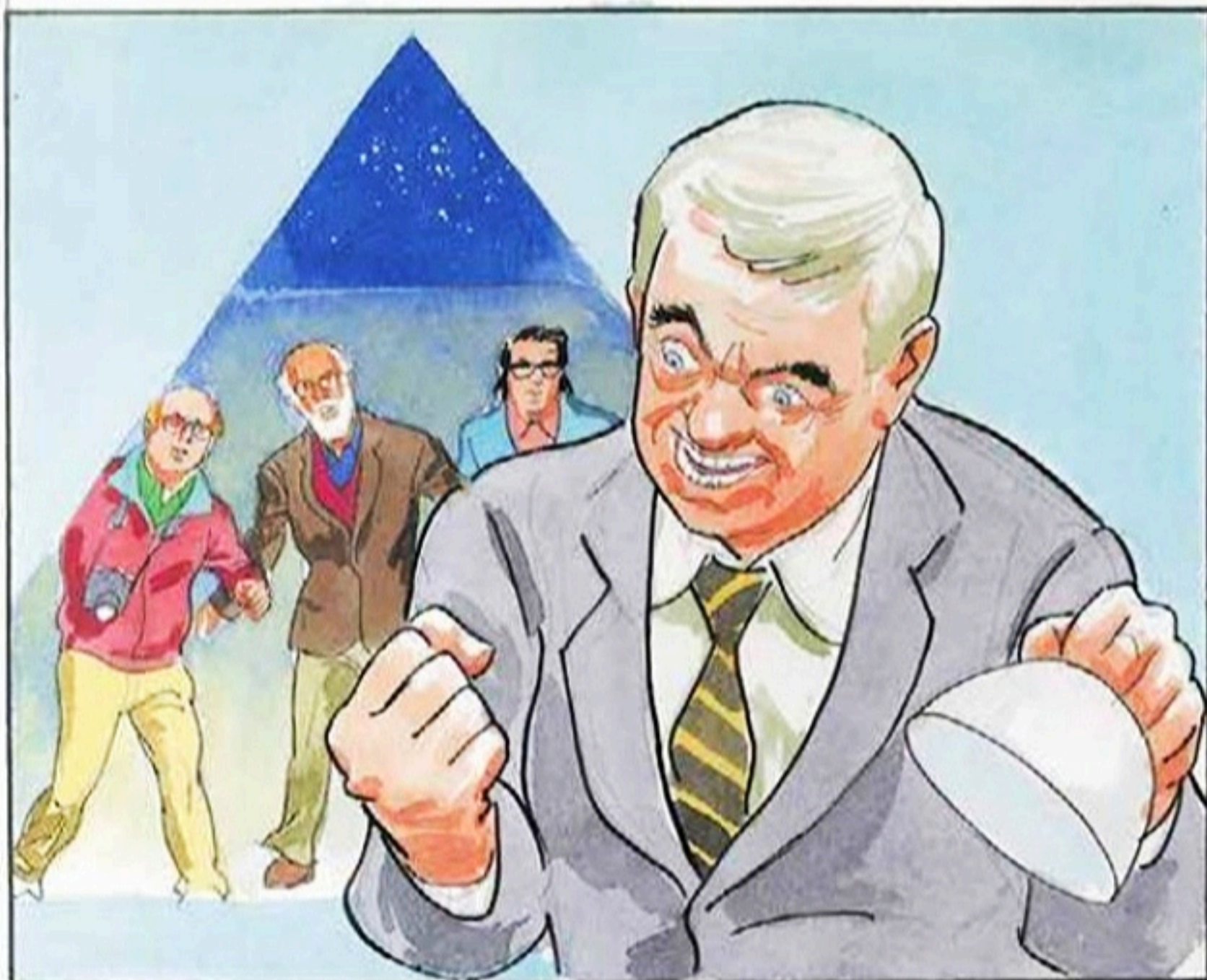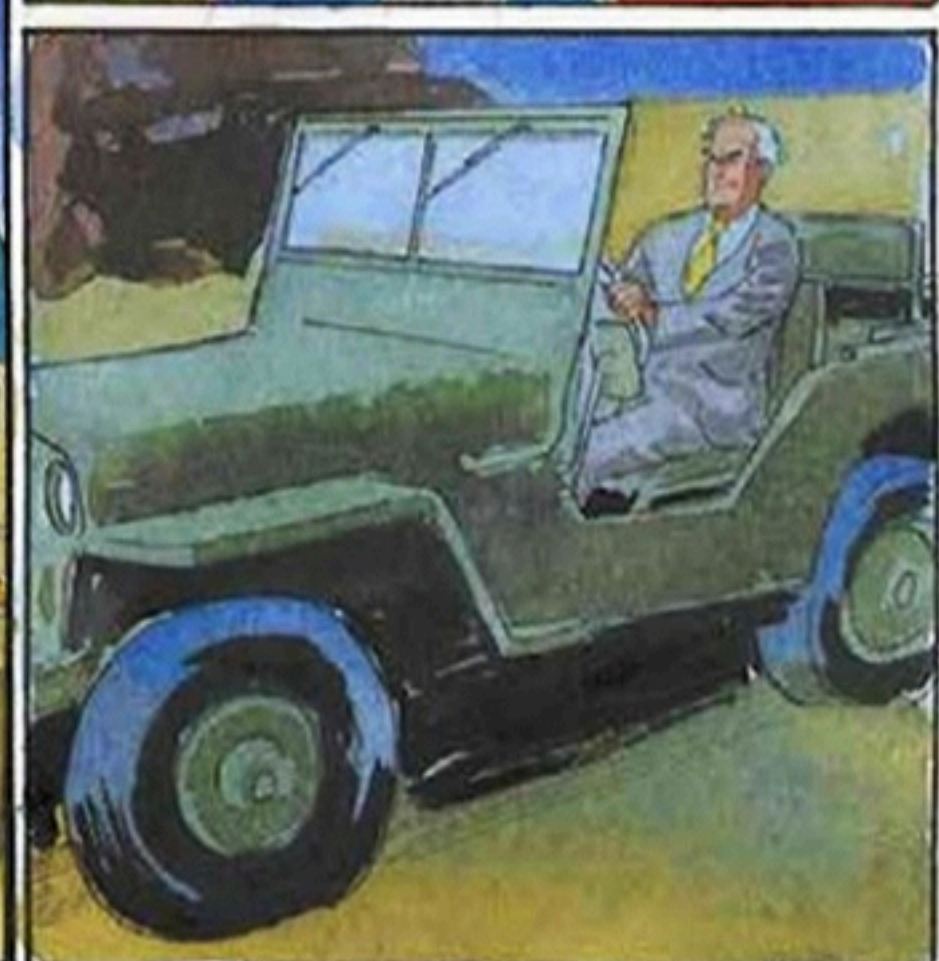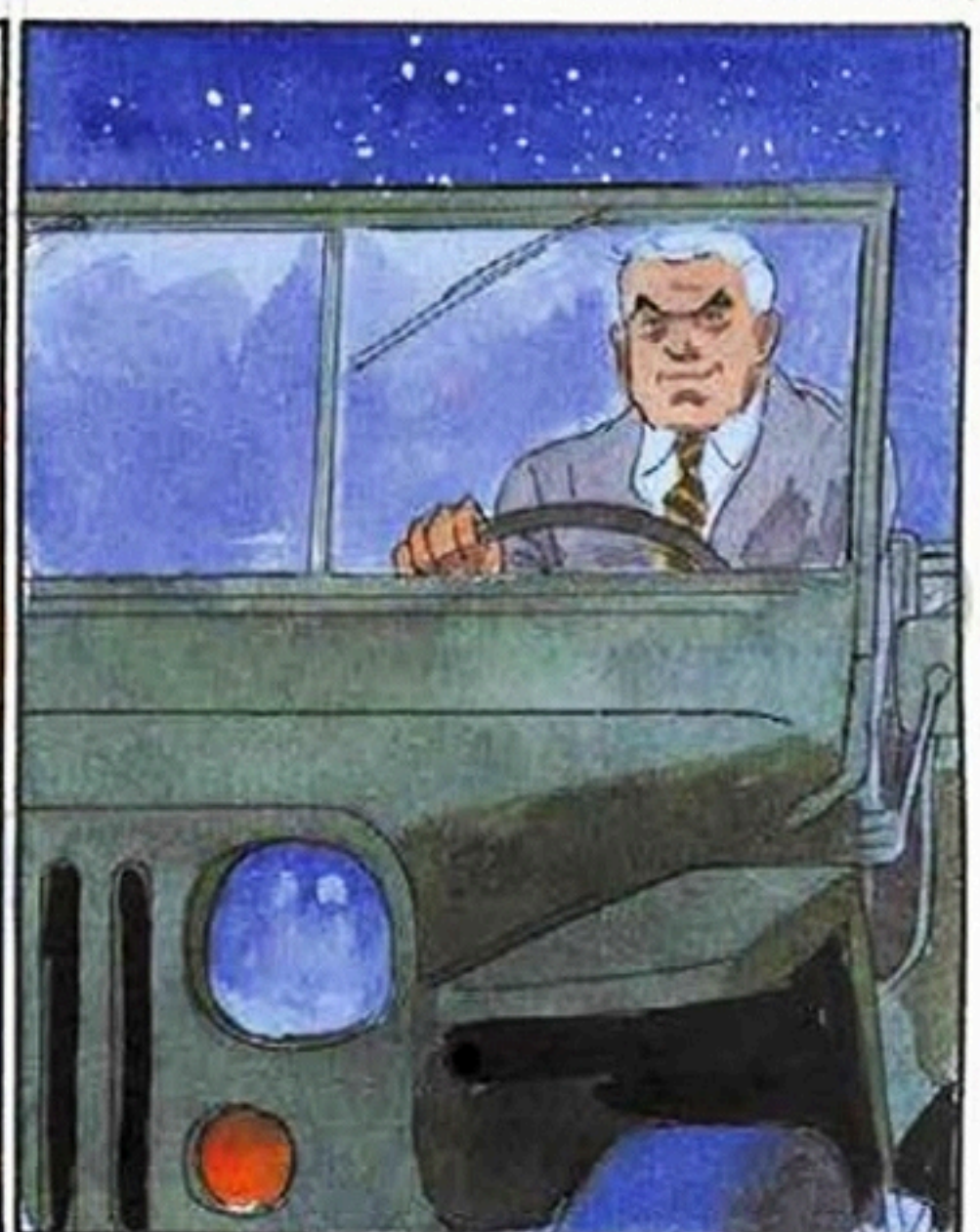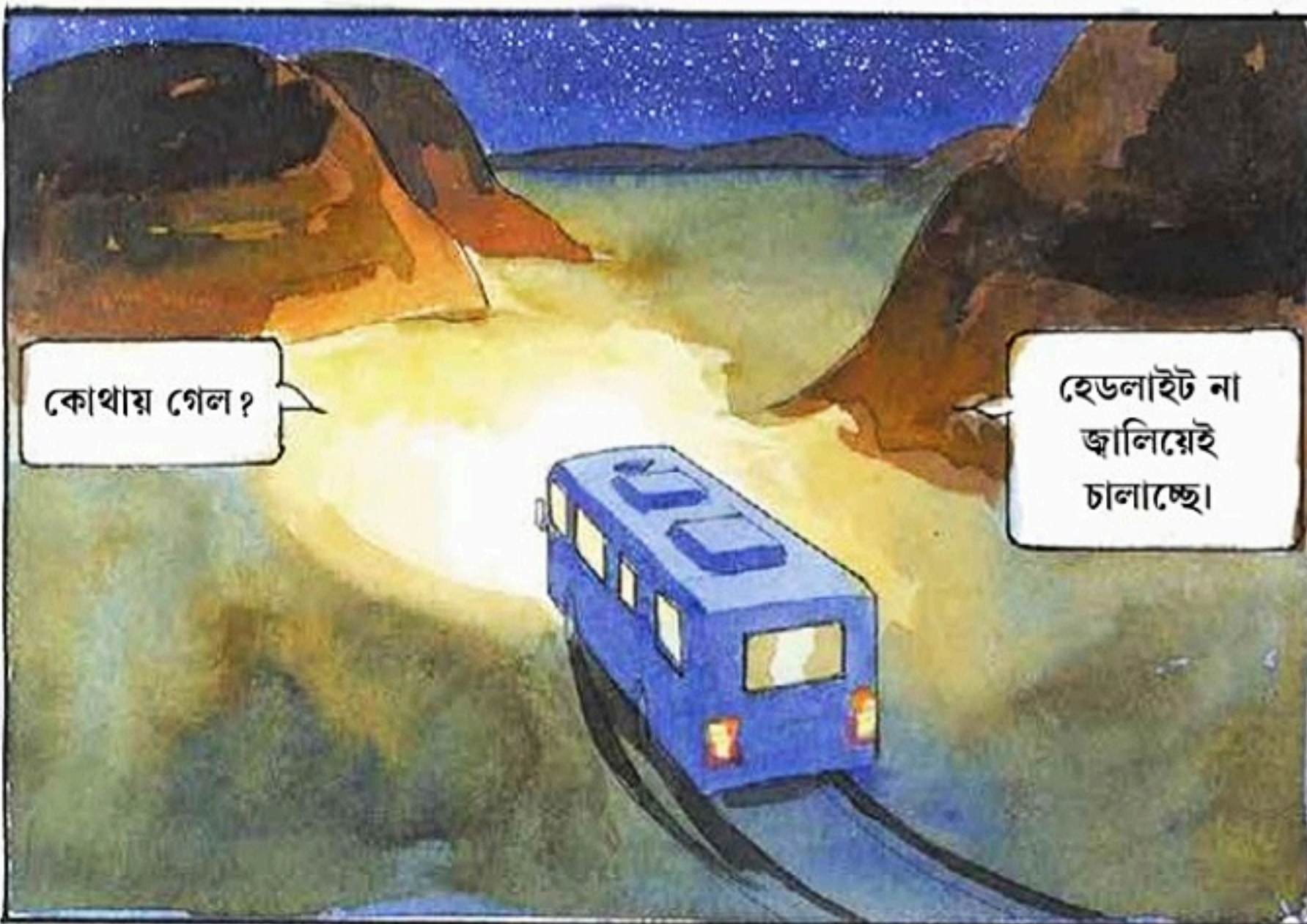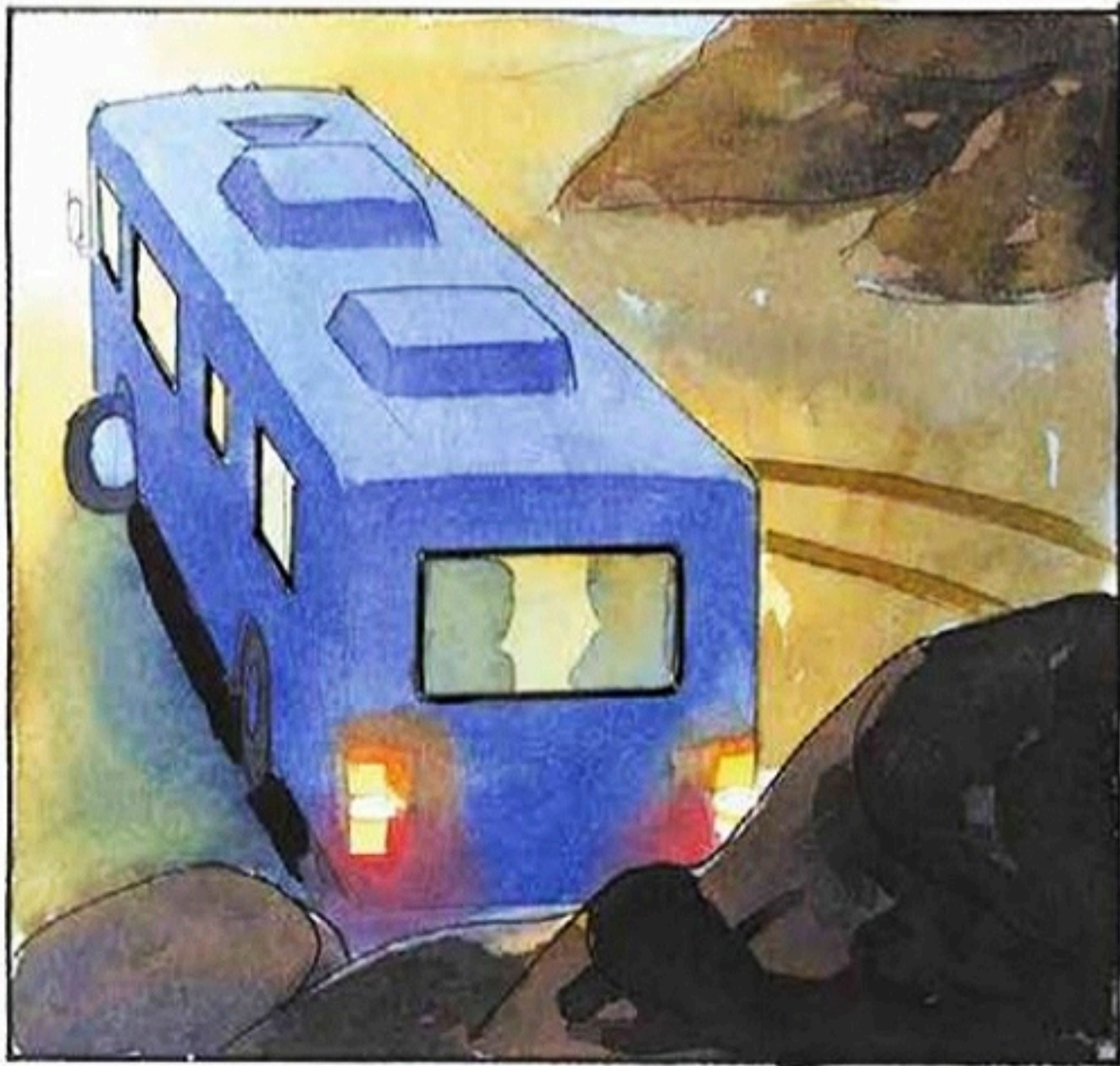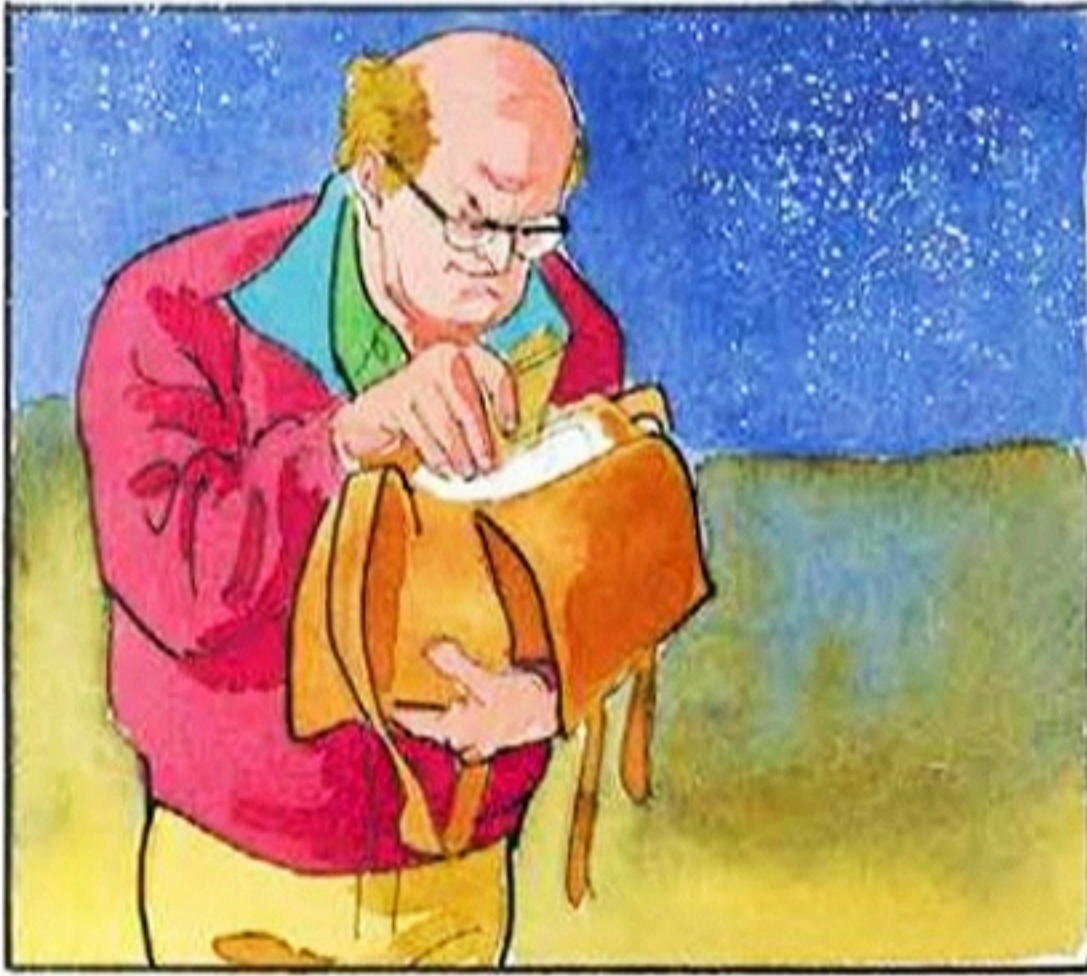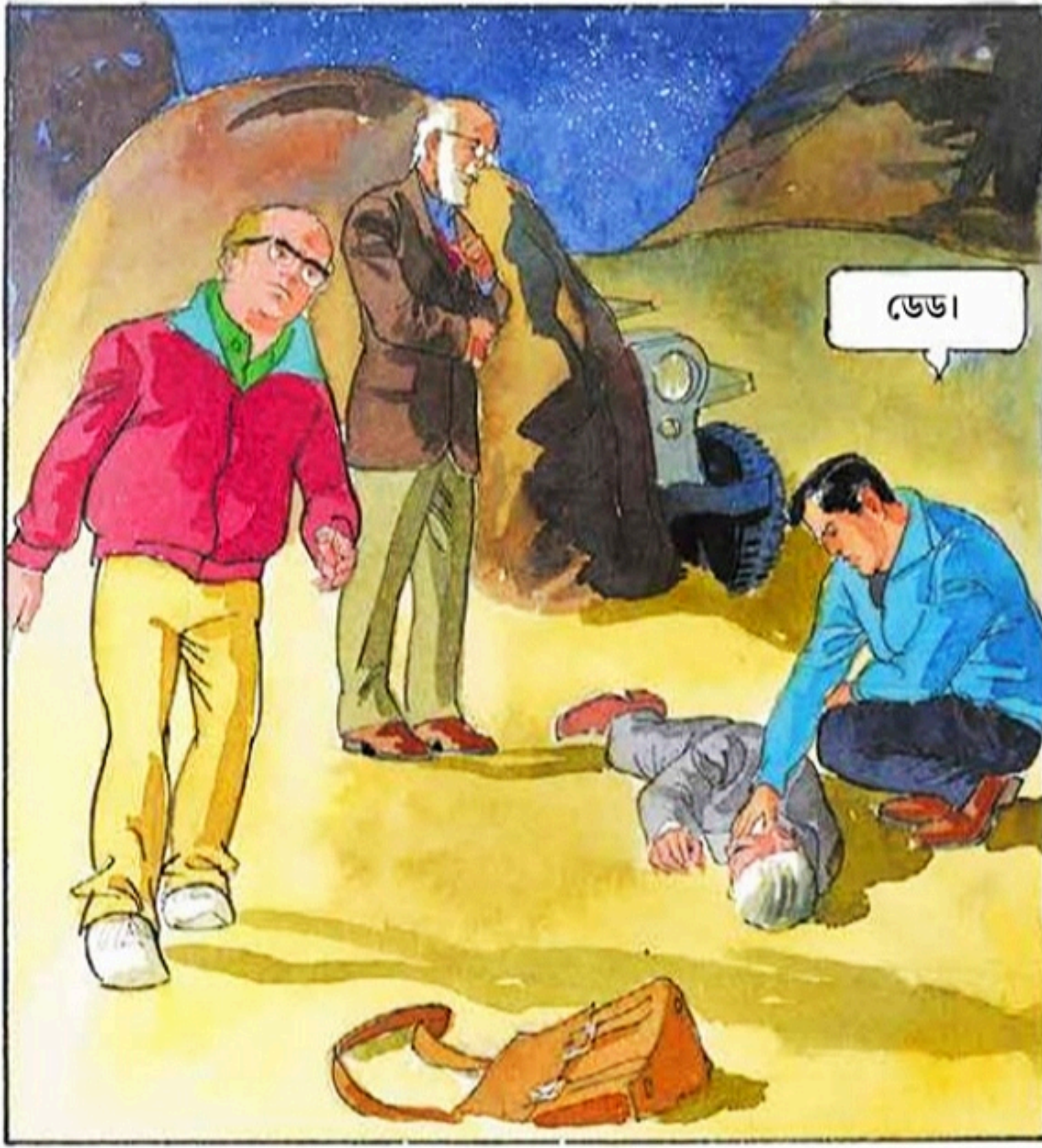
এই কি সেই বস্তু যার মধ্যে ধরা রয়েছে
মানবজাতির চারটি প্রধান সংকটের
সমাধান?

আর পৃথিবীর পঁয়ষট্টি
হাজার বছরের
ইতিহাস।

মেনেফ্রুর লেখার
ছেঁড়া অংশ...
আমরাই ঠিক...ও
জানত এর মানে
কি...
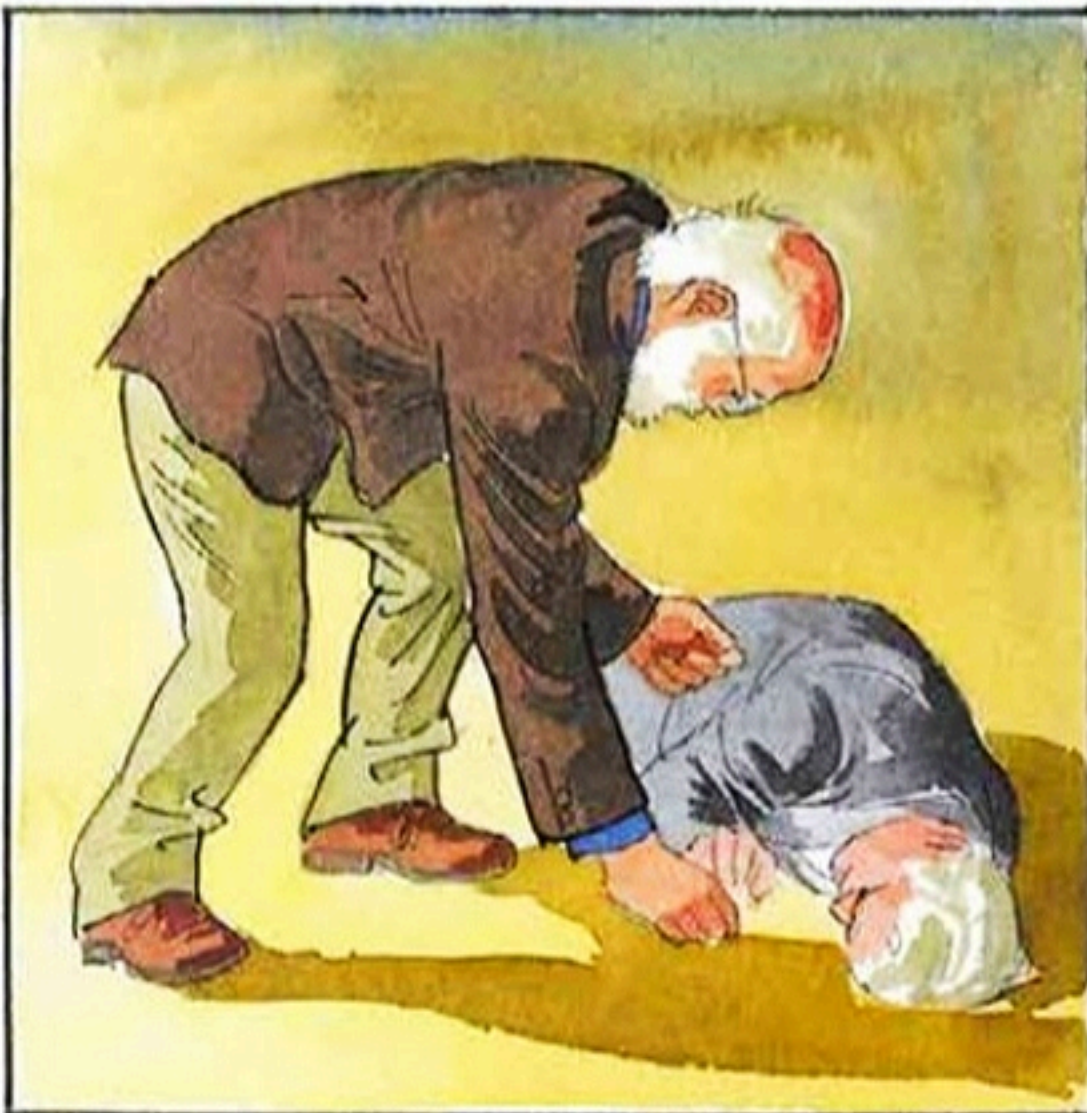
এই আশ্চর্য
পাথরের টুকরোর
মধ্যে কী করে এত
তথ্য লুকিয়ে
থাকতে পারে?
সেটা যদি কেউ
বের করতে পারে
তা তুমিই পারবে
শঙ্কু।
আমারও তাই
বিশ্বাস।
আমারও।
হু কুড বি বেটার
পার্সন দ্যান ইউ
প্রোফেসর!
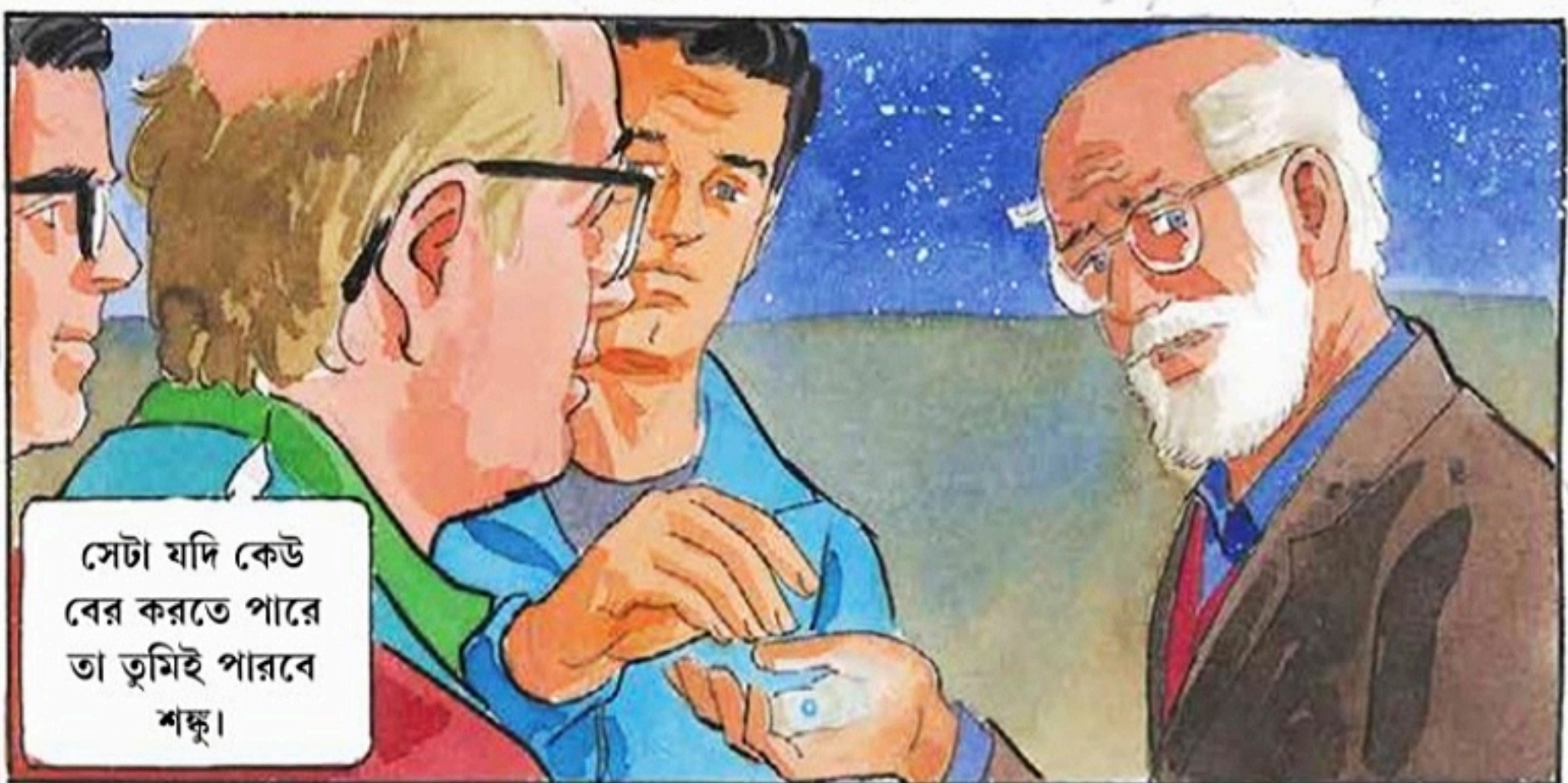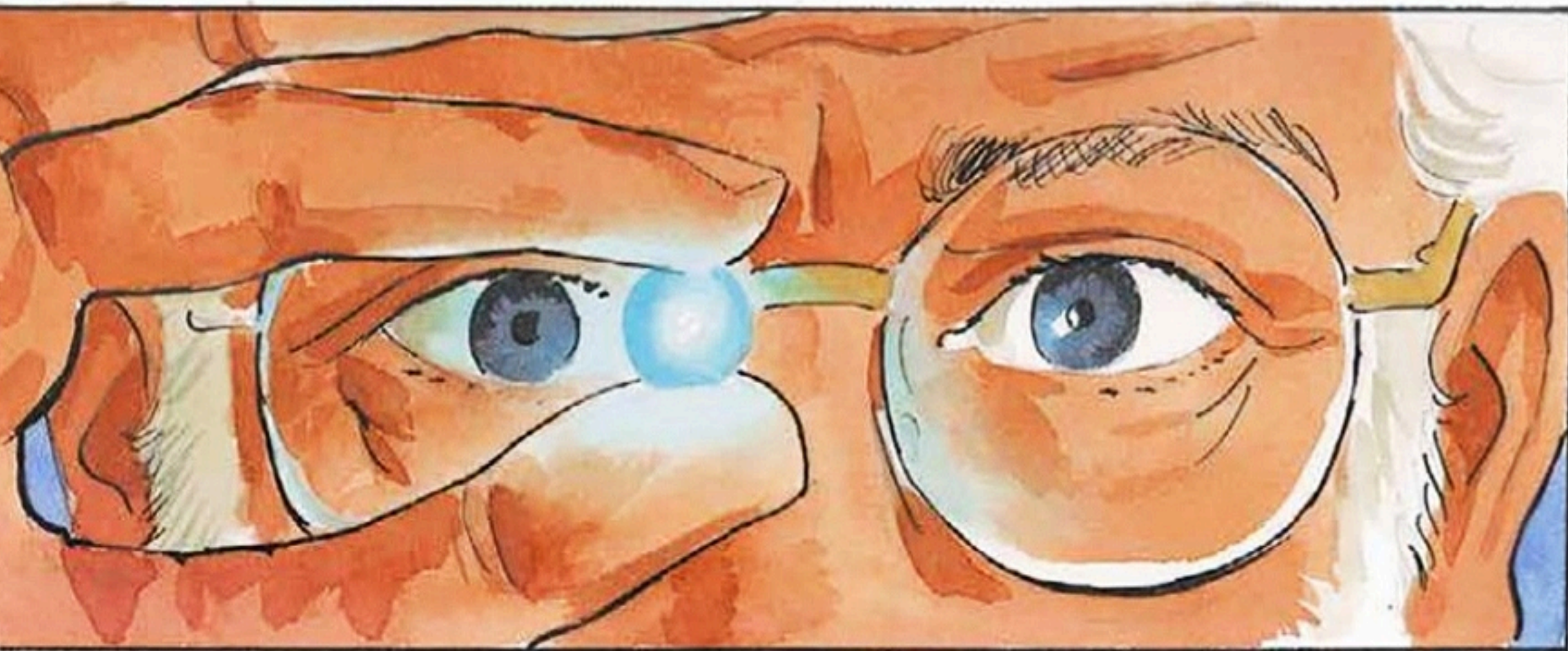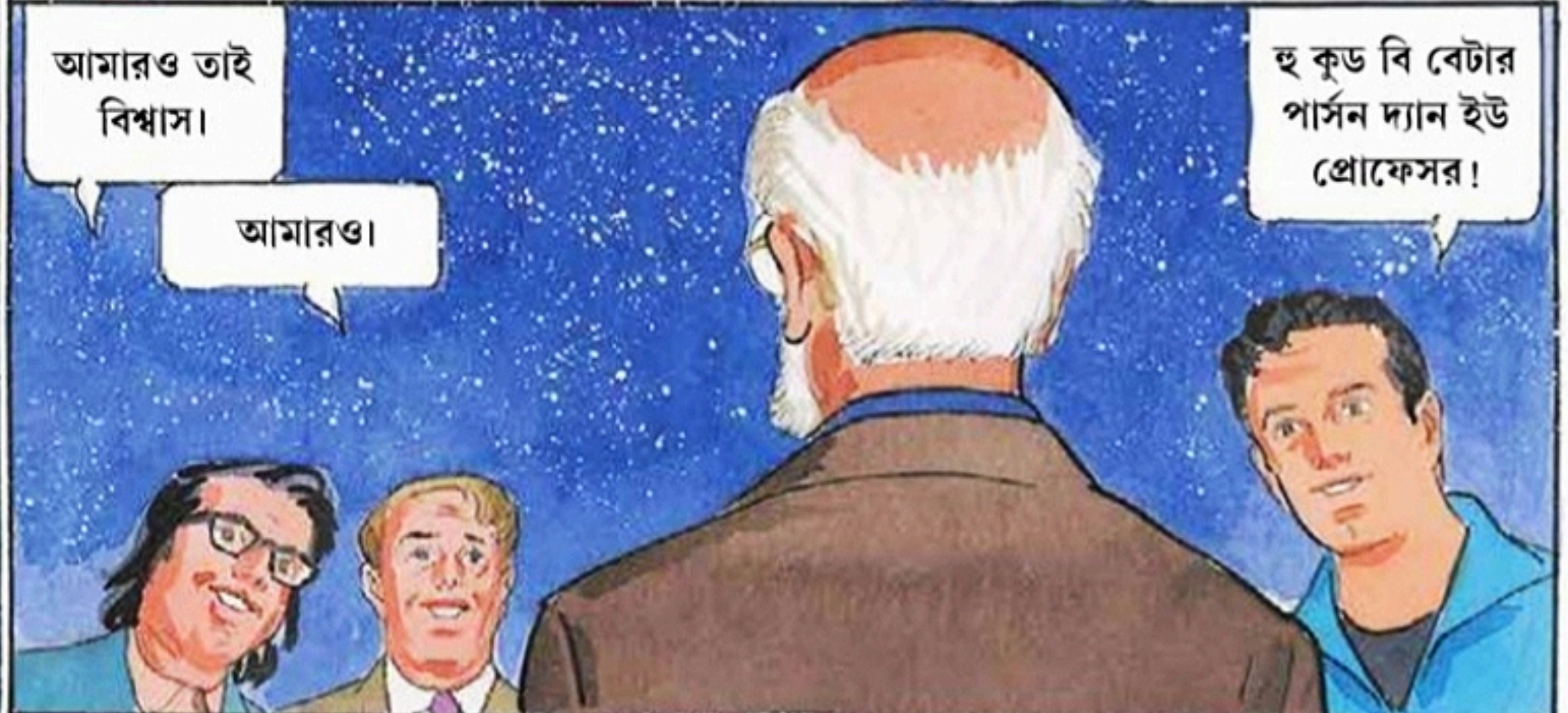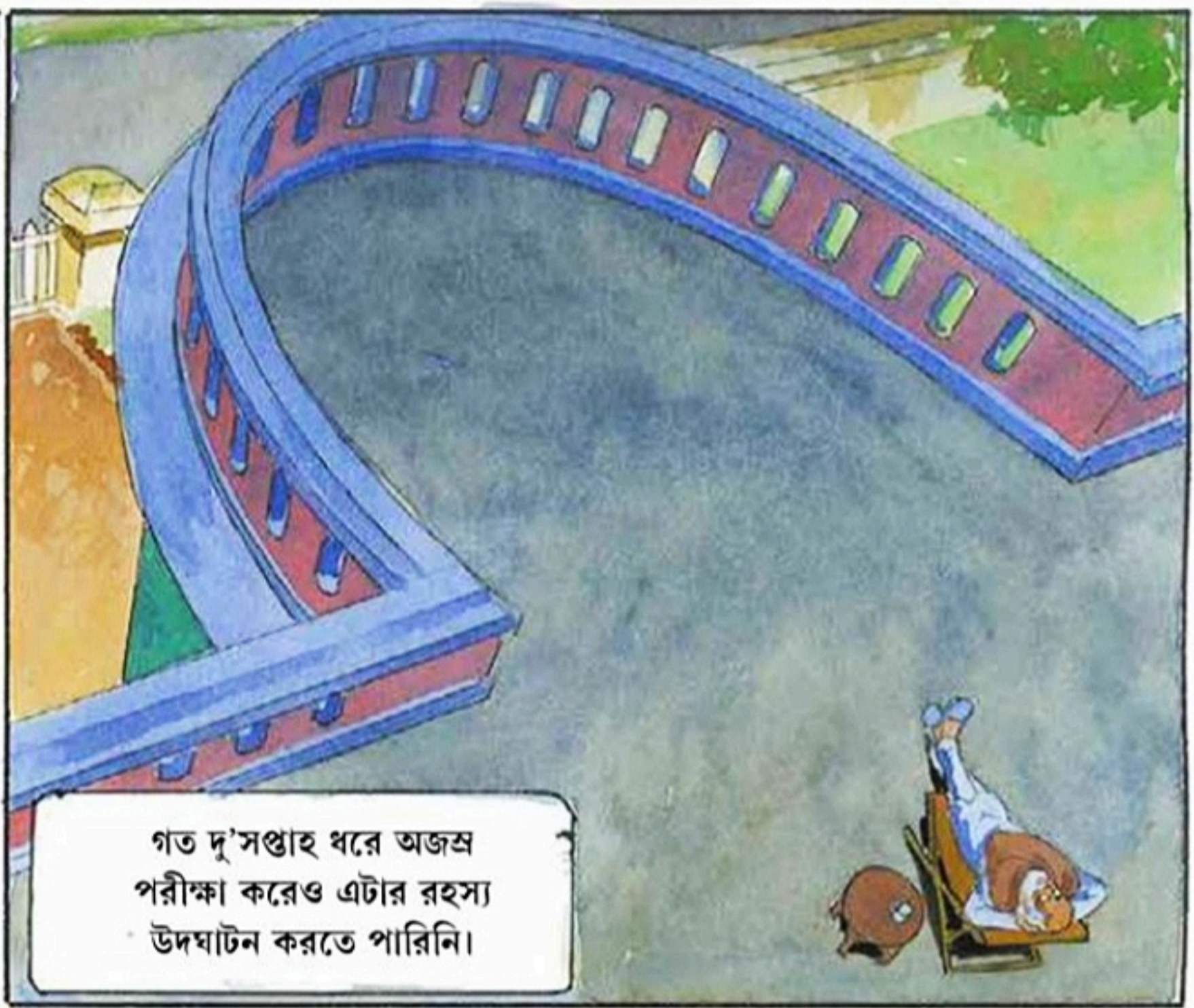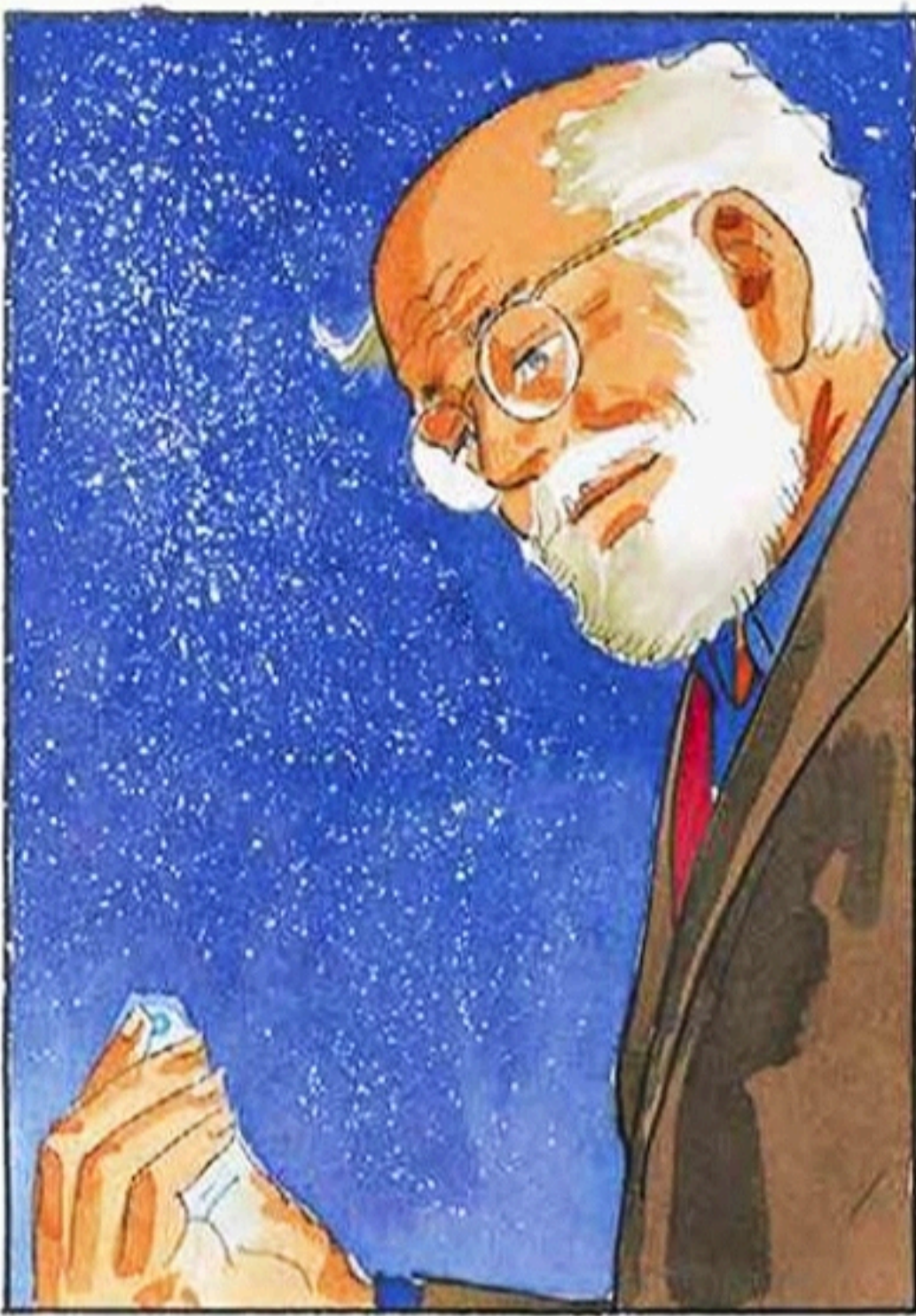
গত দু'সপ্তাহ ধরে অজস্র
পরীক্ষা করেও এটার রহস্য
উদঘাটন করতে পারিনি।

পারবে কি মানুষের
মনের অন্ধকার
দুর করতে?

হয়তো পারবে!

সমাপ্ত